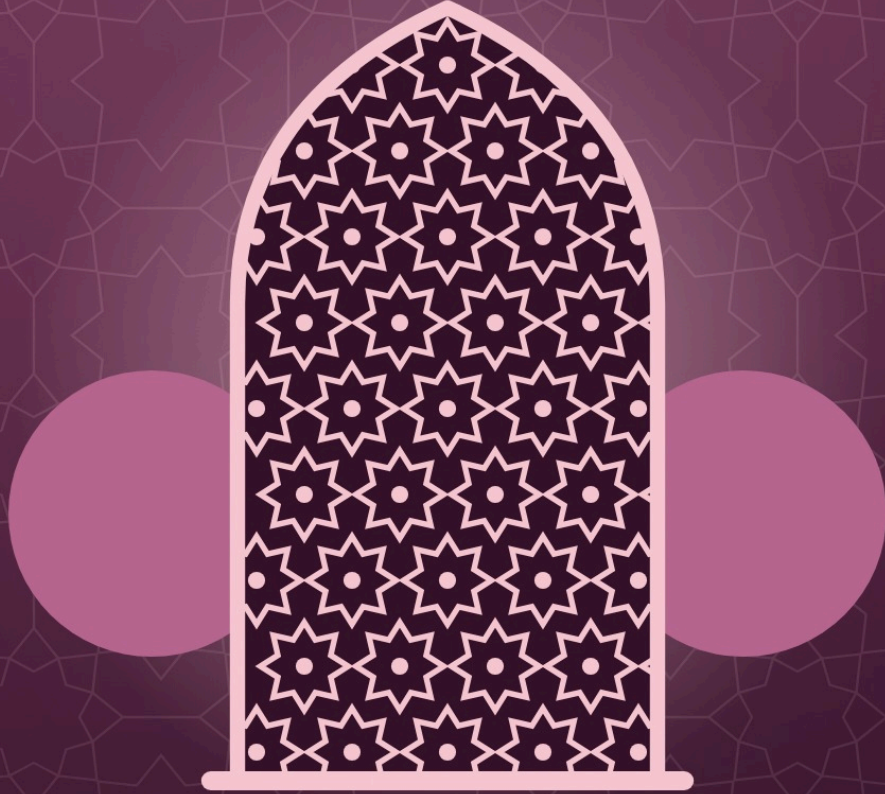


বৈধ চিকিৎসায় দেহ ও আত্মার আরোগ্য – ৭

لمس المرأة في الرقية

রুকুইয়াহতে নারীকে স্পর্শ করা



সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ

শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী

বাংলা অনুবাদ: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

ফ্রি ডিজিটাল সংস্করণ

alquranicruqyahhealing.com

সূচিপত্র

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)	৩
অনুবাদ প্রসঙ্গে	৪

পর্ব ১: রুকইয়াহতে নারীকে স্পর্শ করা

১	উৎসর্গ, ভূমিকা ও মৌলিক বিধান	৬
২	নারীর চিকিৎসা ও স্পর্শ — সুন্নাহর দলিল ও ফুকাহার বক্তব্য	১৭
৩	রুকইয়াহ ও রাকীগণ সম্পর্কে আলিমদের ফতোয়া	৩৫
৪	ইসলামওয়েব সাইটের ফতোয়াসমূহ (চলমান)	৫২
৫	রাকীর স্পর্শ — ইজতিহাদ, তাকলীদ ও প্রয়োজনের বিধান	৬৬
৬	রাকীর কর্মপরিধি ও চিকিৎসাক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন	৭৬
৭	ফতোয়ার সামঞ্জস্য, প্রমাণায়নের দাবি ও নারীদের রুকইয়াহয় রাকীদের শ্রেণিভেদ	৮৪
৮	প্রয়োজনের সময় রাকী কর্তৃক নারীকে স্পর্শের ব্যাপারে নসীহত ও দিকনির্দেশনা	৯৫

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি	১০৫
অনুবাদক পরিচিতি	১০৬
শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক)	১০৭

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

বিকাশ / নগদ / রকেট

০১৮৮৬৬০৮৯৯৯

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

বাংলা অনুবাদ ও উপস্থাপনা: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত
আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার — alquranicruqyahhealing.com

এটি শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী রচিত আরবি গ্রন্থ «لمس المرأة في الرقية»-এর সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের। এই অনুবাদ মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয় — সূত্র হিসেবে ব্যবহারের সময় মূল আরবি গ্রন্থটিই নির্ভরযোগ্য।

উপস্থাপনার নীতি

- সম্পূর্ণ অনুবাদ, সংক্ষেপ নয়। লেখকের প্রতিটি বক্তব্য, দলিল ও নির্দেশনা বাক্যে-বাক্যে অনূদিত; কোনো অংশ সারসংক্ষেপে পরিণত করা হয়নি।
- কুরআনের আয়াত মূল আরবিসহ, সূরার নাম ও আয়াত-নম্বরসহ, এরপর বাংলা অর্থ।
- হাদীস ও উদ্ধৃতি মূল আরবিসহ, মূল গ্রন্থে দেওয়া তাখরীজসহ, তারপর বাংলা।
- ফতোয়া ও অন্যের বক্তব্য — বক্তার নাম ও মূল গ্রন্থে দেওয়া উৎস অক্ষুণ্ণ।

অনুবাদ-প্রকৃতি ও যাচাই

মূল PDF-এর ভেতরকার টেক্সট-স্তর ত্রুটিপূর্ণ, তাই অনুবাদের সময় তা ব্যবহার করা হয়নি; প্রতিটি পৃষ্ঠার উচ্চ-রেজলুশন চিত্র থেকে সরাসরি পাঠ করা হয়েছে। মূল গ্রন্থে কোনো অসংগতি বা ছাপার ভুল ধরা পড়লে তা নীরবে সংশোধন বা নীরবে বহন — কোনোটিই করা হয়নি; সেগুলো আলাদা যাচাই-তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

পর্ব ১

রুকইয়াহতে নারীকে স্পর্শ করা

১ উৎসর্গ, ভূমিকা ও মৌলিক বিধান

২ নারীর চিকিৎসা ও স্পর্শ — সুন্নাহর দলিল ও ফুকাহার বক্তব্য

৩ রুকইয়াহ ও রাকীগণ সম্পর্কে আলিমদের ফতোয়া

৪ ইসলামওয়েব সাইটের ফতোয়াসমূহ (চলমান)

৫ রাকীর স্পর্শ — ইজতিহাদ, তাকলীদ ও প্রয়োজনের বিধান

৬ রাকীর কর্মপরিধি ও চিকিৎসাক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন

৭ ফতোয়ার সামঞ্জস্য, প্রমাণায়নের দাবি ও নারীদের রুকইয়াহয় রাকীদের

শ্রেণিভেদ

৮ প্রয়োজনের সময় রাকী কর্তৃক নারীকে স্পর্শের ব্যাপারে নসীহত ও

দিকনির্দেশনা

পর্ব ১ · অধ্যায় ১

উৎসর্গ, ভূমিকা ও মৌলিক বিধান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

উৎসর্গ

প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীকে — আরব হোক বা অনারব — আমি এই বইটি উৎসর্গ করছি; কারণ এতে রয়েছে সেই বিবরণ ও স্পষ্টীকরণ, যে বিষয়ে কিছু ইলমের ছাত্র ও সাধারণ মানুষের কাছে অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে — অর্থাৎ (নারীকে রুকইয়াহ করার সময় ও তার চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাকে স্পর্শ করা)।

উৎসর্গ প্রত্যেক রোগিণীর প্রতি..

যে আল্লাহর হারামকৃত কোনো কিছুতে পড়ে যাওয়ার ভয়ে রাকীদের কাছে গিয়ে আল্লাহ যা বৈধ করেছেন তা দিয়ে চিকিৎসা গ্রহণ ও রুকইয়াহ করানো ছেড়ে দিয়েছে — এই কয়েকটি পঙ্ক্তিতে রয়েছে তার স্পষ্টীকরণ ও ব্যাখ্যা।

উৎসর্গ প্রত্যেক রাকীর প্রতি, যিনি আলিমগণের দলিলের ভিত্তিতে নারীকে স্পর্শ করা হারাম মনে করেন; এবং প্রত্যেক সেই রাকীর প্রতি, যিনি সীমা লঙ্ঘন করেছেন, বাড়াবাড়িতে গেছেন ও নিজের চিকিৎসাকর্মে ঢিলেমি করেছেন।

উৎসর্গ এ বিষয়ের প্রত্যেক গবেষক, মুফতি ও ইলমের ছাত্রের প্রতি; এবং চিকিৎসার বিষয়টি — বিশেষভাবে নারীদের চিকিৎসা — সহজ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

উৎসর্গ প্রত্যেক সেই ব্যক্তির প্রতি, যে না জেনে রাকীদের সম্মানহানিতে লিপ্ত হয়েছে — যেন সে এমন কিছু পায় যা তার জ্ঞান বাড়িয়ে দেবে।

উৎসর্গ প্রত্যেক সেই ব্যক্তির প্রতি, যিনি এই বইটির শুদ্ধ অনুবাদ করতে সক্ষম।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি হালালকে হালাল করেছেন, হারামকে হারাম করেছেন, এবং সম্মানিত কিতাব ও সেই ওহীতে বিধানসমূহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যা অবতীর্ণ হয়েছে সত্যবাদী-আমানতদারের উপর। বান্দাদের প্রতি তাঁর রহমতেরই একটি দিক এই যে, তিনি যরুরত (নিরুপায় অবস্থা)-এর ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়ে — তার পরিমাণমতো, কোনো বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন ছাড়া — রুখসত (ছাড়) রেখেছেন; আর তার জন্য তিনি তাকওয়া ও ফতোয়া ছাড়া অন্য কোনো সীমা নির্ধারণ করেননি। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবীগণের সর্বশেষ জন মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবার ও তাঁর সমস্ত সাহাবীর উপর। অতঃপর..

আমাদের যুগে রূহানী ও দৈহিক রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে গেছে, এবং মানুষ ওষুধ ও চিকিৎসার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। হাসপাতাল, মানসিক আরোগ্যকেন্দ্র, মেডিকেল কলেজ ও সেগুলোর বিশ্ববিদ্যালয় ছড়িয়ে পড়েছে; মানুষ সেসবে

নানা কৌশল ও নৈপুণ্য অর্জন করেছে, এবং তারা এখনো গবেষণা ও উন্নয়নে অবিরাম লেগে আছে। রুকইয়াহ শরইয়্যাহ এবং আল্লাহ সুবহানাহুর কালাম দিয়ে চিকিৎসার বিষয়টিও তদ্রূপ। বহু বিষয় উন্মোচিত হয়েছে, যা বহুসংখ্যক মুসলিমকে রুকইয়াহ, নববী চিকিৎসা এবং ভেষজ দিয়েও চিকিৎসা নেওয়ার দিকে ধাবিত করেছে; কারণ তারা দেখতে পেয়েছে যে, তারা যেসব ব্যাধি ও অভিযোগে ভুগছে তার অনেকগুলোই আসলে বদনজর,

হাসাদ, সিহর কিংবা শয়তানদের আছর-এর কারণে — সেগুলো মানসিক রোগ হোক বা দৈহিক রোগ, যেগুলোর ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান কোনো প্রকাশ্য উপকার খুঁজে পায়নি; কিংবা তা হয়েছে সার' (আছর/মৃগীজাতীয় খিঁচুনি), যাতে মানসিক রোগের ওষুধ সফল হয়নি।

আর এ অঙ্গনে কেবল পুরুষেরাই এগিয়ে এসেছেন; নারীদের অনুপাত এত সামান্য যে তা উল্লেখযোগ্যই নয়। রাকীদের দরজাগুলো রোগীতে ঠাসা হয়ে গেছে, আর তাদের অধিকাংশই নারী। ফলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে পুরুষ কর্তৃক নারীর চিকিৎসার, এবং মাহরামের উপস্থিতিতে রাকী কর্তৃক আড়ালসহ নারীর মাথায় হাত রাখার; আর তাঁদের কেউ কেউ এর চেয়েও বেশি কিছুতে ইজতিহাদ করেছেন।

রুকইয়াহর অঙ্গনে সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, এমনকি এতে নির্বোধ ও দুশ্চরিত্র লোকেরাও ঢুকে পড়েছে; ফলে বিপর্যয় প্রকাশ পেয়েছে। তখন কিছু দাঈ ক্ষুব্ধ হয়েছেন — আর তাঁদের সেই অধিকার ছিল। এবং প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক সেসব ফতোয়া, যেগুলোতে যে নারীকে রুকইয়াহ করা হয় তাকে গায়রে-মাহরাম পুরুষ কর্তৃক স্পর্শ করা হারাম বলা হয়েছে — অথচ চিকিৎসার ক্ষেত্রে মাসআলার মূল বিধান হলো জায়য হওয়া, যদি তার প্রয়োজন দেখা দেয়।

আর যেহেতু অনুমতিদানকারী ফতোয়াও প্রকাশ পেয়েছে এবং নিষেধকারী ফতোয়াও — সেহেতু এখানে, আমার এই বইয়ে, এবং যেহেতু আমি বিশেষভাবে এই বিষয়ে যথেষ্ট ও তৃপ্তিদায়ক কোনো সংকলন পাইনি — আমি চেয়েছি এই মাসআলায় শরঈ বিধান স্পষ্ট করতে, যাতে গায়রে-মাহরাম নারীর চিকিৎসায় রাকীর জন্য শরঈ বিধান ও যাওয়াবিত (সীমারেখা) আমরা জানতে পারি।

গায়রে-মাহরাম নারীকে স্পর্শ করা, তার সঙ্গে মুসাফাহা করা ও তার দিকে তাকানোর বিধান

সংক্ষেপে: (এমন হাদীসও এসেছে যা নিষেধ প্রমাণ করে, আবার এমন হাদীসও এসেছে যা বৈধতা প্রমাণ করে।) তবে হাদীসসমূহের মধ্যে প্রমাণিত ও সহীহ হলো সেসব হাদীস, যেগুলোতে নিষেধ এসেছে অথবা যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্মের এই স্পষ্টীকরণ এসেছে যে, তিনি কখনো কোনো গায়রে-মাহরাম নারীর সঙ্গে মুসাফাহা করেননি। সেগুলোর মধ্যে:

১। মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لأن يطعن في رأس أحدكم بخيطٍ من حديد، خير له من أن
يمس امرأة لا تحل له

"তোমাদের কারো মাথায় লোহার সুচ দিয়ে খোঁচা দেওয়া তার জন্য এর চেয়ে উত্তম যে, সে এমন কোনো নারীকে স্পর্শ করবে যে তার জন্য হালাল নয়।" [শাইখ আলবানী: সহীহ; "আল-জামিউস সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু" (১/৯১৮), হাদীস নং: ৯১৭৬]

২। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে হিজরত করে আসা মুমিন নারীদের এই আয়াত দিয়ে পরীক্ষা করতেন — আল্লাহর এই বাণী দিয়ে:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ

"হে নবী! মুমিন নারীরা যখন তোমার কাছে বাইআত করতে আসে..." [সূরা আল-মুমতাহিনা: ১২]

উরওয়াহ বলেন, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন: মুমিন নারীদের মধ্যে যে এই শর্ত স্বীকার করে নিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলতেন:

قد بايعتك كلامًا، ولا والله ما مسّت يده يد امرأة قط في

المبايعة، ما يبايعهنّ إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك

"আমি তোমাকে কথার দ্বারা বাইআত করে নিলাম।" আল্লাহর কসম, বাইআত গ্রহণের সময় তাঁর হাত কখনো কোনো নারীর হাত স্পর্শ করেনি; তিনি তাঁদের বাইআত নিতেন কেবল এই কথা বলে: "আমি তোমাকে এর উপর বাইআত করলাম।" [সহীহ বুখারী (৪/১৮৫৬), হাদীস নং: ৪৬০৯]

আর যেসব হাদীস বৈধতার পক্ষে বর্ণিত হয়েছে, আহলুল ইলম সেগুলোকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন, যদিও তাঁদের কেউ কেউ সেগুলো গ্রহণ করেছেন; সেগুলো উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এরই ভিত্তিতে এ মাসআলায় মতভেদের উদ্ভব হয়েছে।

◆ নিষেধ ও বৈধতার হাদীস

প্রমাণিত ও সহীহ হাদীস: নিষেধ

মা'কিল ইবনে ইয়াসারের হাদীস
লোহার সুচের খোঁচা খাওয়া উত্তম,
অবৈধ নারীকে স্পর্শের চেয়ে

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনা
বাইআতে নবীর হাত কখনো নারীর হাত
স্পর্শ করেনি

নবীর কর্ম
বাইআত নিতেন কেবল মুখের কথায়

বৈধতার হাদীস
আহলুল ইলম যঈফ সাব্যস্ত করেছেন

গায়রে-মাহরাম নারীর সঙ্গে মুসাফাহার বিধানে ফকীহগণের মাযহাবসমূহের সারসংক্ষেপ

- গায়রে-মাহরাম নারীর সঙ্গে মুসাফাহা করা কোনো অবস্থাতেই জাযিয় নয়। হানাফীগণ তাঁদের একটি বক্তব্যে এ কথাই বলেছেন; এটিই মালিকীদের মত; কতিপয় শাফিঈও এ কথা বলেছেন; এবং এটি হাম্বলীদেরও একটি মত।
- যুবতী নারীর সঙ্গে মুসাফাহা নিষেধ, তবে বৃদ্ধার সঙ্গে তা জাযিয় — ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকা সাপেক্ষে। হানাফীগণ এ কথা বলেছেন; এটি হাম্বলীদের একটি মত; এবং এটি যায়দিয়াদের মত।
- গায়রে-মাহরাম নারীর সঙ্গে মুসাফাহা জাযিয় — দুটি শর্তে; শর্ত দুটি হলো: ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকা, এবং মুসাফাহা কোনো আড়ালের পেছন থেকে হওয়া। শাফিঈগণ এ কথা বলেছেন।

ফকীহগণের বক্তব্য ও তাঁদের দলিলসমূহ উল্লেখ করার পর আমি রাজিহ মতে উপনীত হচ্ছি, আর তা হলো: গায়রে-মাহরাম নারীর সঙ্গে মুসাফাহা করা কোনো অবস্থাতেই জাযিয় নয়। কারণ হাদীসগুলো নিষেধের ব্যাপারে নিরঙ্কুশভাবে এসেছে, এবং সেগুলোর ভেতরে এমন কিছু নেই যা কোনো শর্তারোপের প্রমাণ বহন করে। এর ভিত্তিতে: গায়রে-মাহরাম নারীর সঙ্গে মুসাফাহা করা জাযিয় নয় — সে নারী যুবতী হোক বা বৃদ্ধা, মুসাফাহাকারী যুবক হোক বা বয়োবৃদ্ধ শাইখ, এবং মুসাফাহা আড়ালসহ হোক বা আড়াল ছাড়া। এর কারণ দলিলসমূহের ব্যাপকতা, এবং ফিতনার দিকে নিয়ে যাওয়া পথগুলো বন্ধ করা (সাদুয যারায়ি)।

◆ মুসাফাহা: ফকীহগণের তিন মত

মত	যাঁদের বক্তব্য
কোনো অবস্থাতেই জাযিয় নয়	হানাফীদের একটি বক্তব্য; মালিকী; কতিপয় শাফিঈ; হাম্বলীদের একটি মত
যুবতীর সঙ্গে নিষেধ; বৃদ্ধার সঙ্গে জাযিয়, ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকলে	হানাফী; হাম্বলীদের একটি মত; যায়দিয়া
জাযিয়: ফিতনা থেকে নিরাপদ ও আড়ালের পেছন থেকে	শাফিঈগণ
লেখকের রাজিহ মত (তাঁর নিজের তারজীহ)	কোনো অবস্থাতেই জাযিয় নয়: যুবতী বা বৃদ্ধা, আড়ালসহ বা ছাড়া

মত তিনটি বইয়ে যেভাবে সংক্ষেপিত; শেষ সারিটি লেখকের নিজের রাজিহ মত

এই মত — অর্থাৎ গায়রে-মাহরাম নারীর সঙ্গে সর্বাবস্থায় মুসাফাহা নাজায়য হওয়া — শাইখ শানকীতী "আযওয়াউল বায়ান"-এ ব্যক্ত করেছেন; তিনি বলেছেন:

لا يجوز للرجل الأجنبي أن يَصَافِحَ امرأةً أجنبيةً منه، ولا يجوز

له أن يمسَّ شيءً من بدنه شيئاً من بدنِها

"গায়রে-মাহরাম পুরুষের জন্য জায়য নয় যে সে তার জন্য গায়রে-মাহরাম কোনো নারীর সঙ্গে মুসাফাহা করবে, এবং তার জন্য জায়য নয় যে তার শরীরের কোনো অংশ ওই নারীর শরীরের কোনো অংশ স্পর্শ করবে।"
[আযওয়াউল বায়ান (৬/৬০২)]

সৌদি আরবের আল-লাজনাতুদ দায়িমা (স্থায়ী ফতোয়া কমিটি)-ও এ মতেই ফতোয়া দিয়েছেন — এমনকি আড়ালসহ হলেও। ফতোয়ায় এসেছে:

لا يجوز أن يضع رجلٌ يدهُ في السَّلام في يدِ امرأةٍ ليس لها

بحرَم ولو توقَّت بثوبها

"কোনো পুরুষের জন্য জায়য নয় যে, সে সালামের সময় এমন নারীর হাতে নিজের হাত রাখবে, যে তার মাহরাম নয় — যদিও ওই নারী নিজের কাপড় দিয়ে আড়াল করে নেয়।" [ফাতাওয়ালা লাজনাতিদ দায়িমা, ফতোয়া নং: ১৭৪২]

খুলাসা (সারসংক্ষেপ)

আমরা যখন জানলাম যে, গায়রে-মাহরাম নারীকে স্পর্শ করা ও তার সঙ্গে মুসাফাহা করা জায়য নয় — মাহরাম নারীদের বিধান এর ব্যতিক্রম — তখন আমাদের জন্য বাকি থাকল এটি জানা যে, চিকিৎসা ও আরোগ্য-প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যে গায়রে-মাহরাম নারীকে স্পর্শ করার ক্ষেত্রে হাজত (প্রয়োজন) ও যরুরত (নিরুপায়তা)-এর বিধান কী।

পুরুষ কর্তৃক নারীর চিকিৎসা ও এর বিপরীত ক্ষেত্রের বিধানে যরুরতসমূহ

আমরা জানলাম যে, পুরুষের পক্ষে গায়রে-মাহরাম নারীকে স্পর্শ (লমস) করা জায়য নয়, এবং এর বিপরীতটিও। কিন্তু আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, যরুরতের অবস্থায় জায়য হওয়ার একটি শরঈ বিধান রয়েছে।

আলিমগণ পুরুষ কর্তৃক নারীদের চিকিৎসা ও এর বিপরীত ক্ষেত্রটির বৈধতার মাসআলা উল্লেখ করেছেন — এই শর্তে যে, সমরূপ কেউ না থাকা (অর্থাৎ নারীর চিকিৎসা করার মতো কোনো নারী বিদ্যমান না থাকা, এবং এর বিপরীত), এবং তার জন্য প্রেরণাদায়ক প্রয়োজন বিদ্যমান থাকা।

আর এখানে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা বলবেন না যে, "আমরা যরুরতের বিষয়টি মেনে নেব না, বরং হাদীসের বাহ্যিক অর্থই আঁকড়ে ধরব।"

কেন? কারণ এটি শরীয়ত; আর কারো জন্যই বৈধ নয় যে, সে এ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে হারাম ও হালাল নির্ধারণ করবে। বরং প্রত্যাবর্তনস্থল হলো কিতাব, সুন্নাহ ও ইজতিহাদ।

মুদাওয়াত (চিকিৎসা)-এর সংজ্ঞা

তা হলো আরোগ্য-প্রক্রিয়া চালানো এবং বিভিন্ন প্রকার ও নানা আকারের ওষুধ বাতলে দেওয়া। এ যুগে আরোগ্য-প্রক্রিয়া কেবল "মানব-চিকিৎসক (ডাক্তার)" নামধারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং যে-ই চিকিৎসা করে, আরোগ্যের ব্যবস্থা করে এবং ওষুধ বাতলে দেয়, তার সবার ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা: পুরুষ কর্তৃক নারীর চিকিৎসার বিধান কেবল সেই ডাক্তার বা সার্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যিনি ৭ বছর কিংবা ১০ বছর পড়াশোনা করেছেন; আর তা স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি-বিশেষজ্ঞের উপরও নির্ভরশীল নয়। বরং পুরুষ কর্তৃক নারীর চিকিৎসা বলতে বোঝায় — যেকোনো পুরুষ যদি কোনো নারীর চিকিৎসা করে ওষুধ দিয়ে, রুকইয়াহ দিয়ে, হিজামা দিয়ে, দাগ দেওয়া (কাই) দিয়ে, সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে অথবা ওষুধ পরিবেশন করে — তবে তা-ও মুদাওয়াত (চিকিৎসা)।

◆ মুদাওয়াত (চিকিৎসা) বলতে যা বোঝায়

- ☐ ওষুধ দিয়ে
- ☐ রুকইয়াহ দিয়ে
- ☐ হিজামা দিয়ে
- ☐ দাগ দেওয়া (কাই) দিয়ে
- ☐ সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে
- ☐ ওষুধ পরিবেশন করে

লেখকের মতে এসবই চিকিৎসা; কেবল ডাক্তার বা সার্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়

আর "আল-মুনতাখাব"-এ রয়েছে:

الْجُعْلُ فِي حَجِّ كَأَجْرَةٍ، وَنَصُّهُ: الْجَوَازُ عَلَى الرُّقْيَةِ وَلِأَنَّهَا مَدَاوَاةٌ.

"হজের ক্ষেত্রে জু'ল (নির্ধারিত পারিশ্রমিক) মজুরির মতোই; আর তার ভাষ্য হলো: রুকইয়াহর উপর (বিনিময় গ্রহণ) জায়য, কেননা তা একপ্রকার চিকিৎসা।" ["আল-ফুরা" — ইবনে মুফলিহ]

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا أُخْتِلِفَ فِيهِ أَنَّ الرُّقْيَةَ نَوْعٌ مَدَاوِةٍ

"এর এবং যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য এই যে, রুকইয়াহ একপ্রকার চিকিৎসা।" ["মাতালিবু উলিন নুহা ফী শারহি গায়াতিল মুনতাহা"]

বরং গোত্রপ্রধানের দংশিত হওয়ার ঘটনায় রুকইয়াহ-সংক্রান্ত হাদীসসমূহ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত বিচ্ছুর দংশন-সংক্রান্ত হাদীসসমূহ স্পষ্ট করে দেয় যে, রাকী এমন জিনিসেরই চিকিৎসা করেছেন, যার চিকিৎসা এখন ডাক্তাররা করে থাকেন। আর রাকী যে রুকইয়াহকৃত পানি ও ভেষজের কথা বলেন — পান করার জন্য বা মালিশ করার জন্য — তা রোগীর উপর আপতিত সেসব যন্ত্রণারই জন্য, যেগুলোর চিকিৎসা এ যুগে ডাক্তারদের কাছে করা হয়।

যরুরতসমূহের পক্ষে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে দলিলসমূহ

ইবনুল কাইয়িম ও ইবনে সা'দী রহিমাহুমা ল্লাহ বলেছেন: "অক্ষমতার সঙ্গে কোনো ওয়াজিব থাকে না, আর যরুরতের সঙ্গে কোনো হারাম থাকে না।" — উদ্ধৃতি শেষ। এরপর তিনি সেগুলো সাব্যস্ত হওয়ার দলিলসমূহ উল্লেখ করেছেন; সেগুলো হলো:

প্রথমত: সেসব আয়াত যা এ কথার উপর প্রমাণবহ যে, নিরুপায় ব্যক্তির (মুযতার) জন্য এমন একটি বিধান রয়েছে, যা অন্যের বিধান থেকে ভিন্ন; এবং তার জন্য এমন জিনিস বৈধ করা হয়, যা অন্যের জন্য বৈধ নয়।

যরুরতের সংজ্ঞা

অনেক সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে; তবে একটি সংজ্ঞা রয়েছে যা যরুরতের সবগুলো দিক একত্র করে: তা হলো — মানুষের উপর বিপদ কিংবা তীব্র কষ্টের এমন একটি অবস্থা আপতিত হওয়া, যাতে সে ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা করে, অথবা পাঁচটি অপরিহার্য বিষয়ে (যরুরিয়াতে খামসা) কষ্টের আশঙ্কা করে। সেগুলো হলো: জীবন, অথবা অঙ্গ, অথবা সম্ভ্রম, অথবা বিবেক-বুদ্ধি, অথবা সম্পদ ও সম্পদের অনুষ্ঙ্গসমূহ। তখন — নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী ক্ষতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এবং শরীয়তের নির্ধারিত সীমার ভেতরে থেকে — হারামে লিপ্ত হওয়া, কিংবা ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া, কিংবা তা তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করা নির্দিষ্ট বা বৈধ হয়ে যায়। যরুরত সম্পর্কে প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে এটি সর্বাধিক ব্যাপক একটি সংজ্ঞা। ["নাযারিয়াতুয যরুরাতিশ শারইয়াহ": পৃ. ৬৭, ৬৮]

◆ যরুরত কাকে বলে

যরুরতের ব্যাপক সংজ্ঞা

অবস্থা

মানুষের উপর বিপদ বা তীব্র কষ্ট
আপতিত হওয়া

আশঙ্কা

ক্ষতির, বা পাঁচটি অপরিহার্য বিষয়ে
কষ্টের

পাঁচটি বিষয়

জীবন, অঙ্গ, সম্বল, বিবেক-বুদ্ধি, সম্পদ

ফল

হারামে লিপ্ত হওয়া বা ওয়াজিব ছাড়া
বৈধ হয়ে যায়

সীমা

প্রবল ধারণায় ক্ষতি প্রতিহত করা;
শরীয়তের সীমার ভেতরে

◆ এক নজরে

- ★ গায়রে-মাহরাম নারীর সঙ্গে মুসাফাহা: লেখকের রাজিহ মত, কোনো অবস্থাতেই জাযিয় নয়
- ★ নিষেধের হাদীস প্রমাণিত ও সহীহ; বৈধতার হাদীস আহলুল ইলম যঈফ সাব্যস্ত করেছেন
- ★ কারণ: দলিলের ব্যাপকতা এবং ফিতনার পথ বন্ধ করা (সাদুয যারায়ি)
- ★ চিকিৎসার প্রয়োজনে (হাজত ও যরুরত) স্পর্শের বিধান আলাদা প্রশ্ন
- ★ পুরুষ কর্তৃক নারীর চিকিৎসা: সমরূপ কেউ না থাকা এবং প্রেরণাদায়ক প্রয়োজন থাকা
- ★ যরুরতের সঙ্গে কোনো হারাম থাকে না, তবে তা শরীয়তের সীমার ভেতরে
- ★ রুকইয়াহও চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত

◆ যাচাই করুন

1. গায়রে-মাহরাম নারীর সঙ্গে মুসাফাহা সম্পর্কে লেখকের রাজিহ মত কোনটি?

ক. কোনো অবস্থাতেই জাযিয় নয়

খ. কেবল বৃদ্ধার সঙ্গে জাযিয়

গ. আড়ালসহ জাযিয়

2. বাইআতের সময় রাসূলুল্লাহ নারীদের কীভাবে বাইআত নিতেন?

ক. নারীর হাত ধরে

খ. কেবল মুখের কথা বলে

3. যরুরত সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম ও ইবনে সা'দীর উদ্ধৃতিতে কী আছে?

ক. যরুরতেও হারাম হারামই থাকে

খ. যরুরতের সঙ্গে কোনো হারাম থাকে না

4. পুরুষ কর্তৃক নারীর চিকিৎসার বিধান সম্পর্কে লেখক কী বলেন?

ক. কেবল স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি-বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভরশীল

খ. কেবল ৭ বা ১০ বছর পড়া ডাক্তার বা সার্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; রুকইয়াহ, হিজামা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত

5. আলিমগণ পুরুষ কর্তৃক নারীর চিকিৎসার বৈধতার জন্য কোন শর্ত উল্লেখ করেছেন?

ক. রোগী বৃদ্ধা হওয়া

খ. সমরূপ কেউ (চিকিৎসা করার মতো নারী) না থাকা

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ

পবিত্র কুরআন থেকে

তন্মধ্যে: পবিত্র কুরআনে কেবল পাঁচটি আয়াত রয়েছে, যেগুলো যরুরত সম্পর্কে কথা বলে।

প্রথম আয়াত:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ

اللَّهِ ۖ فَسِنْ أَضْطَرَّ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

"তিনি তো তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে যে নিরুপায় হয়ে পড়ে — বিদ্রোহী নয় ও সীমালঙ্ঘনকারীও নয় — তার কোনো গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-বাকার: ১৭৩]

দ্বিতীয় আয়াত:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ^১ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ^২ ذَلِكُمْ فِسْقٌ^৩ الْيَوْمَ يَنْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ^৪ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا^৫ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ^৬ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^৭﴾

"তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যা উৎসর্গ করা হয়েছে, গলা চেপে মরা প্রাণী, প্রহারে মরা প্রাণী, উপর থেকে পড়ে মরা প্রাণী, শিং-এর আঘাতে মরা প্রাণী এবং হিংস্র পশু যা খেয়ে ফেলেছে — তবে যা তোমরা যবেহ করে নিয়েছ তা ছাড়া; আর যা মূর্তিবেদির উপর যবেহ করা হয়েছে এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা। এসব ফাসিকী কাজ। আজ কাফিররা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে; সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতঃপর যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় নিরুপায় হয়ে পড়ে — পাপের দিকে ঝুঁকে না পড়ে — তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-মায়িদা: ৩]

তৃতীয় আয়াত:

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ^{١٤٥} فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

﴿١٤٥﴾

"বলুন, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে আমি কোনো ভক্ষণকারীর জন্য তার খাদ্যের মধ্যে হারাম কিছু পাই না, তবে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস ছাড়া — কারণ তা অপবিত্র; কিংবা ফাসিকী বস্তু, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে যে নিরুপায় হয়ে পড়ে — বিদ্রোহী নয় ও সীমালঙ্ঘনকারীও নয় — তবে নিশ্চয়ই আপনার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-আন'আম: ১৪৫]

চতুর্থ আয়াত:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ^{١٤٦} لِغَيْرِ اللَّهِ^{١٤٧} فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ^{١٤٨} إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

﴿١٧٣﴾ رَحِيمٌ

"তিনি তো তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে যে নিরুপায় হয়ে পড়ে — বিদ্রোহী নয় ও সীমালঙ্ঘনকারীও নয় — তার কোনো গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৩]

পর্ব ১ · অধ্যায় ২

নারীর চিকিৎসা ও স্পর্শ – সুন্নাহর দলিল ও ফুকাহার বক্তব্য

পঞ্চম আয়াত:

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بَغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ [الأنعام: ১১৭]

"আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা তা থেকে খাবে না যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, অথচ তিনি তোমাদের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন কোন্ জিনিস তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন — তবে যাতে তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়ো তা ছাড়া। আর নিশ্চয় বহু মানুষ না জেনে নিজেদের খেয়ালখুশি অনুসারে (অন্যদের) পথভ্রষ্ট করে। নিশ্চয় তোমার রবই সীমানাঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।" [সূরা আল-আনআম: ১১৯]

সুন্নাহ থেকে

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ فَأَذِنَ لَهَا فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجِمَهَا [أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ:]

[২২.৬]

"উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হিজামা (শিঙ্গা লাগানো) করানোর অনুমতি চাইলেন, তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং আবু তাইবাকে নির্দেশ দিলেন যেন সে তাঁকে হিজামা করে।" [বর্ণনা করেছেন মুসলিম: ২২০৬]

আর রুবাইয়ি বিনতে মুআওবিয রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنُرِدُّ الْقَتْلَى إِلَى

الْمَدِينَةِ [أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ]

"আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে থাকতাম, পানি পান করাতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং নিহতদের মদীনাতে ফিরিয়ে আনতাম।" [বর্ণনা করেছেন বুখারী]

ইবনে হাজার বলেন: (এতে প্রয়োজনের (দারুরাতের) কারণে অপরিচিত পুরুষের চিকিৎসা অপরিচিত নারীর দ্বারা করানোর বৈধতা প্রমাণিত হয়।)

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِأَمْرِ سَلِيمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا

غَزَا فَيَسْقِيَنِ الْمَاءَ وَيُدَاوِيَنِ الْجَرْحَى [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুদ্ধে বের হতেন তখন উম্মে সুলাইম ও আনসারের কতিপয় নারীকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করতেন; তাঁরা পানি পান করাতেন এবং আহতদের চিকিৎসা করতেন।" [বর্ণনা করেছেন মুসলিম]

ইমাম নববী বলেন: (এতে রয়েছে যুদ্ধে নারীদের বের হওয়া এবং পানি পান করানো, চিকিৎসা করা ও এ জাতীয় কাজে তাঁদের সহায়তা নেওয়া।)

আর উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

غزوتُ مع رسول الله ﷺ سبع غزوات أخلفهم في رحالهم،

فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى [رواه

مسلم]

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি; আমি তাঁদের মালপত্রের কাছে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকতাম, তাঁদের জন্য খাবার তৈরি করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং অসুস্থদের সেবা করতাম।"
[বর্ণনা করেছেন মুসলিম]

আবু আহমদ ইবনে জাহশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

رأيت بعيني حنة بنت جحش يوم أحد تسقي العطشى، وتداوي

الجرحى [رواه الطبراني، وإسناده حسن. مجمع الزوائد ومنبع

الفوائد نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي]

"আমি উহুদের দিন নিজ চোখে হামনা বিনতে জাহশকে দেখেছি — তিনি তৃষ্ণার্তদের পানি পান করিয়েছেন এবং আহতদের চিকিৎসা করেছেন।" [বর্ণনা করেছেন তাবারানী, এর সনদ হাসান। মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মামবাউল ফাওয়াইদ, নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবী বকর আল-হাইসামী]

(উহুদ)-এ তাঁর — অর্থাৎ হামনা বিনতে জাহশের — অবস্থান ছিল এমন জায়গায়, যার সামনে পুরুষদের পা পিছলে যায়। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন: তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকে পড়তেন, আহত ব্যক্তিকে বহন করে এমন জায়গায় ফিরিয়ে আনতেন যেখানে তার ক্ষতের সেবা-শুশ্রূষা করা হতো। এ যুদ্ধেই তিনি তাঁর স্বামী মুসআব ইবনে উমাইরকে হারান; তবু তিনি আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাঁর কাছে সওয়াবের আশা রাখেন।

তেমনি রুফাইদা আল-আসলামিয়াহকেও গণ্য করা হতো সম্ভ্রান্ত নারীদের এবং মুজাহিদা সাহাবিয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠদের একজন হিসেবে। তিনি হিজরতের পর রাসূল ﷺ-এর হাতে বাইআত করেন, খন্দক ও খায়বার — এই দুই যুদ্ধে অংশ নেন। রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি ছিলেন পাঠে দক্ষ, লেখায় পারদর্শী এবং বিপুল সম্পদের অধিকারী। সেবিকার পেশা এবং

চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বৃত্তি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল; তিনি এতে এমন পারদর্শিতা অর্জন করেন যে তা তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় এবং সর্বসাধারণের মধ্যে তিনি এর জন্য পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁকে (আল-ফিদাইয়াহ — আত্মোৎসর্গকারিণী) বলে ডাকা হতো; কারণ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে আহতদের বহন করতেন, আক্রান্তদের প্রাথমিক শুশ্রূষা করতেন এবং মুজাহিদদের উৎসাহ দিতেন।

আর উমাইমা বিনতে কায়স আল-গিফারিয়াহ ইসলাম গ্রহণ করেন ও হিজরতের পর রাসূল ﷺ-এর হাতে বাইআত করেন এবং খায়বার যুদ্ধে উম্মে সালামার দলের সঙ্গে থেকে আহতদের চিকিৎসা করতেন ও মুসলিমদের সহায়তা করতেন।

আর উম্মে যিয়াদ আল-আশজাইয়াহ খায়বার ও হুনাইন — এই দুই যুদ্ধে অংশ নেন; তিনি পানি পান করাতেন, আহতদের চিকিৎসা করতেন এবং যোদ্ধাদের হাতে তীর তুলে দিতেন।

আর উমাইয়া শাসনামলের সূচনালগ্নে যায়নাব — বনু আওদ গোত্রের চিকিৎসিকা — চোখের ব্যথা ও ক্ষতের নিরাময়-প্রস্তুতি ও চিকিৎসায় দক্ষদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি নারী-পুরুষ উভয়েরই সমানভাবে সেবা-শুশ্রূষা করতেন।

নারীরা চিকিৎসা করেছেন

চিকিৎসায় নারীদের ভূমিকা: সুন্নাহর বর্ণনা

উম্মে সালামা

হিজামার অনুমতি চান; নবী আবু তাইবাকে নির্দেশ দেন

রুবাইয়ি বিনতে মুআওবিয

আহতদের চিকিৎসা; ইবনে হাজারের মন্তব্য: প্রয়োজনে বৈধ

উম্মে সুলাইম ও আনসারী নারীরা

পানি পান করাতেন, আহতদের চিকিৎসা করতেন

উম্মে আতিয়া

সাতটি যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা ও অসুস্থদের সেবা

হামনা বিনতে জাহশ

উহুদে তৃষ্ণার্তদের পানি, আহতদের চিকিৎসা

রুফাইদা আল-আসলামিয়াহ

আল-ফিদাইয়াহ নামে পরিচিত

ইবনে হাজার: প্রয়োজনের কারণে অপরিচিত পুরুষের চিকিৎসা অপরিচিত নারীর দ্বারা বৈধ

নারীর চিকিৎসা পুরুষ কর্তৃক ও তার বিপরীত প্রসঙ্গে আলিমদের বক্তব্য

হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী — ফুকাহার জুমহুর এ মতে গিয়েছেন যে, নারী চিকিৎসক না পাওয়া গেলে মুসলিম পুরুষ চিকিৎসকের জন্য অপরিচিতা মুসলিম রোগিণীর চিকিৎসা করা, তার দিকে দেখা এবং প্রয়োজন যতটুকু দেখা ও স্পর্শ করার দিকে বাধ্য করে ততটুকু স্পর্শ করা জায়েয। আর যদি নারী চিকিৎসকও না থাকে এবং মুসলিম চিকিৎসকও না থাকে, তাহলে যিম্মী চিকিৎসকের জন্য তা জায়েয। আর মুসলিম পুরুষ চিকিৎসক উপস্থিত থাকা অবস্থায়ও কাফির নারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; কারণ কাফির নারীর দৃষ্টি ও স্পর্শ পুরুষের তুলনায় লঘুতর। আর নারী চিকিৎসকের জন্য জায়েয যে, রোগীর যে অংশ দেখা ও স্পর্শ করার দিকে অনিবার্য প্রয়োজন ডাকে তা দেখবে ও স্পর্শ করবে — যদি এমন কোনো পুরুষ চিকিৎসক না পাওয়া যায় যে রোগীর চিকিৎসা সম্পন্ন করবে। আর কতিপয় ফকীহ এর জন্য কিছু শর্ত আরোপ করেছেন।

❖ চিকিৎসা: জুমহুরের মত

অবস্থা	জুমহুর ফুকাহার বিধান
নারী চিকিৎসক না পাওয়া গেলে	মুসলিম পুরুষ চিকিৎসক অপরিচিতা মুসলিম রোগিণীর চিকিৎসা করতে পারেন
নারী ও মুসলিম চিকিৎসক কেউ না থাকলে	যিম্মী চিকিৎসকের জন্য জায়েয
মুসলিম পুরুষ চিকিৎসক থাকলেও	কাফির নারীকে অগ্রাধিকার; তাঁর দৃষ্টি ও স্পর্শ লঘুতর
পুরুষ চিকিৎসক না পাওয়া গেলে	নারী চিকিৎসক প্রয়োজনীয় অংশ দেখতে ও স্পর্শ করতে পারেন

হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী ফুকাহার জুমহুর

শাফিঈগণ বলেছেন: এ দুটি — অর্থাৎ দৃষ্টি ও স্পর্শ — মুবাহ; ফসদ (শিরা কেটে রক্তমোক্ষণ), হিজামা ও প্রয়োজনসাপেক্ষ চিকিৎসার জন্য। তবে এমন কারো উপস্থিতিতে, যে নির্জনতা প্রতিরোধ করে — যেমন মাহরাম বা স্বামী কিংবা কোনো নির্ভরযোগ্য নারী; কেননা দুজন নির্ভরযোগ্য নারীর সঙ্গে এক পুরুষের একত্র থাকা বৈধ। আর মাওয়ারদী শর্ত করেছেন যে, ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকতে হবে এবং প্রয়োজনের পরিমাণ ছাড়া অনাবৃত করা যাবে না।

শাফিঈগণ আরও বলেছেন: স্পর্শ ছাড়া কেবল দৃষ্টি হারাম হবে — যেমন যদি চিকিৎসকের পক্ষে কেবল স্পর্শের মাধ্যমেই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

আর হাম্বলীগণ বলেছেন: চিকিৎসকের জন্য বৈধ, প্রয়োজন যতটুকু দেখা ও স্পর্শ করার দিকে ডাকে ততটুকু দেখা ও স্পর্শ করা — এমনকি তার লজ্জাস্থান ও তার ভেতরের অংশ পর্যন্ত; এ ব্যাপারে (ইমাম আহমদের) সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। কারণ তা প্রয়োজনের স্থান, আর তার বাহ্যিক অংশ তো আরও (স্পষ্টভাবে বৈধ) — যদিও চিকিৎসক যিম্মী হয়।

আর তা যেন হয় মাহরাম বা স্বামীর উপস্থিতিতে; কারণ নির্জনতার সঙ্গে নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়া থেকে নিরাপত্তা নেই। আর প্রয়োজনের স্থান ছাড়া বাকি অংশ ঢেকে রাখা হবে; কারণ মূলনীতি অনুযায়ী তা হারামের অধীনে। আর চিকিৎসকের মতোই সেই ব্যক্তি, যে অসুস্থ পুরুষ বা অসুস্থ নারীর ওয়ূ, ইস্তিনজা ও এ জাতীয় কাজে সেবা করে; এবং যেমন তাকে ডুবে যাওয়া, আগুনে পুড়ে যাওয়া ও এ জাতীয় বিপদ থেকে উদ্ধার করা। তেমনি কেউ যদি এমন ব্যক্তির নাভির নিচের লোম কামিয়ে দেয় যে নিজে তা কামাতে পারে না; এবং তেমনি কুমারীত্ব, বিধবা-অবস্থা ও বালিগ হওয়া নির্ণয়ের জন্যও। আর কামভাব ছাড়া স্পর্শ — যেমন রোগ জানার জন্য তার হাত স্পর্শ করা — তা কোনো অবস্থাতেই মাকরুহ নয়। [আল-মাওসুআতুল কুওয়াইতিয়াহ, আল-মাকতাবাতুশ শামিলা: খণ্ড ৩৯, পৃ. ২৯৮]

শাফিঈ ও হাম্বলী বক্তব্য

শাফিঈগণ	হাম্বলীগণ
দৃষ্টি ও স্পর্শ মুবাহ: ফসদ, হিজামা ও প্রয়োজনসাপেক্ষ চিকিৎসায়	প্রয়োজন যতটুকু ডাকে ততটুকু দেখা ও স্পর্শ বৈধ, লজ্জাস্থান পর্যন্ত
উপস্থিতি: মাহরাম, স্বামী বা নির্ভরযোগ্য নারী	উপস্থিতি: মাহরাম বা স্বামী
মাওয়ারদী: ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকা; প্রয়োজনের বেশি অনাবৃত নয়	প্রয়োজনের স্থান ছাড়া বাকি অংশ ঢাকা

দুই মাযহাবের বক্তব্য বইয়ে যেভাবে এসেছে; নির্জনতা প্রতিরোধকারীর উপস্থিতি দুই পক্ষেই

ইমাম নববী [রাওদাতুত তালিবীন (৭/৯২)]-এ বলেন:

يجوز النظر والمس للفصد والحجامة ومعالجة العلة وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج، ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أن لا يكون هناك امرأة تعالج، وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل أن لا يكون هناك رجل يعالج. ثم أصل الحاجة كافٍ في النظر إلى الوجه واليدين وفي النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر تأكد الحاجة وضبطه الإمام أي الجويني فقال: ما يجوز الانتقال من الماء إلى التيمم وفاقًا أو خلافًا كشدة الضنى الألم وما في معناها يجوز النظر بسببه، وفي النظر إلى السواتين يعتبر مزيد التأكد

"ফসদ, হিজামা ও রোগের চিকিৎসার জন্য দেখা ও স্পর্শ করা জায়েয; তবে তা যেন হয় মাহরাম বা স্বামীর উপস্থিতিতে। আর এ কারণে পুরুষের নারীর দিকে দেখা জায়েয হওয়ার শর্ত হলো — সেখানে চিকিৎসা করতে পারে এমন কোনো নারী না থাকা; আর নারীর পুরুষের দিকে দেখা জায়েয হওয়ার শর্ত হলো — সেখানে চিকিৎসা করতে পারে এমন কোনো পুরুষ না থাকা। এরপর, মুখমণ্ডল ও দুই হাতের দিকে দেখার জন্য প্রয়োজনের মূলটুকুই যথেষ্ট; আর অন্যান্য অঙ্গের দিকে দেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তীব্রতা ধর্তব্য। ইমাম (অর্থাৎ জুওয়াইনী) এর সীমারেখা নির্ধারণ করে বলেছেন: যে অবস্থায় ঐকমত্যে বা মতভেদসহ পানি ছেড়ে তায়াম্মুমে যাওয়া জায়েয — যেমন তীব্র দুর্বলতা (ব্যথা) ও তার সমার্থক অবস্থা — সে কারণে দেখা জায়েয। আর দুই লজ্জাস্থানের দিকে দেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের আরও অধিক তীব্রতা ধর্তব্য।"

◆ দেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের মাত্রা

দুই লজ্জাস্থান
প্রয়োজনের আরও অধিক তীব্রতা ধর্তব্য

অন্যান্য অঙ্গ
প্রয়োজনের তীব্রতা ধর্তব্য

মুখমণ্ডল ও দুই হাত
প্রয়োজনের মূলটুকুই যথেষ্ট

রাওদাতুত তালিবীনে ইমাম নববীর বক্তব্য; শর্ত: মাহরাম বা স্বামী উপস্থিত, চিকিৎসা করার মতো বিপরীত লিঙ্গের কেউ না থাকা

النَّظَرُ وَالْمَسُّ مُبَاحَانِ لِفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجٍ. قُلْتُ: وَيَبَاحُ النَّظَرُ لِمَعَامَلَةٍ
وَشَهَادَةٍ. وَتَعْلِيمٍ وَنَحْوِهَا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [المنهاج للنووي: ৩০২]

"ফসদ, হিজামা ও চিকিৎসার জন্য দেখা ও স্পর্শ করা — উভয়ই মুবাহ। আমি (নববী) বলি: লেনদেন, সাক্ষ্যদান, শিক্ষাদান ও এ জাতীয় কাজের জন্যও প্রয়োজনের পরিমাণ দেখা মুবাহ। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।" [আল-মিনহাজ, নববী: ১/৩০২]

ইমাম গাযালী বলেন: আর তা এভাবে যে, প্রয়োজন এমন হবে যাতে সে কারণে অনাবৃত হওয়াকে মানমর্যাদার হানি বলে গণ্য করা না হয় এবং সাধারণ প্রথায় তা এড়ানো দুঃসাধ্য হয়।

বুহুতী [কাশশাফুল কিনা (৫/১৩)]-এ বলেন:

وللطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى فرجها
وباطنه لأنه موضع حاجة وظاهره. وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج
لأنه لا يأمن مع الخلوة الواقعة المحذور لقوله ﷺ: لا يخلو رجل بامرأة إلا
كان الشيطان ثالثهما [متفق عليه]. ويستتر منها ماعدا موضع الحاجة لأنها
على الأصل في التحريم

"চিকিৎসকের জন্য বৈধ — প্রয়োজন যতটুকু দেখা ও স্পর্শ করার দিকে ডাকে ততটুকু দেখা ও স্পর্শ করা, এমনকি তার লজ্জাস্থান ও তার ভেতরের অংশ পর্যন্ত; কারণ তা প্রয়োজনের স্থান, আর তার বাহ্যিক অংশ তো আরও (স্পষ্ট)। আর তা যেন হয় মাহরাম বা স্বামীর উপস্থিতিতে; কারণ নির্জনতার সঙ্গে নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে

পড়া থেকে সে নিরাপদ নয়, নবী ﷺ-এর বাণী অনুসারে: (কোনো পুরুষ কোনো নারীর সঙ্গে নির্জনে থাকে না, তবে শয়তান তাদের তৃতীয়জন হয়) [মুত্তাফাকুন আলাইহি]। আর প্রয়োজনের স্থান ছাড়া বাকি অংশ ঢেকে রাখা হবে; কারণ মূলনীতি অনুযায়ী তা হারামের অধীনে।"

ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহর "যাদুল মাআদ"-এ (মানুষের চিকিৎসা করা অথচ সে চিকিৎসাশাস্ত্রে অজ্ঞ) শীর্ষক আলোচনায় এসেছে: রাকীর চিকিৎসার কথা উল্লেখ করার পর তিনি বলেন:

وَالطَّبِيبُ يَتَنَاوَلُ مَنْ يَطِبُّ بِوَصْفِهِ وَقَوْلِهِ وَهُوَ الَّذِي يُخَصُّ بِاسْمِ الطَّبَائِعِيِّ
وَبِمَرْوَدِهِ وَهُوَ الْكَحَّالُ وَبِمَبْضَعِهِ وَمَرَاهِمِهِ وَهُوَ الْجَرَّاحِيُّ وَبِمُوسَاهُ وَهُوَ
الْحَاتِنُ وَبِرِيشَتِهِ وَهُوَ الْفَاصِدُ وَبِمَحَاجِمِهِ وَمِشْرَطِهِ وَهُوَ الْحَجَّامُ وَبِخَلْعِهِ
وَوَضْلِهِ وَرِبَاطِهِ وَهُوَ الْمَجْبَرُ وَبِمَكْوَانِهِ وَنَارِهِ وَهُوَ الْكَوَّاءُ وَبِقَرَبَتِهِ وَهُوَ
الْحَاقِنُ وَسَوَاءٌ كَانَ طَبَهُ لِحَيَوَانٍ بِهِمٍ أَوْ إِنْسَانٍ فَاسْمُ الطَّبِيبِ يُطْلَقُ لُغَةً
عَلَى هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَخْصِيصُ النَّاسِ لَهُ بِبَعْضِ أَنْوَاعِ الْأَطْبَاءِ عُرِفَ
حَادِثٌ كَتَخْصِيصِ لَفْظِ الدَّابَّةِ بِمَا يَخْصُهَا بِهِ كُلُّ قَوْمٍ.

"তবীব' (চিকিৎসক) শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করে তাকে, যে ব্যবস্থাপত্র ও কথার মাধ্যমে চিকিৎসা করে — আর সে-ই বিশেষভাবে 'তাবাইয়িঙ্গ' নামে অভিহিত; এবং তাকে, যে শলাকার মাধ্যমে চিকিৎসা করে — আর সে 'কাহহাল' (চক্ষুচিকিৎসক); এবং তাকে, যে অস্ত্রোপচারের ছুরি ও মলমের মাধ্যমে চিকিৎসা করে — আর সে 'জারাইহী' (শল্যচিকিৎসক); এবং তাকে, যে ক্ষুরের মাধ্যমে করে — আর সে 'খাতিন' (খতনাকারী); এবং তাকে, যে ল্যানসেটের মাধ্যমে করে — আর সে 'ফাসিদ' (শিরাছেদক); এবং তাকে, যে শিঙ্গা ও ছুরিকার মাধ্যমে করে — আর সে 'হাজ্জাম' (শিঙ্গা লাগানেওয়ালা); এবং তাকে, যে হাড় খোলানো, জোড়া লাগানো ও বাঁধার মাধ্যমে করে — আর সে 'মুজাব্বির' (হাড়-জোড়া লাগানেওয়ালা); এবং তাকে, যে দাগ দেওয়ার লোহা ও আগুনের মাধ্যমে করে — আর সে 'কাউওয়া' (দাগদাতা); এবং তাকে, যে মশকের মাধ্যমে করে — আর সে 'হাকিন' (এনিমা প্রয়োগকারী)। আর তার চিকিৎসা পশুর জন্য হোক বা মানুষের জন্য — উভয়ই সমান। সুতরাং 'তবীব' নামটি ভাষাগতভাবে এদের সবার উপরই প্রযোজ্য, যেমনটি আগে গত হয়েছে। আর মানুষের পক্ষ থেকে এ নামটিকে কেবল কোনো এক শ্রেণির চিকিৎসকের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়া একটি নবউদ্ভূত প্রথা — যেমন 'দাব্বা' (জন্তু) শব্দটিকে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের নির্দিষ্ট প্রাণীর জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে।"

(অসুস্থ নারীর চিকিৎসা পুরুষ করছে) – ইমাম আহমদের "কিতাবুল ওয়ারা", মারওয়াযীর বর্ণনা থেকে

সাবিত ইবনে যারওয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

عَنْ ثَابِتِ بْنِ ذَرْوَةَ قَالَ: خَرَجْتُ فُصِرَعَتِ امْرَأَةٌ كَانَتْ مَعَنَا فَأَنْكَسَرَ فَخِذُهَا فَلَمْ أَجْزِهَا قَالَ: فَلَقِيْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنَّ الْمُضْطَرَّ كَاسِمُهُ أَمْ إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ جَبَرْتَهَا لَأُجِرْتَ.

"আমি বের হলাম, তখন আমাদের সঙ্গে থাকা এক নারী পড়ে গেল এবং তার উরুর হাড় ভেঙে গেল; আমি তার হাড় জোড়া লাগালাম না। তিনি বলেন: এরপর আমি জাবির ইবনে যায়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। তিনি বললেন: তুমি খুবই মন্দ কাজ করেছ! নিরুপায় ব্যক্তি তো তার নাম অনুযায়ীই (সত্যিকার অর্থেই বাধ্য)। জেনে রাখো, তুমি যদি তার হাড় জোড়া লাগিয়ে দিতে তবে তুমি পুরস্কৃত হতে।"

أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ ذَرْوَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُؤْتَى بِالْمَرْأَةِ الْكَسِيرِ فَلَا تُقَدِّمُ عَلَيْهَا أَقْدِمُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

"সাদ্দ আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, সাবিত ইবনে যারওয়া থেকে, সাদ্দ ইবনে জুবাইর থেকে; তিনি বলেন: আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমার কাছে হাড়-ভাঙা নারী আনা হয় অথচ তুমি তার (চিকিৎসার) দিকে অগ্রসর হও না। তুমি তার দিকে অগ্রসর হও, কেননা এতে কোনো দোষ নেই।"

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أُخْتًا لِعُرْوَةَ اشْتَكَتْ مِنْ عُقْقِهَا جِرَاحًا أَوْ قُرْحَةً فَدَعَا لَهَا عُرْوَةُ الطَّبِيبَ.

"হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে বর্ণিত যে, উরওয়ার এক বোন তার ঘাড়ে ক্ষত বা ফোড়ার অভিযোগ করলেন, তখন উরওয়া তার জন্য চিকিৎসককে ডেকে আনলেন।"

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الْخَادِمُ الْخَصِيُّ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا.

"আমি আবু আবদিল্লাহ (ইমাম আহমদ)-কে জিজ্ঞেস করলাম: খোজা করা দাস কি তার মনিবানীর চুলের দিকে দেখতে পারবে? তিনি বললেন: না।"

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ فَيَضَعُ الْمُجَبَّرُ يَدَهُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: هَذِهِ ضَرُورَةٌ وَلَمْ يَرِ بِهِ بَأْسًا.

"আমি আবু আবদিল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম: কোনো নারীর হাড় ভেঙে গেলে হাড়-জোড়া লাগানেওয়ালা কি তার উপর হাত রাখবে? তিনি বললেন: এটি নিরুপায় অবস্থা (দারুরাত) — এবং তিনি এতে কোনো দোষ দেখেননি।"

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُجَبَّرٌ يَعْمَلُ بِخَشَبَةٍ فَقَالَ: لَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أَكْشِفَ صَدْرَ الْمَرْأَةِ وَأَضَعُ يَدِي عَلَيْهَا. قَالَ: قَالَ طَلْحَةُ يَزْجُرُ قُلْتُ ابْنَ مُصَرِّفٍ يناديه قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَأَيُّشْ تَقُولُ: قَالَ هَذِهِ ضَرُورَةٌ وَلَمْ يَرِ بِهِ بَأْسًا.

"আমি আবু আবদিল্লাহকে বললাম: এক হাড়-জোড়া লাগানেওয়ালা কাঠ দিয়ে কাজ করে; সে বলল: নারীর বুক অনাবৃত করে তার উপর হাত রাখা আমার জন্য অপরিহার্য। তিনি বললেন: তালহা ধমক দিতেন। আমি বললাম: ইবনে মুসাররিফ? (তাকে সম্বোধন করে) তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমি বললাম: তাহলে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন: এটি নিরুপায় অবস্থা — এবং তিনি এতে কোনো দোষ দেখেননি।"

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا الْجِرَاحُ قَالَ: تَقَوَّرُ مَا حَوْلَ الثَّوْبِ يفتح ويقطع من الثوب مقدار ما يبين الموضع المطلوب ولا يكشف كل الجسم .

"আমি আবু আবদিলাহকে বললাম: কোনো নারীর যদি ক্ষত হয়? তিনি বললেন: কাপড়ের চারপাশ গোল করে কেটে নেওয়া হবে। (অর্থাৎ কাপড় খুলে ততটুকু কেটে নেওয়া হবে যতটুকুতে কাঙ্ক্ষিত জায়গাটি প্রকাশ পায়, পুরো শরীর অনাবৃত করা হবে না।)"

قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالْكَحَالُ الَّذِي يَضَعُ الْقَطْرَةَ وَالِدَوَاءَ وَيَكْحُلُ بِهِ الْعَيْنَ
يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ انْصَرَفَ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ النِّسَاءِ هَلْ هَذِهِ الْخُلُوةُ

"আবু আবদিলাহকে বলা হলো: চক্ষুচিকিৎসক (যে চোখে ড্রপ ও ওষুধ দেয় এবং সুরমা লাগিয়ে দেয়) কোনো নারীর সঙ্গে নির্জনে থাকে, অথচ তার কাছে থাকা অন্য নারীরা চলে গেছে — এই নির্জনতা কি

مَنْهِي عَنْهَا، قَالَ: أَلَيْسَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ: قِيلَ نَعَمْ، قَالَ: إِنَّمَا
الْخُلُوةُ تَكُونُ فِي الْبَيْتِ.

নিষিদ্ধ? তিনি বললেন: সে কি রাস্তার উপরে নয়? বলা হলো: হ্যাঁ। তিনি বললেন: নির্জনতা তো ঘরের ভেতরেই হয়।"

◆ কিতাবুল ওয়ারা থেকে

প্রশ্ন বা ঘটনা	ইমাম আহমদ ও সালাফের উত্তর
নারীর উরুর হাড় ভাঙলে জোড়া না লাগানো	জাবির ইবনে যায়দ: খুব মন্দ কাজ; জোড়া দিলে পুরস্কার পেতে
হাড়-ভাঙা নারীর কাছে অগ্রসর না হওয়া	সাদ্দ ইবনে জুবাইর: অগ্রসর হও, এতে দোষ নেই
হাড়-জোড়া লাগানেওয়ালা নারীর উপর হাত রাখবে?	এটি নিরুপায় অবস্থা; কোনো দোষ দেখেননি
হাড়-জোড়াকারী (কাঠ দিয়ে কাজ করেন): নারীর বুক অনাবৃত করে হাত রাখা অপরিহার্য	তালহা ধমক দিতেন; ইমাম আহমদ: নিরুপায় অবস্থা, দোষ দেখেননি
নারীর ক্ষত হলে	কাপড়ের চারপাশ গোল করে কেটে নেওয়া
খোজা দাস কি মনিবানীর চুলের দিকে দেখবে?	না
চক্ষুচিকিৎসক নারীর সঙ্গে নির্জনে?	সে কি রাস্তার উপরে নয়? নির্জনতা ঘরের ভেতরেই হয়

ইমাম আহমদের উত্তরগুলো মারওয়াযীর বর্ণনা থেকে

"তোমাদের কারও (মাথায়) বিদ্ধ করা হলে" - لأن يظعن أحدكم

প্রয়োজন ও নিরুপায় অবস্থায় কি নারীকে স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত হাদীসগুলো অনুসারে আমল করা হবে? নাকি নিষেধের বিধানটি নিরুপায় অবস্থাতেও বহাল থাকবে?

সঠিক কথা হলো, নিরুপায় অবস্থা (দারুরাত) নিষিদ্ধ জিনিসকে বৈধ করে দেয় — তবে তা নিরঙ্কুশভাবে নয়। তাই কোনো রাকী, চিকিৎসাদাতা, নিরাময়কারী বা ডাক্তারের উপর আপত্তি করা যাবে না; কেবল সেই অবস্থা ছাড়া যেখানে তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এমন কোনো নারী বিদ্যমান, অথবা যেখানে কোনো প্রয়োজনই ছিল না, অথবা যেখানে সেই ডাক্তার, হাজ্জাম বা রাকী তার দ্বীন ও আমানতদারিতে অভিযুক্ত।

এরপর, এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা রয়েছে যা আমরা উল্লেখ করেছি: তা হলো প্রয়োজন ও নিরুপায় অবস্থা (আল-হাজাহ ওয়াদ-দারুরাহ)। এর পরিমাপ নির্ধারণে এবং এর ভিত্তিতে আমল করা জায়েয কি না — এ নিয়ে ফুকাহা ও ফতোয়াদাতাগণ মতভেদ করেছেন; এ বিষয়ে গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

সারকথা হলো, চিকিৎসা, নিরাময় ও রুকইয়াহতে অপরিচিতা নারীকে স্পর্শ করার বিধান আর বিনা কারণে তাকে স্পর্শ করার বিধান — দুটি এক নয়।

চিত্র ১ - হাদীস: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী (لأن يظعن أحدكم)

মূল শিরোনাম-ছক: **لأن يظعن أحدكم**: حديث قوله عليه الصلاة والسلام: "نबी سألنا لاهي ويا سألنا من باهي هاديس: (তোমাদের কারও মাথায় বিদ্ধ করা হওয়াটা...)"

- ينطبق على — প্রযোজ্য হয়:
- مصافحة المرأة — নারীর সঙ্গে মুসাফাহা (করমর্দন)
- لمس المرأة بغير حاجة — প্রয়োজন ছাড়া নারীকে স্পর্শ করা
- لا ينطبق على — প্রযোজ্য হয় না:
- مس المرأة للضرورة — নিরুপায় অবস্থায় (দারুরাতে) নারীকে স্পর্শ করা
- والضرورة ليس لها حد وفيها خلاف — আর নিরুপায় অবস্থার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই এবং তাতে মতভেদ রয়েছে

ছকের নিচের দুই বাস্ন: الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي — www.alroqya.com (শাইখ খালিদ আল-হিবশীর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট) এবং من كتاب لمس المرأة في الرقية ("লামসুল মারআহ ফির রুকইয়াহ" গ্রন্থ থেকে)।

চিত্র-পরিচিতি: **لأن يظعن أحدكم** توضيح لمن ينطبق عليه الحديث: شكل ١ — "চিত্র ১: (লা-আন ইউতআনা আহাদুকুম) হাদীসটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার ব্যাখ্যা।"

◆ নবীর বাণীটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

নিষেধের হাদীস প্রযোজ্য হয়	প্রযোজ্য হয় না
নারীর সঙ্গে মুসাফাহা (করমর্দন)	নিরুপায় অবস্থায় (দারুরাতে) নারীকে স্পর্শ করা
প্রয়োজন ছাড়া নারীকে স্পর্শ করা	নিরুপায় অবস্থার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই এবং তাতে মতভেদ রয়েছে

চিত্র ১ থেকে: সুচের খোঁচা সংক্রান্ত হাদীস

চিত্র ২ - ক - নারীকে স্পর্শ করার প্রয়োজন হয় এমন কিছু নমুনা

ছকের শিরোনাম: **من النماذج على من يحتاج إلى لمس المرأة والشرع يجيزه وكذا مس المرأة للرجل** — "যাদের নারীকে স্পর্শ করার প্রয়োজন হয় এবং শরীয়ত যা অনুমোদন করে, তার কিছু নমুনা; তেমনি নারী কর্তৃক পুরুষকে স্পর্শ করাও।"

ছবিগুলোর পরিচিতি:

- **المحجم** — হিজামাকারী (শিঙ্গা লাগানেওয়ালা)
- **الراقي** — রাকী
- **المجبر** — হাড়-জোড়া লাগানেওয়ালা
- **الكواء** — দাগদাতা (আগুন দিয়ে দাগ দেওয়ার চিকিৎসক)

চিত্র-পরিচিতি: **من النماذج على من يجوز له لمس المرأة لحاجة والشرع يجيزه على ذلك: أ - شكل ٢** — "চিত্র ২ - ক: প্রয়োজনের কারণে যাদের জন্য নারীকে স্পর্শ করা জায়েয এবং শরীয়ত যাদের সে অনুমতি দেয়, তার কিছু নমুনা।"



চিত্র ৩ - খ - আরও কিছু নমুনা

- المعالج الطبيعي — ফিজিওথেরাপিস্ট (প্রাকৃতিক পদ্ধতির চিকিৎসক)
- الطبيب — ডাক্তার
- الإنقاذ والطوارئ — উদ্ধারকর্মী ও জরুরি বিভাগ
- الممرخ — মালিশকারী

চিত্র-পরিচিতি: ৩ - شكل ৩ - ب - من النماذج على من يجوز له لمس المرأة لحاجة والشرع يجيزه على ذلك: "চিত্র ৩ - খ: প্রয়োজনের কারণে যাদের জন্য নারীকে স্পর্শ করা জায়েয এবং শরীয়ত যাদের সে অনুমতি দেয়, তার কিছু নমুনা।"



আর এদের ছাড়াও আরও যাদের প্রতি প্রয়োজন ডাকে — যেমন মৌমাছির হল দিয়ে চিকিৎসা এবং এ জাতীয় আরও অনেক কিছু।

চিত্র-পরিচিতি: ৪ - النحل واستخدامه كعلاج (سم) نموذج للعلاج بلسع: شكل ৪ - "চিত্র ৪: মৌমাছির হল দিয়ে চিকিৎসার নমুনা এবং তা চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার।"



আর রাকীর মধ্যে এই পেশাগুলোর কয়েকটি কিংবা অধিকাংশই একত্র হতে পারে। কেননা রাকী রুকইয়াহ দিয়ে চিকিৎসা, হিজামা, ফসদ, মৌমাছির ছল দিয়ে চিকিৎসা কিংবা দাগ দেওয়ার (কাই) পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে পারেন। এ কারণেই নিরুপায় অবস্থাগুলো (দারুরাত) এমন একটি মাসআলা, যাতে দারুরাতের পরিমাপ নির্ধারণে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে; আর যে ব্যক্তি ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছায়নি, তাকলীদ (অনুসরণ) ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই।(১)

◆ প্রয়োজনে স্পর্শ করতে হয় যাঁদের

- ☐ হিজামাকারী (শিঙ্গা লাগানেওয়ালা)
- ☐ রাকী
- ☐ হাড়-জোড়া লাগানেওয়ালা
- ☐ দাগদাতা (কাই)
- ☐ ডাক্তার
- ☐ ফিজিওথেরাপিস্ট
- ☐ মালিশকারী
- ☐ উদ্ধারকর্মী ও জরুরি বিভাগ
- ☐ মৌমাছির ছল দিয়ে চিকিৎসা

চিত্র ২ ও ৩-এর নমুনা; নারী কর্তৃক পুরুষকে স্পর্শও একই

!!!تنبيه – সতর্কীকরণ!!!

সবাইকে অবশ্যই জানতে হবে — আর আমি সাধারণ মানুষকেই উদ্দেশ্য করছি; কেননা তালিবুল ইলমগণ আমি এখানে যা লিপিবদ্ধ করব তা বোঝেন:

প্রথমত: আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ

لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا

[النحل: ১১৬] يُفْلِحُونَ ﴿

"আর তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে বলে তোমরা বলো না — 'এটি হালাল আর এটি হারাম', যাতে তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটায়। নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটায় তারা সফল হবে না।" [সূরা আন-নাহল: ১১৬]

সুতরাং কারও জন্য বৈধ নয় যে সে নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী কোনো কিছু হারাম করবে বা হালাল করবে। বরং এটি হলো সম্মানিত আলিমদের ইজতিহাদ — তাঁদের কাছে যেসব নস (দলিল-পাঠ) রয়েছে তার ভিত্তিতে তাঁরা ফতোয়া দেন। উদ্দেশ্য হলো, এটি আহলুস সুন্নাহর সেই আলিমদের ইজতিহাদ যাঁরা নিজেদের ফতোয়ায় আল্লাহকে ভয় করেন।

দ্বিতীয়ত: আমাদের উপর কর্তব্য হলো — ফতোয়াদাতাগণ যে ফতোয়া দিয়েছেন, বিশেষত আমাদের দেশে, তাকে সম্মান করা; এবং তাঁদের ইজতিহাদসমূহকে সম্মান করা — বিশেষত যখন তাঁরা নস ও দলিলের উপর নির্ভর করেছেন। শর্ত হলো, যে ব্যক্তি কোনো মুফতির তাকলীদ করেছে তার উপর আমরা আপত্তি করব না; কারণ আমরা নিজেরাই মুকাল্লিদ, আর মুকাল্লিদ আলিম নয় — যেমনটি ইবনুল কাইয়িম বলেছেন। সুতরাং যে বলবে সে মুকাল্লিদ নয়, আমরা তাকে বলব: তাহলে তো তুমি আলিম!!

তৃতীয়ত: কোনো মুসলিমের জন্য এই অধিকার নেই যে, সে তার সেই ভাইকে দোষারোপ করবে যে কোনো আলিম ও গ্রহণযোগ্য মুফতির ফতোয়া গ্রহণ করেছে — এমন মুফতি, যাঁর পক্ষে তাঁর সমকালীন লোকেরা সাক্ষ্য দেয়। কারণ (এরূপ করলে) সে মুফতিকেই দোষারোপ করল — বিশেষত সেসব মাসআলায় যেগুলোতে মতভেদ রয়েছে এবং যেগুলোতে নস বিদ্যমান।

চতুর্থত: ফতোয়া (الفتوى) ও ইফতা (الإفتاء) একই অর্থে; আর তা হলো শরীয়তের বিধান সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া — বাধ্যতামূলক করার ভঙ্গিতে নয়।(২)

◆ ফতোয়া ও ইজতিহাদ: লেখকের সতর্কীকরণ

করুন

- ✓ ইজতিহাদকে সম্মান করা, বিশেষত যা নস ও দলিলের উপর নির্ভর করে
- ✓ ফতোয়া মানে শরীয়তের বিধান সম্পর্কে সংবাদ, বাধ্য করা নয়

করবেন না

- ✗ নিজের খেয়ালখুশিতে হারাম বা হালাল নির্ধারণ করা
- ✗ মুফতির তাকলীদকারীর উপর আপত্তি করা
- ✗ গ্রহণযোগ্য মুফতির ফতোয়া গ্রহণকারী ভাইকে দোষারোপ করা

متى تكون الفتوى ملزمة؟ - ফতোয়া কখন বাধ্যতামূলক হয়?

এ কথা দ্বারা আমরা বোঝাতে চাই যে, ফতোয়া যদিও মূলত প্রশ্নকারীর জন্য বাধ্যতামূলক নয় — যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি — তবু কোনো কোনো অবস্থায় তা বাধ্যতামূলক হওয়ার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। এতদসত্ত্বেও এখানকার এই বাধ্যবাধকতা বিচারিক রায়ের বাধ্যবাধকতা থেকে ভিন্নই থেকে যায়; কেননা তা কেবল এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ যে,

ফতোয়া-প্রার্থীর উপর দ্বীনি দিক থেকে (দিয়ানাতান) মুফতির প্রদত্ত ফতোয়া অনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য হয় — এটি শাসকের পক্ষ থেকে জোরপূর্বক বাধ্য করা পর্যন্ত গড়ায় না। অন্য কথায়, এসব অবস্থায় সে যদি ফতোয়া অনুযায়ী আমল না করে তবে সে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য গণ্য হবে।

নিম্নলিখিত অবস্থাগুলোতে ফতোয়া ফতোয়া-প্রার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক হয়:

প্রথম অবস্থা: ফতোয়া-প্রার্থী — অর্থাৎ প্রশ্নকারী — কেবল নিজেই ফতোয়া অনুযায়ী আমল করার অঙ্গীকার করে নেওয়া; আর এটিই ফুকাহর একটি দলের অভিমত।

দ্বিতীয় অবস্থা: ফতোয়া-প্রার্থীর ফতোয়া কার্যকর করা শুরু করে দেওয়া; আর এটি ফুকাহর আরেকটি দলের মাযহাব।

তৃতীয় অবস্থা: যদি ফতোয়াটির সঠিকতা তার অন্তরে বদ্ধমূল হয় এবং সে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয় যে তা সত্য, তবে সে অনুযায়ী আমল করা তার উপর অপরিহার্য হয়ে যায়; আর এটি তৃতীয় একটি দলের মাযহাব।

◆ এক নজরে

- ★ জুমহুর ফুকাহা: নারী চিকিৎসক না থাকলে পুরুষ চিকিৎসকের জন্য দেখা ও স্পর্শ জায়েয
- ★ দেখা ও স্পর্শ প্রয়োজন-পরিমাণ; মাহরাম বা স্বামীর উপস্থিতি এবং নির্জনতা এড়ানো
- ★ ইমাম আহমদ: ভাঙা হাড়ের চিকিৎসায় নারীর উপর হাত রাখা নিরুপায় অবস্থা, দোষ নেই
- ★ নিরুপায় অবস্থা নিষিদ্ধকে বৈধ করে, তবে নিরঙ্কুশভাবে নয়
- ★ আপত্তি চলে যেখানে স্থলাভিষিক্ত নারী আছে, প্রয়োজন নেই, বা চিকিৎসক অভিযুক্ত
- ★ রাকীর মধ্যে হিজামা, ফসদ, মৌমাছির ছল ও দাগ দেওয়ার পেশা একত্র হতে পারে

◆ যাচাই করুন

1. শাফিঈগণ চিকিৎসার জন্য দেখা ও স্পর্শকে কার উপস্থিতিতে মুবাহ বলেছেন?

ক. যেকোনো পুরুষের

খ. মাহরাম, স্বামী বা নির্ভরযোগ্য নারীর

গ. কারো উপস্থিতি ছাড়াই

2. ইমাম নববীর বক্তব্যে মুখমণ্ডল ও দুই হাতের দিকে দেখার জন্য কী যথেষ্ট?

ক. প্রয়োজনের চরম তীব্রতা

খ. প্রয়োজনের মূলটুকুই

3. ইমাম আহমদ নারীর ক্ষতের ক্ষেত্রে কী বলেছেন?

ক. সম্পূর্ণ কাপড় সরানো হবে

খ. কাপড়ের চারপাশ গোল করে কেটে নেওয়া হবে

গ. কিছুই করা যাবে না

4. লেখকের মতে কোন অবস্থায় রাকী বা চিকিৎসাদাতার উপর আপত্তি করা যাবে?

ক. যখন রোগী নারী

খ. যখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এমন নারী
বিদ্যমান

5. ইবনুল কাইয়িমের মতে কেবল এক শ্রেণির চিকিৎসকের জন্য 'তবীব' নাম নির্দিষ্ট করা কী?

ক. ভাষাগত নিয়ম

খ. নবউদ্ভূত প্রথা

6. লেখকের মতে ফতোয়া মূলত কেমন?

ক. শরীয়তের বিধানের সংবাদ, বাধ্যতামূলক করার
ভঙ্গিতে নয়

খ. সবার জন্য বাধ্যতামূলক আদেশ

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-ক

টীকা

1. শাইখ আল-ফাওয়ানের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার; ফতোয়াটি এই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

2. ফাতাওয়াল ইমাম আশ-শাতিবী; তাহকীক: মুহাম্মদ আবুল আজফান, পৃ. ৬৮; মাওয়াহিবুল জলীল, আল-হান্নাব, (১/৩২)।

অধ্যায় ২ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৩

রুকইয়াহ ও রাকীগণ সম্পর্কে আলিমদের ফতোয়া

চতুর্থ অবস্থা: যদি সে ঘটনার বিধান জানার জন্য নিজের সাধের সবটুকু ব্যয় করে, আর একজন মুফতি ছাড়া আর কাউকে না পায়, তবে তাঁর ফতোয়া মেনে চলা তার উপর অবশ্যকর্তব্য হয়ে যায়; কারণ তার উপর ফরজ হলো তাকলীদ করা এবং সাধ্যমতো আল্লাহকে ভয় করা — আর এটিই তার সাধের সীমা। চতুর্থ একটি দল এ মতই পোষণ করেছেন(১)। (২)

শাইখ আবদুল আযীয ইবনে বায

সৌদি আরব রাজ্যের প্রধান মুফতি, হাইআতু কিবারিল উলামার সভাপতি এবং ইদারাতুল বুহুসিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতার সভাপতি, রহিমুল্লাহ তাআলা। আর তাঁর জীবনচরিত ও ইলমের পরিচয়ের জন্য তাঁর পদগুলোই যথেষ্ট, যথেষ্ট তাঁর ছাত্রগণ এবং যাঁরা তাঁর হাতে শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন:

- বর্তমান মুফতি: সামাহাতুশ শাইখ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ আলুশ শাইখ।
- মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল-উসাইমীন: প্রসিদ্ধ বড় আলিমগণের একজন এবং ইসলামী বিশ্বের অন্যতম প্রধান মুফতি।
- ড. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আল-জিবরীন: সুপরিচিত আলিমগণের একজন এবং প্রসিদ্ধ মুফতিগণের একজন।
- আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে গুদাইয়ান: আল-লাজনাতে দায়িমা লিল বুহুসিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতার (স্থায়ী ফতোয়া কমিটি) সদস্যদের একজন এবং হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য।
- আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে কুউদ: হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য এবং আল-লাজনাতে দায়িমা লিল ইফতার সদস্য।
- সালিহ ইবনে ফাওয়ান আলু ফাওয়ান: হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য এবং আল-লাজনাতে দায়িমা লিল বুহুসিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতার সদস্য।
- বাকর ইবনে আবদুল্লাহ আবু যায়দ: হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য এবং আল-লাজনাতে দায়িমা লিল বুহুসিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতার সদস্য।
- ড. রাবী ইবনে হাদী আল-মাদখালী: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস অনুষদের অধ্যাপক; তিনি হাদীস ও তার সকল প্রকার শাস্ত্র পড়িয়েছেন এবং উচ্চতর গবেষণা বিভাগে সুন্যাহ বিভাগের প্রধান ছিলেন।
- আবদুর রহমান ইবনে নাসির আল-বাররাক: তিনি শাইখের কাছে প্রায় পঞ্চাশ বছর অধ্যয়ন করেছেন; শাইখের প্রতি লজ্জাবশত ছাড়া তিনি ফতোয়ার আসনে বসতে অস্বীকার করতেন — অর্থাৎ শাইখ যখন তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করতেন। শাইখ (আল-বাররাক) রিয়াদের আল-মাহাদুল ইলমীতে শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন — এরপর কুল্লিয়াতুশ শারীআহ, এরপর কুল্লিয়াতু উসূলিদীনে; এ সময়ে তিনি ডজন ডজন গবেষণাপত্রের (মাস্টার্স ও ডক্টরেট) তত্ত্বাবধান করেছেন।
- আবদুল মুহসিন ইবনে হামাদ আল-আব্বাদ: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য এবং বর্তমানে মসজিদে নববীর শিক্ষক, মদীনার বড় আলিমগণের একজন।

- আতিয়াহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালিম: মদীনার আদালতের বিচারক, মসজিদে নববীর শিক্ষক এবং শাইখ ইমাম আল্লামা মুহাম্মাদ আল-আমীন আল-জাকানী আশ-শানকীতীর ছাত্র।
- মুহাম্মাদ আমান আলী আল-জামী: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও মসজিদে নববীর শিক্ষক।
- শাইখ আবু বকর আল-জাযায়রী — মদীনার এই আলিম পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নন।
- মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান আল-বদর: সর্বোচ্চ বিচার পরিষদের সদস্য, হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য।
- সালিহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-লুহাইদান: মন্ত্রী পদমর্যাদায় সর্বোচ্চ বিচার পরিষদের সভাপতি, হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য এবং পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কমিটির সদস্য।
- সালিহ ইবনে আবদুর রহমান আল-আতরাম: হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য এবং ইফতা বিভাগের সদস্য।
- আবদুল্লাহ ইবনে সুলাইমান ইবনে মানী: ইদারাতুল বুহুসিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতার সাবেক সহকারী সাধারণ সভাপতি এবং হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য।
- আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুহসিন আত-তুর্কী: ইসলামী বিষয়ক, আওকাফ, দাওয়াহ ও ইরশাদ মন্ত্রী; এবং হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য।
- সালিহ ইবনে গানিম আস-সাদলান — সুপরিচিত আলিম এবং রিয়াদের কুল্লিয়াতুশ শারীআহর ফিকহ বিভাগের প্রধান।
- আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ আর-রাজিহী।(৩)

আমরা তাঁর কয়েকজন ছাত্রের নাম উল্লেখ করলাম, যাতে তাঁকে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা ও পরিমাপ দেওয়া যায় — যখন আমরা বলি যে অমুক মুফতি ও অমুক শাইখের একটি ফতোয়া রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন একজন মুজতাহিদের তাকলীদ করল, যার ইজতিহাদ ও ফতোয়ার যোগ্যতার সাক্ষ্য ইজতিহাদ ও ফতোয়ার অধিকারীগণই দিয়েছেন, তার উপর আপত্তি করা উচিত নয় — বিশেষত এ ধরনের মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলোতে (প্রয়োজন ও হাজতের কারণে স্পর্শ করা)।

প্রথম ফতোয়া: শাইখ ইবনে বাযকে অতীতে রাকীর নারীকে স্পর্শ করার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল

السؤال: بعض الراقين يضع يده على رأس أو كتف المرأة الأجنبية وعلى صدرها عند القراءة فباحكم ذلك؟

প্রশ্ন: কিছু রাকী পড়ার সময় বেগানা নারীর মাথায় বা কাঁধে এবং তার বুকে হাত রাখেন — এর বিধান কী?

الجواب: الوضع لم أقف على شيء في الوضع إنما ينفث على المحل الذي فيه المرض ولا يلمسه، ينفث على المحل الذي فيه المرض يكفي إنما يلمس

إذا كان محرماً أو رجلاً مع رجل أو امرأة مع امرأة أو رجل مع امرأة ومعه
محرم لها؛ لأن الأصل تحريم مس المرأة وتحريم النظر إليها إلا عند
الضرورة والمس ماله ضرورة إن دعت الحاجة إلى النظر عند الضرورة من
دون خلوة.

উত্তর: হাত রাখা — হাত রাখার ব্যাপারে আমি কোনো দলিল পাইনি; বরং যেখানে রোগ আছে সেই স্থানে সে ফুঁ দেবে, তাকে স্পর্শ করবে না। যেখানে রোগ আছে সেই স্থানে ফুঁ দেওয়াই যথেষ্ট। স্পর্শ কেবল তখনই করবে, যখন সে মাহরাম হয়, অথবা পুরুষ পুরুষের সঙ্গে, অথবা নারী নারীর সঙ্গে, অথবা পুরুষ এমন নারীর সঙ্গে যার সাথে তার মাহরাম উপস্থিত রয়েছে। কারণ মূল বিধান হলো নারীকে স্পর্শ করা এবং তার দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম — কেবল প্রয়োজনের (দারুরাহ) সময় ছাড়া; আর স্পর্শের ক্ষেত্রে দারুরাহর কোনো অবকাশ নেই। যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে দারুরাহর সময়ে খালওয়াত (নির্জনতা) ছাড়া দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় ফতোয়া: শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে মানি বর্ণিত – রাকীর নারীর উপর হাত রাখা প্রসঙ্গে

শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে মানি তাঁর «মাসাইলুল ইমাম ইবনে বায» গ্রন্থে রাকীর অসুস্থ নারীর উপর হাত রাখার বিধান উল্লেখ করেছেন, এবং জানিয়েছেন যে প্রশ্নকারী তিনি নিজেই ছিলেন — কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন, বরং একজন আলিম, অর্থাৎ শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে মানি নিজে। তিনি বলেন:

سألت شيخنا ابن باز عن وضع الراقي يده على المرأة؟

প্রশ্ন: আমি আমাদের শাইখকে (ইবনে বায) জিজ্ঞাসা করলাম — রাকীর নারীর উপর হাত রাখা সম্পর্কে?

الجواب: فقال بعد كلام : السنة جاءت بوضع اليد على موضع
الألم مع القراءة لأجل الحاجة لكن مع عدم الخلوة بوجود محرم
أو غيره.

উত্তর: তিনি (কিছু কথাবার্তার পর) বললেন: সুন্নাহয় পড়ার সঙ্গে ব্যথার স্থানে হাত রাখার কথা এসেছে — প্রয়োজনের কারণে; তবে শর্ত হলো খালওয়াত না হওয়া, অর্থাৎ মাহরাম বা অন্য কেউ উপস্থিত থাকা।

এ থেকে বোঝা যায় যে সেখানে একটি আলোচনা হয়েছিল; তাই তিনি কথাবার্তার পর, চিন্তাভাবনার পর এবং ইজতিহাদের পর বলেছেন যে প্রয়োজনের কারণে তা জায়েয। তিনি ব্যথার স্থানে হাত রাখার ক্ষেত্রে রাকীর জন্য "হাজত" (প্রয়োজন)-কে ধর্তব্য গণ্য করেছেন এবং শর্ত হিসেবে খালওয়াত না হওয়া নির্ধারণ করেছেন।

◆ ইবনে বাযের দুটি ফতোয়া

ইবনে বাযের প্রথম ফতোয়া	ইবনে মানি বর্ণিত দ্বিতীয় ফতোয়া
হাত রাখার দলিল পাইনি; ফুঁ দেবে, স্পর্শ করবে না	ব্যথার স্থানে হাত রাখার কথা সুন্নাহয় এসেছে
মূল বিধান: স্পর্শ ও দৃষ্টিপাত হারাম; স্পর্শে দারুরাহর অবকাশ নেই, দারুরাহয় খালওয়াত ছাড়া দৃষ্টিপাত	প্রয়োজনের কারণে
স্পর্শ কেবল মাহরাম, সমলিঙ্গ, বা মাহরাম-উপস্থিত অবস্থায়	শর্ত: খালওয়াত না হওয়া, মাহরাম বা অন্য কেউ উপস্থিত

লেখকের মন্তব্য: কথাবার্তা, চিন্তাভাবনা ও ইজতিহাদের পর তিনি প্রয়োজনের কারণে জায়েয বলেছেন

[চিত্র ৫: শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে মানির গ্রন্থ থেকে শাইখ ইবনে বাযের ফতোয়ার উদ্ধৃতি]

العقيدة والتوحيد ৬৩

৫০. سألت شيخنا عن وضع الراقي يده على المرأة؟ الجواب: فقال بعد كلام : السنة جاءت بوضع اليد على موضع الألم مع القراءة؛ لأجل الحاجة، لكن مع عدم الخلوة بوجود محرم أو غيره.

আকীদা ও তাওহীদ — ৪৩

(৫০) আমি আমাদের শাইখকে জিজ্ঞাসা করলাম — রাকীর নারীর উপর হাত রাখা সম্পর্কে? উত্তর: তিনি (কিছু কথাবার্তার পর) বললেন: সুন্নাহয় পড়ার সঙ্গে ব্যথার স্থানে হাত রাখার কথা এসেছে; প্রয়োজনের কারণে — তবে খালওয়াত না হওয়ার শর্তে, অর্থাৎ মাহরাম বা অন্য কেউ উপস্থিত থাকা অবস্থায়।

আর অপর ফতোয়াটি স্পষ্ট করে যে, রাকীর জন্য মুখমণ্ডলের দিকে এবং ব্যথার স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করা বৈধ — যদি তার সে প্রয়োজন হয়।

তৃতীয় ফতোয়া: পড়ার সময় রাকীর নারীর মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করা ও তার দিকে তাকানো

السؤال: يوجد شاب أعرفه يقوم بالقراءة على المرضى ويقوم أثناء القراءة على النساء وخاصة من يعتقد إصابتها بالجن يقوم بكشف وجهها أحياناً والنظر فيه، ثم بعد ذلك يحدث أصحابه ويقول: هذه جميلة وهذه أريد أن أتزوجها وغير ذلك مما يراه، ولما نصحنه عن فعله هذا قال: أنا معي فتوى من المشايخ بكشف الوجه عند الضرورة؟

প্রশ্ন: আমার পরিচিত এক যুবক আছে, যে রোগীদের উপর রুকইয়াহ পড়ে। নারীদের উপর পড়ার সময় — বিশেষত যাদের ব্যাপারে ধারণা করা হয় যে তারা জিন-আক্রান্ত — সে কখনো কখনো তাদের মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করে এবং তাতে দৃষ্টিপাত করে। এরপর সে তার সঙ্গীদের কাছে বলে বেড়ায়: "এ তো সুন্দরী", "একে আমি বিয়ে করতে চাই" — এবং সে যা দেখে তা নিয়ে আরও নানা কথা বলে। আমরা যখন তাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলাম, সে বলল: "আমার কাছে মাশায়িখের ফতোয়া আছে যে প্রয়োজনের সময় মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করা যায়" — (এর বিধান কী)?

الجواب: هذا محل نظر إذا كان المرض في الوجه وتدعو الحاجة إلى النظر إليه فلا شيء له أن ينظر في الوجه وله أن ينظر إلى العضو الذي فيه المرض إذا ما تيسر امرأة تقوم باللازم وإن تيسر امرأة تقوم باللازم وجب الرجوع إليها حتى يتقي الشر فإذا لم يتيسر امرأة تعرف العلاج ويُرجى فيها الخير فالرجل ينظر في عمله في ذلك ولا يكن خلوة بقدر الحاجة فقط ولا يجوز له أن يقول نظرت فلانة وفلانة كذا وفلانة كذا هذا لا يجوز له بل ينظر محل الحاجة فقط للعلاج... أما قوله فلانة كذا يعيها أو يمدحها إلا إن كان من باب الخطبة.

উত্তর: এটি বিবেচনার স্থান। যদি রোগ মুখমণ্ডলেই হয় এবং তার দিকে তাকানোর প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে কোনো অসুবিধা নেই — সে মুখমণ্ডলের দিকে তাকাতে পারে; এবং যে অঙ্গে রোগ রয়েছে তার দিকেও তাকাতে পারে — তবে তা তখনই, যখন প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পন্ন করার মতো কোনো নারী পাওয়া না যায়। আর যদি প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পন্ন করার মতো কোনো নারী পাওয়া যায়, তবে তার কাছেই ফিরে যাওয়া ওয়াজিব — যাতে ফিতনা থেকে বাঁচা যায়। সুতরাং চিকিৎসা জানে এবং যার ব্যাপারে কল্যাণ আশা করা যায় এমন কোনো নারী যদি না পাওয়া যায়, তবে পুরুষ তার এ কাজে বিবেচনা করবে; খালওয়াত হতে পারবে না, এবং কেবল প্রয়োজন-পরিমাণই দেখবে। আর তার জন্য এ কথা বলা জায়েয নয় যে, "আমি অমুক নারীকে দেখেছি, অমুক এমন, অমুক তেমন" — এটি তার জন্য বৈধ নয়; বরং সে কেবল চিকিৎসার প্রয়োজনের স্থানটুকুই দেখবে... তবে "অমুক এমন" বলে তার নিন্দা করা বা প্রশংসা করা — তা কেবল তখনই বৈধ, যখন তা বিবাহ-প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হয়।(৪)

◆ মুখমণ্ডল ও দৃষ্টিপাত: ইবনে বাযের উত্তর

করন

- ✓ রোগ মুখমণ্ডলে হলে ও প্রয়োজন থাকলে মুখমণ্ডলের দিকে তাকানো
- ✓ চিকিৎসা-জানা নারী না পাওয়া গেলে রোগের অঙ্গের দিকে তাকানো
- ✓ সেই নারী পাওয়া গেলে তাঁর কাছেই ফিরে যাওয়া ওয়াজিব
- ✓ খালওয়াত ছাড়া, কেবল প্রয়োজন-পরিমাণ দেখা

করবেন না

- ✗ 'আমি অমুক নারীকে দেখেছি, অমুক এমন' বলে বেড়ানো
- ✗ নিন্দা বা প্রশংসা করা, বিবাহ-প্রস্তাব ছাড়া

শাইখ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল-উসাইমীন

১৪০৭ হিজরি সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সৌদি আরব রাজ্যের হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য ছিলেন। ফযীলাতুশ শাইখ — রহিমাহুল্লাহ তাআলা — ছিলেন ইলমে সুগভীর সেই ব্যক্তিদের একজন, যাঁদের আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ ও দয়াদান করেছেন দলিল জানা ও তার অনুসরণ এবং কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান ও উপকারিতা নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে গভীর মূলনীতিজ্ঞান ও বিরাট দক্ষতা। তিনি রাজ্যের সেই বড় আলিমগণের একজন, যাঁরা দ্বীনের বিধান ও তার মূলনীতি — আকীদা ও শরীয়ত — সম্পর্কিত জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তিনি পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নন।

প্রথম ফতোয়া: রুকইয়াহর সময় নারীর ব্যথার স্থান উন্মুক্ত করা

السؤال: كما تعلمون فإن كثيرًا من الناس يعانون من بعض الأمراض التي لا يجدون لها علاجًا طبيًا فيلجؤون إلى بعض أهل العلم وبعض حملة كتاب

الله من أهل التقوى والصلاح ليرقوهم بالرقى الشرعية، وقد يكون المرضى من النساء ويكون مكان الوجد عندهن في رؤوسهن أو صدورهن أو أرجلهن أو أيديهن، فهل يجوز كشف هذه الأماكن للقراءة عند الضرورة وما هي حدود الكشف - إن كان جائزاً - عند القراءة؟

প্রশ্ন: আপনি জানেন যে বহু মানুষ এমন কিছু রোগে ভোগে, যেগুলোর চিকিৎসাগত সমাধান তারা খুঁজে পায় না; ফলে তারা কিছু আলিম এবং তাকওয়া ও সততার অধিকারী কুরআন-বহনকারীদের কাছে আশ্রয় নেয়, যাতে তাঁরা তাদের উপর রুকইয়াহ শরইয়াহ পড়েন। রোগীদের মধ্যে নারীও থাকতে পারে, আর তাদের ব্যথার স্থান হতে পারে তাদের মাথায়, বা বুকে, বা পায়ে, বা হাতে। তাহলে প্রয়োজনের সময় পড়ার জন্য এসব স্থান উন্মুক্ত করা কি জায়েয? আর যদি জায়েয হয়, তবে পড়ার সময় এই উন্মুক্ত করার সীমা কতটুকু?

الجواب: إذا كان الأمر كما قلت في السؤال، أن الرجل من أصحاب التقى والصلاح وليس متهمًا في دينه وأخلاقه وقال لابد من كشف موضع الألم حتى أقرأ عليه مباشرة فلا بأس ولكن لابد أن يكون هنالك محرم

উত্তর: বিষয়টি যদি প্রশ্নে বর্ণিত রূপেই হয় — অর্থাৎ লোকটি তাকওয়া ও সততার অধিকারীদের একজন এবং তার দ্বীন ও চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ নেই — আর সে বলে যে, সরাসরি সেখানে পড়ার জন্য ব্যথার স্থান উন্মুক্ত করা অপরিহার্য, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

حاضر بحيث لا يخلو بها القارئ؛ لأنه لا يجوز الخلوة إلا إذا كان معها محرّمها.

তবে শর্ত হলো, সেখানে অবশ্যই একজন মাহরাম উপস্থিত থাকতে হবে — এমনভাবে যে পাঠক তার সঙ্গে নির্জনে (খালওয়াতে) থাকতে না পারে; কারণ খালওয়াত জায়েয নয়, কেবল তখনই বৈধ যখন তার সঙ্গে তার মাহরাম থাকে।(৫)

দ্বিতীয় ফতোয়া: পড়ার সময় বাকীর বেগানা নারীকে স্পর্শ করা

السؤال: يقول أيضًا هل يجوز لمس المرأة الأجنبية حال القراءة عليها؟

প্রশ্ন: তিনি আরও বলেন — তার উপর পড়ার সময় বেগানা নারীকে স্পর্শ করা কি জায়েয?

الجواب: لا يجوز أيضًا لمس المرأة الأجنبية حال القراءة عليها لأنه لا داعي لذلك ثم لو فرض أنه دعت الحاجة إلى هذا كما لو كان المرض في عضو معين كاليد والقدم وأراد أن يضع يده على هذا الموضع من الألم ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أقول إن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس بشرط أن يأمن الإنسان نفسه فإن خاف من ثوران الشهوة أو التمتع باللمس، فإن ذلك حرام عليه ثم إن المواضع في البدن تختلف بعضها مسه فتنته ولاشك وبعضها دون ذلك ويختلف أيضًا وضع اليد على موضع الألم بينما إذا كان هناك حائل أو كانت المماسمة مباشرة وعلى كل حال فإني أحذر إخواني القراء من أن يضعوا أيديهم على أي موضع من بدن المرأة لا مباشرة ولا من وراء حائل وإذا أراد الله في قراءتهم خيرًا حصل بدون لمس.

উত্তর: তার উপর পড়ার সময় বেগানা নারীকে স্পর্শ করাও জায়েয নয়, কারণ এর কোনো প্রয়োজন নেই। এরপর যদি ধরে নেওয়া হয় যে এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে — যেমন রোগ যদি নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গে হয়, যেমন

হাত বা পা, আর সে সেই ব্যথার স্থানে হাত রাখতে চায় এবং বলে: "আউযু বিইয্যাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন শাররি মা তাজিদু ওয়া তুহাযির" (আমি আল্লাহর ইযযত ও কুদরতের আশ্রয় চাই তুমি যা অনুভব করছ ও যা থেকে সতর্ক থাকছ তার অনিষ্ট থেকে) — আমি বলি: যদি এর প্রয়োজন দেখা দেয় তবে অসুবিধা নেই, এই শর্তে যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে নিরাপদ থাকবে। সুতরাং সে যদি কামভাব জাগ্রত হওয়ার বা স্পর্শে স্বাদ গ্রহণের আশঙ্কা করে, তবে তা তার জন্য হারাম। এরপর দেহের স্থানগুলোও ভিন্ন ভিন্ন — কোনো কোনো স্থানের স্পর্শে নিঃসন্দেহে ফিতনা রয়েছে, আবার কোনোটি এর চেয়ে কম। তেমনি ব্যথার স্থানে হাত রাখার বিধানও ভিন্ন হয় — মাঝখানে কোনো আবরণ থাকা আর সরাসরি স্পর্শ হওয়ার মধ্যে। যাই হোক, আমি আমার পাঠক ভাইদের সতর্ক করছি যে, তাঁরা যেন নারীর দেহের কোনো স্থানেই হাত না রাখেন — না সরাসরি, না আবরণের আড়াল থেকে। আল্লাহ যদি তাঁদের পড়ায় কল্যাণ রাখতে চান, তবে স্পর্শ ছাড়াই তা অর্জিত হবে।(৬)

◆ ইবনে উসাইমীনের দুটি ফতোয়া

ইবনে উসাইমীন: নারী-রোগীকে পড়া

ব্যথার স্থান উন্মুক্ত করা

রাকী তাকওয়াবান ও অভিযোগমুক্ত হলে অসুবিধা নেই

শর্ত

মাহরাম উপস্থিত; খালওয়াত জায়েয নয়

বেগানা নারীকে স্পর্শ

জায়েয নয়, কারণ এর প্রয়োজন নেই

প্রয়োজনে হাত রাখা

অসুবিধা নেই, যদি ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে নিরাপদ থাকে

কামভাব বা স্বাদের আশঙ্কা

তা তার জন্য হারাম

তাঁর সতর্কীকরণ

সরাসরি বা আবরণের আড়ালে, কোথাও হাত না রাখা

তিনি বলেন: আল্লাহ কল্যাণ রাখতে চাইলে স্পর্শ ছাড়াই তা অর্জিত হবে

শাইখ আব্বাস ড. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে জিবরীন

প্রথম ফতোয়া: পড়ার সময় ব্যথার স্থান স্পর্শ করা

السؤال: شخص يقوم برقية من يأتيه بالرقى الشرعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم وبما جاء في صحيح الكلم الطيب لابن تيمية والوابل الصيب لابن القيم ويأتيه بعض الناس ممن بهم أمراض عضوية، كالسرطان والتقرحات وغيرها، فيقوم بقراءة القرآن وبعض الرقى الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وبعض الرقى المجربة الخالية من الشرك، ثم يقوم - بعد التأكد من موضع الألم - بالقراءة والنفث

على يده اليمنى، ومسح موضع الألم؛ اقتداءً بعمله ﷺ عندما كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم ربّ الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا وبأمره لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عندما شكاه وجعًا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له ﷺ: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، وقل: بسم الله، ثلاث مرات، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر فهل عمله هذا - وهو وضع اليد على مكان الوجع - جائز؟ وهل يفهم من قوله ﷺ للصحابي: ضع يدك أن وضع اليد من أسباب الشفاء، علمًا بأنه قد جرب ذلك كثيرًا، وشفى الله الكثير من الرجال والنساء؟

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি তার কাছে আগত লোকদের উপর রুকইয়াহ করে — নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রুকইয়াহ শরইয়াহ দিয়ে, এবং ইবনে তাইমিয়াহর «সহীহুল কালিমিত তাইয়িব» ও ইবনুল কাইয়িমের «আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব»-এ যা এসেছে তা দিয়ে। তার কাছে এমন কিছু লোক আসে যাদের শারীরিক রোগ রয়েছে — যেমন ক্যান্সার, ক্ষত ইত্যাদি। তখন সে কুরআন পড়ে, নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত কিছু রুকইয়াহ এবং শিরকমুক্ত কিছু পরীক্ষিত রুকইয়াহ পড়ে। এরপর — ব্যথার স্থান নিশ্চিত করার পর — সে পড়ে ও নিজের ডান হাতে ফুঁ দেয় এবং ব্যথার স্থানে হাত বুলায়; নবী ﷺ-এর সেই আমলের অনুসরণে, যখন তিনি তাঁর পরিবারের কাউকে ঝাড়ফুক করতেন, ডান হাত দিয়ে মুছে দিতেন এবং বলতেন: "আল্লাহুমা রাক্বান নাস, আযহিবিল বা'স, ওয়াশফি আনতাশ শাফী, লা শিফাআ ইল্লা শিফাউক, শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা"; আর উসমান ইবনে আবিল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেওয়া তাঁর নির্দেশের অনুসরণে, যখন তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নিজ শরীরে অনুভূত ব্যথার অভিযোগ করেছিলেন; তখন নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন: "তোমার শরীরের যে অংশে ব্যথা করছে সেখানে হাত রাখো এবং তিনবার বলো: বিসমিল্লাহ; আর সাতবার বলো: আউযু বিইয্যাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযির।" — তাহলে তার এই আমল, অর্থাৎ ব্যথার স্থানে হাত রাখা, কি জায়েয? আর সাহাবীকে বলা নবী ﷺ-এর বাণী "তোমার হাত রাখো" থেকে কি এটি বোঝা যায় যে, হাত রাখা আরোগ্যের অন্যতম উপায় — বিশেষত যখন তা বহুবার পরীক্ষিত হয়েছে এবং আল্লাহ বহু পুরুষ ও নারীকে আরোগ্য দান করেছেন?

الجواب: لا بأس بالرقية على هذه الصفة، فإن القرآن شفاء كما وصفه الله - تعالى - ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ ولا بأس أيضاً بوضع اليد على موضع الألم ومسحه بعد النفث عليه، كما إنه يجوز القراءة ثم النفث بعدها على البدن كله، وعلى موضع الألم للأحاديث المذكورة، والمسح هو أن ينفث على الجسد المتألم بعد الدعاء أو القراءة، ثم يمر بيده على ذلك الموضع مراراً؛ ففي ذلك شفاء وتأثير بإذن الله تعالى.

উত্তর: এ পদ্ধতিতে রুকইয়াহ করতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা কুরআন আরোগ্য, যেমন আল্লাহ তাআলা তার বর্ণনা দিয়েছেন: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ - "বলুন, তা মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও আরোগ্য" [সূরা ফুসসিলাত: ৪৪]। আর ব্যথার স্থানে হাত রাখা এবং তাতে ফুঁ দেওয়ার পর হাত বুলানোতেও কোনো অসুবিধা নেই। তেমনি উল্লিখিত হাদীসগুলোর কারণে পড়ে তারপর সমগ্র দেহে এবং ব্যথার স্থানে ফুঁ দেওয়াও জায়েয। আর "মাসহ" (হাত বুলানো) হলো — দুআ বা পড়ার পর ব্যথায়ুক্ত দেহে ফুঁ দেওয়া, এরপর সেই স্থানে বারবার হাত বুলিয়ে দেওয়া; এতে আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে আরোগ্য ও প্রভাব রয়েছে। (৭)

দ্বিতীয় ফতোয়া: পড়ার জন্য নারীদের এক স্থানে একত্র করা

السؤال: هل يعتبر من الخلوة جمع النساء في مكان واحد للقراءة عليهن فإذا انصرعت المرأة حضر محرماً؟

প্রশ্ন: নারীদের উপর পড়ার জন্য তাদের এক স্থানে একত্র করা কি খালওয়াতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে — যেখানে কোনো নারীর খিঁচুনি (সার') দেখা দিলে তার মাহরাম উপস্থিত হয়?

الجواب: لا يعد خلوة وجود نساء مع رجل واحد للقراءة عليهن جميعاً، حيث إن الخلوة المحظورة كون المرأة وحدها مع رجل أجنبي لقوله: أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ، ففي حال وجود مجموعة من النساء اثنتين فأكثر مع رجل من القراء الموثوقين من أهل الدين والإيمان والخير والصلاح والاستقامة لمعالجة صرع أو صرف أو عين أو مرض نفساني لا يكون ذلك محظوراً لكن يقتصر القارئ على الرقية وراء الستر ولا يمس شيئاً من بدن المرأة الأجنبية بدون حائل وحيث إن الأولياء حاضرون فيفضل حضور من يخاف على موليته من الإغماء ونحوه ليتولى مباشرة جسمها وتغطية بدنهما، والله أعلم.

উত্তর: একজন পুরুষের সঙ্গে কয়েকজন নারীর উপস্থিতি — যেখানে সে তাদের সবার উপর পড়ে — তা খালওয়াত গণ্য হবে না। কেননা নিষিদ্ধ খালওয়াত হলো নারীর একা কোনো বেগানা পুরুষের সঙ্গে থাকা, নবীজির এ বাণীর কারণে: (أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) — "সাবধান! কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সঙ্গে নির্জনে না থাকে; কেননা তখন তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান।" সুতরাং দুই বা ততোধিক নারীর একটি দল যখন দ্বীনদারি, ঈমান, কল্যাণ, সততা ও ইস্তিকামাতের অধিকারী নির্ভরযোগ্য পাঠকদের একজন পুরুষের সঙ্গে থাকে — সার' (খিঁচুনি), সরফ, বদনজর বা মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য

— তবে তা নিষিদ্ধ নয়। তবে পাঠক কেবল পর্দার আড়াল থেকে রুকইয়াহতেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং আবরণ ছাড়া বেগানা নারীর দেহের কোনো কিছুই স্পর্শ করবে না। আর যেহেতু অভিভাবকগণ উপস্থিত থাকেন, তাই উত্তম হলো এমন ব্যক্তির উপস্থিতি — যিনি নিজের অধীনস্থ নারীর অজ্ঞান হয়ে পড়া ইত্যাদির আশঙ্কা করেন — যাতে তিনি নিজেই তার শরীরের দেখাশোনা ও দেহ ঢেকে রাখার দায়িত্ব নিতে পারেন। আল্লাহই ভালো জানেন।
(৮) (৯)

এ ফতোয়াটি «আল-কাওয়াইদুয যাহাবিয়াহ ফির রুকা আশ-শারইয়াহ» গ্রন্থে রয়েছে। গ্রন্থটি ১৪১৭ হিজরি — ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়েছে, এবং গ্রন্থটি ও কিছু ফতোয়া কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে: যেমন ইংরেজি — ফরাসি — উর্দু — ইন্দোনেশীয় — এবং হিন্দি।

[চিত্র ৬: «আল-কাওয়াইদুয যাহাবিয়াহ ফির রুকা আশ-শারইয়াহ» গ্রন্থের ফতোয়াসমূহের কয়েকটি ভাষায় অনূদান]

Recueil de Fatwas sur l'exorcisation légale (Rugya) — Réponses prodiguées par Son éminence le cheikh 'Abdul-'Azîz ibn 'Abdillah ibn Bâz; Son éminence le cheikh 'Abdullah ibn 'Abdir-Rahmân Al-Jibrîn; Son éminence le cheikh Muhammad Çâlih Al-'Uthaymîn. Puisées également dans Les fatwas de la Commission Permanente des Recherches Scientifiques Religieuses et de l'Iftâ' — Par Dr. Khaled Ibn 'Abdir-Rahman Al-Jeraissy. Préface par son éminence le cheikh Sa'ad ibn 'Abdillah Al-Breik. Traduit par: Dr. El-Sadig A. Osman.

তৃতীয় ফতোয়া: কাপড়ের আড়াল থেকে স্পর্শ করা – ইবনে জিবরীন

السؤال: يقول السائل: هل يجوز مس الرجل للمريضة المسوسة من وراء حائل؟ وهل يجوز الضرب في الرقية؟

প্রশ্ন: প্রশ্নকারী বলেন: জিন-আক্রান্ত অসুস্থ নারীকে কোনো পুরুষের আবরণের আড়াল থেকে স্পর্শ করা কি জায়েয? আর রুকইয়াহতে প্রহার করা কি জায়েয?

الجواب: هذا يفعله أهل الرقية، لكن نرى أنه لا يجوز للراقي أن يمس المرأة إلا من وراء الثوب ونحو ذلك، ولا يرقئها إلا وعندها محرم، وأما الضرب

فروي أن شيخ الإسلام كان يضرب الذي يتضح أن عليه جني ملابسه إلى أن يفيق ويصحو، وهذا فيه أيضًا خلاف. نعم.

উত্তর: এটি রুকইয়াহকারীগণ করে থাকেন। তবে আমাদের অভিমত হলো, রাকীর জন্য নারীকে স্পর্শ করা জায়েয নয় — কেবল কাপড় ইত্যাদির আড়াল থেকে ছাড়া; এবং তার কাছে মাহরাম উপস্থিত না থাকলে সে তার উপর রুকইয়াহ করবে না। আর প্রহারের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, শাইখুল ইসলাম (ইবনে তাইমিয়াহ) যার উপর জিন আছে বলে স্পষ্ট হতো, তার কাপড়ের উপর প্রহার করতেন — যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পেত ও সচেতন হতো। এ বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। হ্যাঁ! (১০)

◆ ইবনে জিবরীনের তিনটি ফতোয়া

ইবনে জিবরীনের ফতোয়া

ব্যথার স্থানে হাত রাখা

পড়ে ও ফুঁ দেওয়ার পর হাত বুলাতে অসুবিধা নেই

একাধিক নারী ও একজন পুরুষ

খালওয়াত গণ্য হবে না

শর্ত

নির্ভরযোগ্য ধার্মিক পাঠক; পর্দার আড়াল থেকে রুকইয়াহ

আবরণ ছাড়া স্পর্শ

বেগানা নারীর দেহের কিছুই নয়

তৃতীয় ফতোয়া

কাপড় ইত্যাদির আড়াল ছাড়া স্পর্শ জায়েয নয়; মাহরাম উপস্থিত

প্রহার

শাইখুল ইসলাম কাপড়ের উপর প্রহার করতেন; এতেও মতভেদ রয়েছে

◆ এক নজরে

- ★ ইবনে বায: প্রথম ফতোয়ায় ফুঁ দেবে, স্পর্শ করবে না; ইবনে মানির বর্ণনায় প্রয়োজনে হাত রাখা, খালওয়াত ছাড়া
- ★ চিকিৎসা-জানা নারী পাওয়া গেলে তাঁর কাছেই ফেরা ওয়াজিব
- ★ দৃষ্টিপাত কেবল প্রয়োজন-পরিমাণ; পরে নারীদের নিয়ে মন্তব্য করা জায়েয নয়
- ★ ইবনে উসাইমীন: বেগানা নারীকে স্পর্শ জায়েয নয়; প্রয়োজন ধরলে নিজের ব্যাপারে নিরাপদ থাকা শর্ত; তবু কোথাও হাত না রাখতে সতর্ক করেছেন
- ★ ইবনে জিবরীন: ব্যথার স্থানে হাত রাখা ও বুলানোতে অসুবিধা নেই
- ★ কাপড়ের আড়ালে স্পর্শ এবং মাহরামের উপস্থিতি: ইবনে জিবরীনের তৃতীয় ফতোয়া

◆ যাচাই করুন

1. ইবনে বাযের প্রথম ফতোয়ায় রোগের স্থানে কী করার কথা, স্পর্শের বদলে?

ক. ফুঁ দেওয়া

খ. হাত বুলানো

2. মুখমণ্ডল সম্পর্কে ইবনে বাযের উত্তরে চিকিৎসা-জানা নারী পাওয়া গেলে কী ওয়াজিব?

ক. তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া

খ. তাঁর কাছেই ফিরে যাওয়া

3. 'অমুক এমন' বলে নারীর নিন্দা বা প্রশংসা কখন বৈধ?

ক. সব সময়

খ. বিবাহ-প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হলে

4. ইবনে উসাইমীন প্রয়োজনে হাত রাখার ক্ষেত্রে কোন শর্ত দিয়েছেন?

ক. কামভাব জাগলেও অসুবিধা নেই

খ. ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে নিরাপদ থাকবে

5. ইবনে জিবরীনের মতে একজন নির্ভরযোগ্য পুরুষের সঙ্গে কয়েকজন নারী থাকলে তা কি খালওয়াত?

ক. হ্যাঁ, খালওয়াত

খ. না, খালওয়াত গণ্য হবে না

6. ইবনে জিবরীনের তৃতীয় ফতোয়ায় রাকী কীভাবে স্পর্শ করতে পারেন?

ক. সরাসরি

খ. কখনোই না

গ. কেবল কাপড় ইত্যাদির আড়াল থেকে

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-গ

■ ফকীহগণ চিকিৎসা ও তার সমার্থক প্রয়োজনে দৃষ্টিপাত করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন — দর্শনকারী ও যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে সে পুরুষ হোক বা নারী, এবং দৃষ্টির স্থান সতর হোক বা অন্য কিছু। তবে তা কিছু শর্তসাপেক্ষে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

ক) চিকিৎসা বা তদ্রূপ কিছুর তীব্র প্রয়োজন থাকতে হবে — যেমন রোগ, ব্যথা, অথবা এমন চরম শীর্ণতা যা রোগ থাকার আলামত গণ্য হয়। এর সঙ্গে তাঁরা আরও কিছু প্রয়োজনকে যুক্ত করেছেন, যেমন পুরুষ ও নারীর খতনা — কেননা তা পুরুষের ক্ষেত্রে সুন্নাত এবং নারীর ক্ষেত্রে সম্মানজনক কাজ; তেমনি ফাসদ (শিরা কাটা) ও হিজামা। কেননা বর্ণিত হয়েছে **أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبَا طَيْبَةَ) — (أَنَّ يَحْجُمَهَا** "উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হিজামার অনুমতি চাইলেন, তখন তিনি আবু তাইবাকে নির্দেশ দিলেন তাঁকে হিজামা করাতে।" এর অন্তর্ভুক্ত সন্তান প্রসবও — তা ধাত্রীর জন্য নারীর লজ্জাস্থান ও অন্যান্য স্থানে দৃষ্টিপাত বৈধকারী প্রয়োজন গণ্য হয়; কারণ নবজাতক গ্রহণের জন্য তা অপরিহার্য, আর তা ছাড়া সন্তানের ব্যাপারে আশঙ্কা হয়। এর অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসার জন্য ইনজেকশন দেওয়াও, কেননা তা এক প্রকার চিকিৎসা; ফলে ইনজেকশনের স্থানে দৃষ্টিপাত করা বৈধ। তবে হানাফীগণ শর্ত আরোপ করেছেন যে, ইনজেকশনটি কোনো রোগের চিকিৎসার জন্য হতে হবে; নিছক তা থেকে প্রকাশ্য উপকার পাওয়া যাওয়াকেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেননি। তাই তাঁরা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইহতিকানের (এনিমা/ইনজেকশনের) স্থানে দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয় — যদি তার উদ্দেশ্য হয় কেবল সহবাসের শক্তি বৃদ্ধি করা; শাফিঈদের মতের বিপরীতে।(১১)

ইসলাম ওয়েব সাইটের ফতোয়াসমূহ

প্রথম ফতোয়া: নারীকে স্পর্শ করা

السؤال: أود أن أطرح عليكم بعض الأسئلة وإن كانت هي موجهة لفضيلة الشيخ: علي جبرين وإن لم يكن لا حرج. وهي أسئلة في مجال الرقية الشرعية:

- ১- في حال حضور المس الجن نخاطبه: برفع اليدين للمريض. هل يجوز أن تستعمل هذه الطريقة أم لا. ২- هل يجوز وضع اليد على رأس المرأة؟ ৩- عند حضور الجني الملتبس في المريض في بعض الأحيان يتمرد ولا يخرج. فنلجأ لضرب المريض وتلاوة القرآن ولكنه لا يخرج فما العمل؟ ৪- وهل تجوز الرقية للإنسان الأخرس؟ وجزاكم الله ألف خير.

প্রশ্ন: আমি আপনাদের কাছে কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করতে চাই — যদিও সেগুলো ফযীলাতুশ শাইখ আলী জিবরীনের উদ্দেশ্যে করা; আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবেও কোনো অসুবিধা নেই। প্রশ্নগুলো রুকইয়াহ শরইয়াহ প্রসঙ্গে:

- ১। "মাস" (জিন) উপস্থিত হওয়ার সময় আমরা রোগীর দুই হাত উঁচু করিয়ে তার সঙ্গে কথা বলি। এ পদ্ধতি ব্যবহার করা কি জায়েয, নাকি নয়?
- ২। নারীর মাথায় হাত রাখা কি জায়েয?
- ৩। রোগীর ভেতরে অনুপ্রবেশকারী জিন উপস্থিত হলে কখনো কখনো সে অবাধ্যতা করে এবং বের হয় না। তখন আমরা রোগীকে প্রহার করা ও কুরআন তিলাওয়াতের আশ্রয় নিই, কিন্তু তবু সে বের হয় না — তাহলে করণীয় কী?
- ৪। বোবা মানুষের উপর রুকইয়াহ করা কি জায়েয? আল্লাহ আপনাদের হাজার কল্যাণ দান করুন।

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله

وصحبه أما بعد:

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর। অতঃপর:

টীকা

১. দ্রষ্টব্য: "ইলামুল মুওয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন", (৪/২৬৪); "আল-ফাতওয়ালা ইসলামিয়াহ" — দারুল ইফতা আল-মিসরিয়াহ, (১/২১)।
২. সূত্র: "আল-কাদা ওয়াল ইফতা ফিল ফিকহিল ইসলামী", ড. আবদুল হাসীব সানাদ আতিয়াহ।
৩. দ্রষ্টব্য: <http://www.binbaz.org.sa/mat/21295>
৪. ফতোয়াটির অডিও রেকর্ডিং: www.alroqya.com/baz1.mp3
৫. "আল-ফাতাওয়ায যাহাবিয়াহ ফির রুকইয়াতিশ শারইয়াহ", পৃ. ৯৬।
৬. দ্রষ্টব্য: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4982.shtml
৭. দ্রষ্টব্য: <http://www.ibn-jebreen.com/books/1-14--433-.html>
৮. "আল-কাওয়াইদুয যাহাবিয়াহ ফির রুকা আশ-শারইয়াহ"।
৯. দ্রষ্টব্য: <http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-6265-2920.html>
১০. দ্রষ্টব্য: <http://www.ibn-jebreen.com/?t=books&cat=7&book=216&toc=8544&page=7454&subid>
১১. "আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়াতুল কুয়েতিয়াহ", কুয়েতের আওকাফ ও ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

অধ্যায় ৩ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৪

ইসলামওয়েব সাইটের ফতোয়াসমূহ (চলমান)

সুতরাং মানুষের দেহে আসরকারী জিনকে রুকইয়াহর সময় রাকীর এ কথা বলার কোনো ফায়দা নেই যে, সে যেন তার জন্য রোগীর হাত বা অন্য কোনো অঙ্গ তুলে ধরে। এ কারণেই আমরা পরামর্শ দিই যে, এটি না করা হোক — বিশেষত যখন এর সঙ্গে কোনো বিকৃত বিশ্বাস যুক্ত থাকে এবং তাতে গণক ও ভণ্ড-জাদুকরদের সাদৃশ্য ঘটে।

আর রুকইয়াহ শরইয়াহ পাঠের ক্ষেত্রে যার উপর পড়া হচ্ছে সে বোবা হোক কিংবা কথা বলতে সক্ষম হোক — কোনো পার্থক্য নেই। আর আসরগ্রস্ত ব্যক্তিকে রুকইয়াহ করার পর যদি জিন বের হতে অস্বীকার করে, তবে প্রহারে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে তাকে প্রহার করায় কোনো দোষ নেই, যাতে রোগী এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, যে ব্যক্তি এটি ভালোভাবে জানে তার দ্বারা হলে তা উপকারী; আর আমরা এমন কোনো দলিল জানি না যা এতে বাধা দেয়।

আর কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষ নারীকে রুকইয়াহ করলে তাতে কোনো দোষ নেই, যেমন প্রয়োজন হলে আবরণের আড়াল দিয়ে তার মাথায় হাত রাখাতেও কোনো দোষ নেই — যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে এবং নির্জনতা (খলওয়াত) না ঘটে।

আরও উপকারের জন্য ২৩৬০ নম্বর ফতোয়াটি দেখুন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

মুফতি: মারকাযুল ফাতওয়া — ড. আবদুল্লাহ আল-ফাকীহ-এর তত্ত্বাবধানে (مرکز الفتوى بإشراف د. عبد الله الفقيه)

দ্বিতীয় ফতোয়া: রুকইয়াহ করার সময় রাকীর নারীকে স্পর্শ করার বিধান (حكم لمس الراقى للمرأة أثناء رقيتها)

তারিখ: মঙ্গলবার ২৬ জুমাদাল উলা ১৪২৮ হি. / ১২-৬-২০০৭ খ্রি.

ফতোয়া নম্বর: ৯৬৮৫২ — শ্রেণি: রুকইয়াহ, তাবীজ ও তিওয়ালা (الرقى والتمايم والتولة)

প্রশ্ন: হে সম্মানিত শাইখ, আমি আমার বান্ধবীর সঙ্গে এক ইমামের কাছে গিয়েছিলাম, যাতে তিনি তার জন্য রুকইয়াহ করেন। তিনি তার উপর পড়তে শুরু করলেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন যে, শরীরের যে জায়গায় সে কিছু অনুভব করে বা ব্যথা অনুভব করে, সে যেন সে জায়গাটি তাঁকে দেখিয়ে দেয়। শাইখ যখন তার উপর কুরআন পড়তেন, তখন বোনটি তার শরীরে অদ্ভুত এক নড়াচড়া অনুভব করত, আর তখন শাইখ ব্যথার জায়গাটি স্পর্শ করতেন ও তাতে চাপ দিতেন; এভাবে কয়েকবার এ প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্ত হলো। কিন্তু আমি এ ব্যাপারটিতে বিব্রত হয়েছি এবং এ ইমামের ব্যাপারে আমি কোনোভাবেই স্বস্তি বোধ করিনি। এটি কি ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে না?!! তদুপরি তিনি তাকে প্রতিদিন ফিরে আসতে বলেছেন, যাতে চিকিৎসা একটানা ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হয়; তিনি বলেছেন যে, তাকে জাদু করা হয়েছে এবং কয়েকবার তার চিকিৎসা করা আবশ্যিক। তিনি আরও বলেছেন যে, তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করেন তখন সেই একই ব্যথা অনুভব করেন যা বোনটি অনুভব করে। এটি কি সঠিক? আমাদের জানান, আল্লাহ আপনাদের উপকৃত করুন — যত দ্রুত সম্ভব, যাতে আমরা জানতে পারি বোনটি এ চিকিৎসা চালিয়ে যাবে কি যাবে না। আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন। আপনাদের ওয়েবসাইটেই উত্তর দেওয়ার অনুরোধ রইল।

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবার ও সঙ্গীদের উপর।
অতঃপর:

রুকইয়াহ মূলগতভাবে বৈধ। আর উত্তম হলো বান্দা নিজেই নিজের উপর রুকইয়াহ করবে, যদি সে রুকইয়াহ এবং যে আয়াত ও দুআ দিয়ে রুকইয়াহ করা হয় তা ভালোভাবে পড়তে জানে। আর নারীদের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, তারা কেবল নারীদের কাছে অথবা পুরুষদের মধ্যে নিজেদের মাহরামদের কাছে রুকইয়াহ চাইবে। যদি কোনো মাহরাম না পাওয়া যায় এবং এমন কোনো নারীও না পাওয়া যায় যে রুকইয়াহ ভালোভাবে জানে (অর্থাৎ বোঝে ও সক্ষম), তবে এমন ব্যক্তির কাছে রুকইয়াহ চাওয়া জায়েয, যার উপকারিতা পরীক্ষিত এবং যিনি বিশুদ্ধ আকীদা ও সুন্নাহ অনুসরণের জন্য পরিচিত। তাঁর সততা সম্পর্কে নিশ্চিত হলে তাঁর কাছে রুকইয়াহ চাওয়া জায়েয, এবং তাঁর জন্য প্রয়োজন-পরিমাণ দেখা ও স্পর্শ করাও জায়েয — যেমনটি চিকিৎসকের জন্য জায়েয।

وَجَازَ لَهُ النَّظَرُ وَالْمَسُّ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ؛ كَمَا يَجُوزُ لِلطَّبِيبِ.

"আর তাঁর জন্য প্রয়োজন-পরিমাণ দেখা ও স্পর্শ করা জায়েয; যেমনটি চিকিৎসকের জন্য জায়েয।"

আর সকলের কর্তব্য আল্লাহ তাআলার তত্ত্বাবধানের অনুভূতি জাগ্রত রাখা এবং যা ফিতনার দিকে টেনে নেয় তা থেকে দূরে থাকা। সুতরাং গায়রে মাহরামের সঙ্গে নির্জনতা (খলওয়াত) জায়েয নয়, সন্দেহজনক বা উত্তেজক কথাবার্তাও জায়েয নয়। এরপর আমরা আপনাদের জানাচ্ছি যে, রুকইয়াহ বিষয়ে আমাদের কাছে কোনো বিশেষজ্ঞ নেই, যাতে আমরা জানতে পারি রাকী কি আক্রান্ত ব্যক্তির মতোই ব্যথা অনুভব করেন কি না। আপনারা "মাওকিউর রুকাত" (রাকীদের ওয়েবসাইট) বা "মাওকিউ শিফা" (শিফা ওয়েবসাইট) দেখতে পারেন — সম্ভবত এ বিষয়ে এবং নারীর ব্যথার স্থান স্পর্শ করার প্রয়োজন সংক্রান্ত বিষয়ে উপকারী কাউকে সেখানে পেয়ে যাবেন। আর নিম্নোক্ত নম্বরের ফতোয়াগুলো দেখুন: ২২৪৪, ২৩৬০, ৬২৮৭২, ৫২৫২, ২৪৫৫৫, ৬৫০১১। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

◆ রুকইয়াহ কার কাছে: ইসলামওয়েবের ফতোয়া

- ১ নিজে নিজের উপর রুকইয়াহ
উত্তম, যদি ভালোভাবে পড়তে জানে
- ২ নারী, বা মাহরাম পুরুষ
নারীদের ক্ষেত্রে মূলনীতি
- ৩ পরীক্ষিত ও বিশুদ্ধ আকীদার ব্যক্তি
মাহরাম ও দক্ষ নারী না পাওয়া গেলে
- ৪ প্রয়োজন-পরিমাণ দেখা ও স্পর্শ
সততা নিশ্চিত হলে, চিকিৎসকের মতো

ফতোয়া নম্বর ৯৬৮৫২; খলওয়াত জায়েয নয়

তৃতীয় ফতোয়া: জাদু থেকে চিকিৎসার জন্য গায়রে মাহরাম নারীকে স্পর্শ করার বিধান (حكم مس الأجنبية لعلاجها من السحر)

তারিখ: মঙ্গলবার ২৯ সফর ১৪২৫ হি. / ২০-৪-২০০৪ খ্রি.

ফতোয়া নম্বর: ৪৭৫৫২ — শ্রেণি: জাদুর চিকিৎসা ও নুশরা (علاج السحر والنشرة)

প্রশ্ন: আমার বিয়ের পর থেকে — আল্লাহই ভালো জানেন — আমি জাদু ও বদনজরে আক্রান্ত। আমি সৌদি আরবের পরিচিত শাইখদের একজনের কাছে একাধিকবার চিকিৎসা নিয়েছি। এখন আল্লাহ চেয়েছেন যে এ রোগ আমার মধ্যে ফিরে আসুক; কিন্তু আমার স্বামী আমার এ শাইখের কাছে চিকিৎসা নেওয়া প্রত্যাখ্যান করছেন, কারণ তিনি হয়তো শরীরের কিছু অংশ স্পর্শ করেন (যেমন গলা চেপে ধরা, ঘাড় ধরা এবং পিঠ) — আর এটি ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাহলে আমি কী করব? আমাকে জানান। এটি কি জায়েয, না কি নয়? বিশেষত যেহেতু আমি এ জাদুতে অত্যন্ত ক্লান্ত, আর জাদু ও বদনজরের চিকিৎসায় যাদের উপর আস্থা রাখা যায় এমন লোক দুর্লভ। আর আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবার ও সঙ্গীদের উপর।
অতঃপর:

জাদুর চিকিৎসা নিঃসন্দেহে বৈধ, এতে কোনো মতভেদ নেই। এখন যদি নারী নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে সক্ষম হয়, অথবা এমন কোনো নারী বা মাহরাম পুরুষ পায় যে শরঈ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে, তবে নিঃসন্দেহে সেটিই উত্তম। আর যদি তা সহজলভ্য না হয়, তবে শরঈ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন এমন কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষের কাছে যাওয়া তার জন্য জায়েয — নিরুপায় প্রয়োজনের কারণে; আর তাঁর জন্য প্রয়োজন-পরিমাণ তাকে দেখা ও স্পর্শ করাও জায়েয, নির্জনতা ব্যতীত।

وَيَجُوزُ لَهُ نَظَرُهَا وَمَسُّهَا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ مِنْ دُونِ خُلُوةٍ.

"আর তাঁর জন্য প্রয়োজন-পরিমাণ তাকে দেখা ও স্পর্শ করা জায়েয, নির্জনতা ছাড়া।"

আর আমরা এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নোক্ত নম্বরের ফতোয়াগুলোতে দিয়েছি: ২২৪৪, ২৩৬০, ৮১০৭, ১৯৪৩৯।

চতুর্থ ফতোয়া: কুরআন দ্বারা চিকিৎসাকারীর – যাদের উপর তিনি পড়েন – তাদের স্পর্শ করার বিধান (حكم مس المعالج بالقرآن من يقرأ عليهم)

তারিখ: মঙ্গলবার ১৮ সফর ১৪২১ হি. / ২৩-৫-২০০০ খ্রি.

ফতোয়া নম্বর: ২৩৬০ — শ্রেণি: জাদুর চিকিৎসা ও নুশরা (علاج السحر والنشرة)

প্রশ্ন: কুরআন তিলাওয়াতের সময় চিকিৎসাকারীর জন্য কি রোগীর শরীর হাতড়ে দেখা জায়েয?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবার ও সঙ্গীদের উপর।
অতঃপর:

জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরে চিকিৎসাকারীর স্পর্শ করা "স্পর্শ"-এর বিধানের অন্তর্ভুক্ত। আর স্পর্শের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, দৃষ্টির ক্ষেত্রে যতটুকু জায়েয স্পর্শের ক্ষেত্রেও ততটুকু জায়েয। সুতরাং চিকিৎসাকারী ও রোগী উভয়েই যদি পুরুষ হয়, তবে নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ ছাড়া বাকি অংশ স্পর্শ করা জায়েয — যদিও স্পর্শের তীব্র প্রয়োজন না-ও থাকে। একই বিধান, যদি উভয়েই নারী হয়। কিন্তু যদি তাদের একজন পুরুষ ও অন্যজন নারী হয় এবং তারা পরস্পর মাহরামও না হয়, স্বামী-স্ত্রীও না হয়, তবে স্পর্শের মধ্যে কেবল ততটুকুই জায়েয, যতটুকুর দিকে নিরুপায় করে দেওয়া দরুরত ও তীব্র প্রয়োজন ডেকে আনে।

فَلَا يَجُوزُ مِنَ الْمَسِّ إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ الْمُلْجِئَةُ وَالْحَاجَةُ

الشَّدِيدَةُ.

"তবে স্পর্শের মধ্যে কেবল ততটুকুই জায়েয, যতটুকুর দিকে নিরুপায়কারী দরুরত ও তীব্র প্রয়োজন ডেকে আনে।"

আর যে বিষয়টির প্রতি সতর্ক থাকা উচিত তা হলো, চিকিৎসাকারীর জন্য গায়রে মাহরাম নারী রোগীর সঙ্গে নির্জনে থাকা কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়; তেমনি যে নারী মানুষের চিকিৎসা করে, তার জন্যও গায়রে মাহরাম পুরুষের সঙ্গে নির্জনে থাকা কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

◆ স্পর্শের বিধান: ফতোয়া নম্বর ২৩৬০

চিকিৎসাকারী ও রোগী	স্পর্শের বিধান
উভয়ে পুরুষ	নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ ছাড়া জায়েয, তীব্র প্রয়োজন না থাকলেও
উভয়ে নারী	একই বিধান
একজন পুরুষ, একজন নারী; মাহরাম বা স্বামী-স্ত্রী নয়	কেবল দরুরত ও তীব্র প্রয়োজন যতটুকু ডাকে
নির্জনতা	কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়

মূলনীতি: দৃষ্টির ক্ষেত্রে যতটুকু জায়েয, স্পর্শের ক্ষেত্রেও ততটুকু

পঞ্চম ফতোয়া: চিকিৎসায় নারী প্রয়োজন-পরিমাণ ছাড়া উন্মুক্ত করবে না (لا تكشف المرأة في العلاج إلا بقدر الحاجة)

তারিখ: মঙ্গলবার ২৯ শাবান ১৪২৩ হি. / ৫-১১-২০০২ খ্রি.

ফতোয়া নম্বর: ২৪৫৫৫ — শ্রেণি: রুকইয়াহ, তাবীজ ও তিওয়ালা (الرقى والتمايم والتولة)

প্রশ্ন: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর সমস্ত পরিবার ও সঙ্গীদের উপর। ফতোয়া দলের তত্ত্বাবধায়ক সম্মানিত মহোদয়ের প্রতি — আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা আপনাদের কাছে জানতে চাই, যে নারীকে জিনে স্পর্শ করেছে তার চিকিৎসার পদ্ধতি কী।

চিকিৎসার সময় নারীর আঙুল স্পর্শ করার বিধান কী? চিকিৎসার সময় নারীর মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করার বিধান কী? আমাদের জানান, প্রতিদানপ্রাপ্ত হবেন।

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবার ও সঙ্গীদের উপর। অতঃপর:

যে ব্যক্তি জিনের স্পর্শে আক্রান্ত হয়েছে, তার ঔষধ হলো কুরআন ও বর্ণিত (মাসূর) দুআসমূহ। সুতরাং তার উচিত নিজেই নিজের উপর পড়া, যদি সে এমন হয় যে তা ভালোভাবে জানে; কারণ তা দুআ কবুল হওয়ার জন্য অধিক উপযোগী — যেহেতু এর সঙ্গে থাকে আল্লাহর দিকে আশ্রয় গ্রহণের আন্তরিকতা এবং তাঁর প্রতি নিরুপায় হয়ে পড়া।

আর যদি সে তা ভালোভাবে না জানে, তবে তার উচিত এমন কারও সাহায্য নেওয়া যিনি সততা ও কল্যাণের জন্য পরিচিত। এখন আক্রান্ত ব্যক্তি যদি নারী হয়, তবে অন্য কোনো নারী কিংবা তার মাহরামদের মধ্য থেকে কোনো পুরুষ তার উপর পড়বে। আর যদি সে গায়রে মাহরাম ছাড়া রুকইয়াহকারী কাউকে না পায়, তবে তিনিই তার রুকইয়াহ করবেন, এবং সে তাঁর সামনে প্রয়োজন-পরিমাণ উন্মুক্ত করবে।

وَكَشَفَتْ لَهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ.

"আর সে তাঁর সামনে প্রয়োজন-পরিমাণ উন্মুক্ত করবে।"

আর আমরা ইতিপূর্বে চিকিৎসার পদ্ধতি ও তাতে অনুসরণীয় শরঈ নিয়ন্ত্রক শর্তসমূহ (ضوابط) ২২৪৪ নম্বর ফতোয়ায় বর্ণনা করেছি; সে ফতোয়াটি দেখা হোক। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ষষ্ঠ ফতোয়া: জাদুর শরঈ চিকিৎসা (العلاج الشرعي للسحر)

তারিখ: সোমবার ১৭ যুলহিজ্জা ১৪২৪ হি. / ৯-২-২০০৪ খ্রি.

ফতোয়া নম্বর: ২২৪৪ — শ্রেণি: জাদুর চিকিৎসা ও নুশরা (علاج السحر والنشرة)

প্রশ্ন: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অতঃপর: আপনারা যে কাজ করছেন তার জন্য আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন, আর তাওফীক আল্লাহরই পক্ষ থেকে। আমার প্রশ্ন হলো: আমার এক বন্ধুর স্ত্রী মৃগী/আসরে আক্রান্ত — আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি; সে অনেক কষ্ট পেয়েছে এবং সেও (স্বামীও) অনেক কষ্ট পেয়েছে।

প্রথমত: এ নারীকে কি কোনো পুরুষের সামনে চিকিৎসার জন্য উপস্থাপন করা জায়েয? দ্বিতীয়ত: এসব ক্ষেত্রে শরঈ চিকিৎসার সীমা কী? — কেননা অনেকেই তাকে বলেছে যে, এটি জাদু, আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আর তার এ অবস্থা জাদু অপসারণ ছাড়া দূর হবে না; আর এ কাজের জন্য কোনো জাদুকর অথবা এমন কোনো মানুষের প্রয়োজন যে জিনের সঙ্গে লেনদেন করে, যাতে সেই জাদু হাজির করা যায় এবং তারপর সে স্বস্তি পায়। তৃতীয়ত: মুসলিমদের

এসব রোগ থেকে চিকিৎসার উপায় হিসেবে মুসলিম জিনদের সাহায্য নেওয়ার বিধান কী? চতুর্থত: যদি আপনাদের কাছে এমন কোনো নির্ভরযোগ্য শাইখ থাকেন যাঁদেরকে আল্লাহ এ ধরনের ক্ষেত্রে আরোগ্যদানের সামর্থ্য দিয়েছেন, তবে তাঁদের ঠিকানা আমাদের জানান; আপনাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

দ্রষ্টব্য: এ নারী পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে এ সমস্যায় ভুগছেন।

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর। অতঃপর:

নারী চিকিৎসকদের অনুপস্থিতিতে এবং স্বামী বা কোনো মাহরামের উপস্থিতিতে নারীর জন্য পুরুষের কাছে চিকিৎসা নেওয়া জায়েয। তেমনি রোগের স্থানটি উন্মুক্ত করাও তার জন্য জায়েয, তবে যতটুকু দরুরত এর দিকে ডেকে আনে ততটুকু পরিমাণেই।

فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْعِلَاجُ عِنْدَ رَجُلٍ عِنْدَ فَقْدِ النِّسَاءِ الطَّبِيبَاتِ وَبِحُضُورِ الزَّوْجِ أَوْ أَحَدِ الْمَحَارِمِ. كَمَا يَجُوزُ لَهَا الْكَشْفُ عَنْ مَوْضِعِ الدَّاءِ وَلَكِنْ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ.

"নারী চিকিৎসকদের অনুপস্থিতিতে এবং স্বামী বা কোনো মাহরামের উপস্থিতিতে নারীর জন্য পুরুষের কাছে চিকিৎসা নেওয়া জায়েয। তেমনি রোগের স্থান উন্মুক্ত করাও তার জন্য জায়েয, তবে যতটুকু দরুরত এর দিকে ডেকে আনে ততটুকু পরিমাণেই।"

আর জাদু-সংক্রান্ত যে বিষয়টি, সে ক্ষেত্রে তার জন্য হারাম যে, সে এসব জাদুকর ও ভণ্ডদের কাছে যাবে যাতে তারা জাদু দিয়ে তার চিকিৎসা করে। আর এসব রোগের সর্বোত্তম সমাধান — আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাকে এগুলো থেকে নিরাপদ রাখুন — হলো রুকইয়াহ শরইয়াহ:

১- রোগীর উপর কুরআন পাঠ করা: সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারা থেকে যতটুকু সহজ হয়; আর সূরা ইখলাস ও মুআওয়িয়াতাইন (সূরা ফালাক ও নাস), এবং যেসব আয়াতে জাদু বাতিল করার কথা উল্লেখ আছে, যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ

عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ৮১]

"মূসা বলল, তোমরা যা এনেছ তা জাদু। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা বাতিল করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কাজ সংশোধন করেন না।" [ইউনুস: ৮১]

২- শরীয়তসম্মত যিকিরসমূহ দিয়ে আত্মরক্ষা গ্রহণ করা, যেমন সকাল-সন্ধ্যার যিকির।

৩- ওয়ুর উপর যত্নবান থাকা।

৪- রোগী পানি ও যায়তুন তেলে সূরা সাফফাতের শুরু এবং সূরা দুখান পড়বে, সেই সঙ্গে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে; যেমন সে বলবে: "আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাস্মাতি মিন কুল্লি শাইতানিন ওয়া হাম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাহ" (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত প্রাণী থেকে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর বদনজর থেকে)। "আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাস্মাতি মিন শাররি মা খালাক" (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে)। "বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মাআ ইসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামাই ওয়া হুওয়াস সামীউল আলীম" (আল্লাহর নামে, যাঁর নামের সঙ্গে আসমান ও যমীনের কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ) — প্রতিটি যিকির ৩ বার। এরপর সে পানিতে ও যায়তুন তেলে ফুঁ দেবে, পানি পান করবে এবং যায়তুন তেল দিয়ে রোগীর শরীর মালিশ করবে।

— আর এ চিকিৎসা দ্বারা ব্যক্তি ততক্ষণ উপকৃত হবে না, যতক্ষণ না সে বিশ্বাস করে যে আরোগ্য আল্লাহরই হাতে এবং এ চিকিৎসা আল্লাহর অনুমতিক্রমে উপকারী। আর যদি সে এটি নিছক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতিতে গ্রহণ করে ও আমল করে, তবে আমার মনে হয় না সে এর দ্বারা উপকৃত হবে।

◆ জাদুর শরঈ চিকিৎসা: ফতোয়া নম্বর ২২৪৪

- ১ রোগীর উপর কুরআন পাঠ
ফাতিহা, বাকারা থেকে সহজ অংশ, ইখলাস, মুআওয়িয়াতাইন
- ২ শরীয়তসম্মত যিকিরে আত্মরক্ষা
যেমন সকাল-সন্ধ্যার যিকির
- ৩ ওয়ুর উপর যত্নবান থাকা
তৃতীয় নির্দেশনা
- ৪ পানি ও যায়তুন তেলে পাঠ
সাফফাতের শুরু ও দুখান; আশ্রয়ের যিকির ৩ বার
- ৫ ফুঁ, পান ও মালিশ
পানি পান করা, তেল দিয়ে শরীর মালিশ

আরোগ্য আল্লাহরই হাতে; এই বিশ্বাস ছাড়া ব্যক্তি উপকৃত হবে না

আর চিকিৎসায় মুসলিম জিনদের সাহায্য নেওয়া — তা জায়েয নয়। আর আমি আপনাকে সতর্ক করতে চাই যে, আপনার প্রশ্নের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর শরঈ নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে, যার প্রতি আপনার সতর্ক হওয়া আবশ্যিক; আর তা হলো আপনার এ কথা: "আর যাঁদেরকে আল্লাহ এ ধরনের ক্ষেত্রে আরোগ্যদানের সামর্থ্য দিয়েছেন।" কেননা আরোগ্য তো আল্লাহ সুবহানাহুর হাতে; আর এসব লোক কেবল একটি উপায় মাত্র। আমি মনে করি না যে, এটি আপনার কাছে গোপন; তবে মনে হচ্ছে এটি জিহ্বার স্থলন — আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাকে ক্ষমা করুন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এই ফতোয়ার সারকথা

করুন

- ✓ নারী চিকিৎসক না থাকলে, স্বামী বা মাহরামের উপস্থিতিতে পুরুষের কাছে চিকিৎসা নেওয়া জায়েয
- ✓ রোগের স্থান উন্মুক্ত করা, দরুরত যতটুকু ডাকে ততটুকু

করবেন না

- ✗ জাদুকর ও ভণ্ডদের কাছে গিয়ে জাদু দিয়ে চিকিৎসা করানো, তা হারাম
- ✗ চিকিৎসায় মুসলিম জিনদের সাহায্য নেওয়া, তা জায়েয নয়
- ✗ 'যাঁদের আরোগ্যদানের সামর্থ্য দিয়েছেন' বলা, কারণ আরোগ্য আল্লাহর হাতে

সপ্তম ফতোয়া: রাকীর গায়রে মাহরাম নারীকে স্পর্শ করা ও তার দিকে তাকানোর বিধান (حكم لمس الراقي ونظره للأجنبية)

তারিখ: রবিবার ১৭ জুমাদাল আখিরা ১৪২৬ হি. / ২৪-৭-২০০৫ খ্রি.

ফতোয়া নম্বর: ৬৫০১১ — শ্রেণি: রুকইয়াহ, তাবীজ ও তিওয়ালা (الرقى والتمايم والتولة)

প্রশ্ন: আমার এক আত্মীয়া আছেন, যাঁর মধ্যে জিনের আসর ও জাদু রয়েছে। তাঁর চিকিৎসা করছেন একজন শাইখ, যিনি মাহরাম নন; তিনি তাঁর উপর কুরআন পড়েন এবং একই সঙ্গে তাঁর মাথা ধরে রাখেন ও কাছ থেকে তাঁর চোখের দিকে তাকান। আমার আত্মীয়ের প্রতি শাইখের এমন স্পর্শ ও দৃষ্টি কি জায়েয? আপনারা উত্তম প্রতিদান পাবেন।

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবার ও সঙ্গীদের উপর। অতঃপর:

গায়রে মাহরাম নারীর উপর রাকীর — যিনি বিশুদ্ধ আকীদা, সুন্নাহ অনুসরণ ও রুকইয়াহ শরইয়াহ পালনের জন্য পরিচিত — রুকইয়াহ করার ব্যাপারে মূলনীতি হলো, তা দরুরতের কারণে মুবাহ, যদি সে তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে না পায়; শর্ত হলো, গায়রে মাহরাম নারীর সঙ্গে আচরণে শরঈ নিয়ন্ত্রক শর্তসমূহ (ضوابط) রক্ষা করা হবে। সুতরাং তিনি তার সঙ্গে নির্জনে থাকবেন না, তার কোনো অংশ স্পর্শ করবেন না এবং দরুরত ও প্রয়োজনের পরিমাণ ছাড়া তাকাবেন না; আর দরুরত তার পরিমাণ অনুযায়ীই নির্ধারিত হবে। এখন যদি তাকে স্পর্শ করতে বা তার দিকে তাকাতে তিনি নিরুপায় হয়ে পড়েন, তবে দরুরতের দিক থেকে তা জায়েয হবে।

فَلَا يَخْلُو بِهَا وَلَا يَمَسُّ مِنْهَا وَلَا يَنْظُرُ إِلَّا بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ، وَتَقْدَرُ
الضَّرُورَةُ بِقَدْرِهَا، فَإِنْ اضْطُرَّ لِمَسِّهَا أَوْ نَظَرِهَا جَازَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الضَّرُورَةِ.

"সুতরাং তিনি তার সঙ্গে নির্জনে থাকবেন না, তার কোনো অংশ স্পর্শ করবেন না এবং দরুরত ও প্রয়োজনের পরিমাণ ছাড়া তাকাবেন না; আর দরুরত তার পরিমাণ অনুযায়ীই নির্ধারিত হবে। এখন যদি তিনি তাকে স্পর্শ

করতে বা তার দিকে তাকাতে নিরুপায় হয়ে পড়েন, তবে দরুরতের দিক থেকে তা জায়েয।"

যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে বলেছি ২৩৬০ নম্বর ফতোয়ায়, ১৩৩৯৪ নম্বর ফতোয়ায়, ২২২৮২ নম্বর ফতোয়ায় এবং ২৪৫৫৫ নম্বর ফতোয়ায়। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

◆ সপ্তম ফতোয়া: ফতোয়া নম্বর ৬৫০১১

করুন

- ✓ রাকী দরুরতের কারণে মুবাহ, যদি তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে না পাওয়া যায়
- ✓ দরুরত তার পরিমাণ অনুযায়ীই নির্ধারিত হবে
- ✓ নিরুপায় হলে স্পর্শ বা দৃষ্টি দরুরতের দিক থেকে জায়েয

করবেন না

- ✗ গায়রে মাহরাম নারীর সঙ্গে নির্জনে থাকা
- ✗ দরুরত ও প্রয়োজনের পরিমাণ ছাড়া স্পর্শ করা বা তাকানো

রাকী বিশুদ্ধ আকীদা, সুন্নাহ অনুসরণ ও রুকইয়াহ শরইয়াহ পালনের জন্য পরিচিত হলে

ফতোয়া ও তাকলীদ (الفتوى والتقليد)

ইবনুল কাইয়িম রহিমাল্লাহ বলেছেন: মুফতি কিংবা বিচারক দুই প্রকার উপলব্ধি ছাড়া ফতোয়া দিতে এবং সত্য অনুযায়ী ফয়সালা করতে সক্ষম হন না:

প্রথমটি: বাস্তব ঘটনা উপলব্ধি করা ও তাতে গভীর অনুধাবন, এবং কারীনা (পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিত), আলামত ও নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে যা ঘটেছে তার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা — যতক্ষণ না তিনি তা পূর্ণরূপে জেনে ফেলেন।

দ্বিতীয় প্রকার: সেই বাস্তবতায় কী কর্তব্য তা উপলব্ধি করা; অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর কিতাবে অথবা তাঁর রাসুলের জবানিতে এ ঘটনার ব্যাপারে যে হুকুম দিয়েছেন তা বুঝতে পারা। [ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কিঈন (১/৩৮৩)]

চিত্র ৭: ফতোয়া ও তাকলীদ বিষয়ে আল্লামা ইবনুল কাইয়িমের বক্তব্যের ব্যাখ্যা — চিত্রে দেখানো হয়েছে: "বাস্তবতা উপলব্ধি ও তাতে গভীর অনুধাবন" (فهم الواقع والفقه فيه) + "বাস্তবতায় কর্তব্য উপলব্ধি" (فهم الواجب في) → "বিচারক বা মুফতি ফতোয়া দিতে সক্ষম হন" (يتمكن الحاكم أو المفتي من الفتوى)।

প্রথম ফতোয়া: উম্মাহর ঐক্য গড়তে মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলোর তাহকীক করা হয় না কেন? (لماذا لا تحقق مسائل الخلاف لجمع كلمة الأمة؟)

প্রশ্ন: মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলোর তাহকীক (গবেষণামূলক নিষ্পত্তি) করা হয় না কেন — যাতে দাঈ সেগুলোতে সঠিক দিকটি গ্রহণ করতে পারেন এবং তা উম্মাহর ঐক্য গড়ার একটি পথ হয়?

উত্তর: মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলোর তাহকীকের বিষয়টি জটিল; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই এমন এক মতের দিকে যায়, যে মতে সে নিজেকে তাহকীককারী মনে করে। আর আমরা যদি কোনো এক দেশের আলিমদেরকে একত্র করতে চাই, তবে প্রকাশ্য বিষয় হলো তাঁরা একমত হবেন না; আর প্রকাশ্য বিষয় হলো তাঁরা একমত না হলে মতের পার্থক্য থেকেই যাবে। এমনকি আমরা তাহকীক করলেও মতভেদ ঘটবেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের উপর — অথবা যারা নিজেরা সত্য নির্ণয় করতে সক্ষম নয় তাদের উপর — কর্তব্য হলো তারা সাধ্যমতো আল্লাহকে ভয় করবে, এবং এক আলিমের বিপরীতে অন্য আলিমের কথা গ্রহণ করার পেছনে তাদের প্রেরণা যেন প্রবৃত্তি না হয়; বরং প্রেরণা হবে হিদায়াতের সন্ধান। এর ভিত্তিতে আলিমদের মতভেদের সময় মানুষ তাঁকেই অনুসরণ করবে, যাকে সে তাঁর ইলম, দ্বীনদারি ও আমানতদারির কারণে সঠিকের অধিক নিকটবর্তী বলে মনে করে। আর মানুষকে একটিমাত্র মতের উপর একত্র করার কথা যদি বলা হয়, তবে প্রকাশ্য বিষয় হলো — এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার।(১)

দ্বিতীয় ফতোয়া: ফতোয়ায় যে মতভেদ ঘটে তার বিধান এবং ফতোয়া-গ্রহীতার অবস্থান (حكم ما يقع من اختلاف في الفتيا وموقف المتلقي منها)

প্রশ্ন: সম্মানিত শাইখ ইবনে উসাইমীনকে — আল্লাহ তাঁর মর্যাদা উঁচু করুন — জিজ্ঞাসা করা হলো এক বিষয়ে এক আলিম থেকে অন্য আলিমের ফতোয়ায় যে পার্থক্য ঘটে সে সম্পর্কে। এর কারণ কী? আর ফতোয়া-গ্রহীতার অবস্থান কী হবে?

উত্তর: তিনি — আল্লাহ তাআলা তাঁকে হেফাযত করুন — উত্তরে বললেন: এর কারণ দুটি বিষয়ের দিকে ফিরে যায়:

প্রথমটি: ইলম। কখনো দুই মুফতির একজনের কাছে সেই ইলম থাকে না যা অন্য মুফতির কাছে আছে; ফলে অপর মুফতি তাঁর চেয়ে অধিক ব্যাপক অবগতিসম্পন্ন হন, তিনি এমন বিষয়ে অবগত হন যাতে অন্যজন অবগত হননি।

দ্বিতীয়টি: উপলব্ধি (ফাহম)। কেননা মানুষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ভিন্ন হয়; কখনো তারা ইলমে সমান হয়, কিন্তু উপলব্ধিতে ভিন্ন হয়। তখন আল্লাহ তাআলা একজনকে প্রশস্ত ও তীক্ষ্ণ উপলব্ধি দান করেন; সে যা জেনেছে তা থেকে অন্যজনের উপলব্ধির চেয়ে বেশি বুঝে নেয়। তখন যিনি অধিক ইলমসম্পন্ন ও অধিক শক্তিশালী উপলব্ধিসম্পন্ন, তিনিই অন্যজনের চেয়ে সঠিকের অধিক নিকটবর্তী হন।

আর ফতোয়া-প্রার্থীর ক্ষেত্রে কথা হলো: যদি দুই আলিম মুফতি তার সামনে ভিন্নমত পোষণ করেন, তবে সে তাঁকেই অনুসরণ করবে যাকে সে সঠিকের অধিক নিকটবর্তী মনে করে — হয় তাঁর ইলমের কারণে, নয়তো তাঁর তাকওয়া ও দ্বীনদারির কারণে। যেমন কোনো মানুষ অসুস্থ হলে এবং দুই চিকিৎসক তার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করলে সে তাঁরই কথা গ্রহণ করবে যাকে সে সঠিকের অধিক নিকটবর্তী মনে করে। আর যদি তার কাছে উভয় দিক সমান হয়ে যায় এবং সে দুই মুফতির একজনকে অন্যজনের উপর প্রাধান্য দিতে না পারে, তবে তার এখতিয়ার থাকবে — ইচ্ছা করলে এটি গ্রহণ করবে, ইচ্ছা করলে ওটি গ্রহণ করবে; আর যেটিতে তার অন্তর অধিক প্রশান্তি পায়, সে যেন সেটিই গ্রহণ করে।

◆ ইবনে উসাইমীন: ফতোয়ায় মতভেদ

ফতোয়ায় আলিমদের মতভেদ

প্রথম কারণ
ইলম

দ্বিতীয় কারণ
উপলব্ধি (ফাহম)

ফতোয়া-প্রার্থীর করণীয়
যাঁকে সঠিকের অধিক নিকটবর্তী মনে
করে, তাঁকে অনুসরণ

উভয় দিক সমান হলে
এখতিয়ার; যেটিতে অন্তর অধিক প্রশান্তি
পায়

দৃষ্টান্ত
অসুস্থ ব্যক্তি ও দুই চিকিৎসকের ভিন্নমত

তৃতীয় ফতোয়া: সাধারণ ব্যক্তি এবং যার ইলম অন্বেষণের সামর্থ্য নেই তার উপর কী ওয়াজিব (الواجب على العامي ومن ليس له قدرة على طلب العلم)

প্রশ্ন: সম্মানিত শাইখ ইবনে উসাইমীনকে — আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাওফীক দিন — জিজ্ঞাসা করা হলো: সাধারণ ব্যক্তির উপর এবং যার ইলম অন্বেষণের সামর্থ্য নেই তার উপর কী ওয়াজিব?

উত্তর: তাঁর সম্মানিত সত্তা উত্তরে বললেন: যার কাছে ইলম নেই এবং ইজতিহাদের সামর্থ্যও নেই, তার উপর ওয়াজিব হলো আহলে ইলমকে জিজ্ঞাসা করা; কেননা আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧]

"সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো, যদি তোমরা না জানো।" [আল-আম্বিয়া: ৭]

আর আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ কেবল এ কারণেই দিয়েছেন যে, তাঁদের কথা গ্রহণ করা হবে; আর এটিই হলো তাকলীদ। তবে তাকলীদের মধ্যে নিষিদ্ধ বিষয়টি হলো, কেউ কোনো নির্দিষ্ট মায়হাব আঁকড়ে ধরবে এবং সর্বাবস্থায় তা-ই গ্রহণ করবে, আর বিশ্বাস করবে যে সেটিই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার দিকে তার পথ; ফলে দলিলের বিরোধী হলেও সে তা-ই গ্রহণ করবে।

আর যার ইজতিহাদের সামর্থ্য আছে — যেমন সেই ইলম-অন্বেষী, যে ইলমের প্রচুর অংশ অর্জন করেছে — তার জন্য দলিলসমূহে ইজতিহাদ করা এবং যেটিকে সে সঠিক বা সঠিকের অধিক নিকটবর্তী মনে করে তা গ্রহণ করা বৈধ।

আর সাধারণ ব্যক্তি এবং শিক্ষানবিশ ইলম-অন্বেষী — সে তার তাকলীদের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করবে; অর্থাৎ যাঁকে সে সত্যের অধিক নিকটবর্তী মনে করে তাঁরই তাকলীদ করবে — তাঁর ইলমের প্রাচুর্য এবং তাঁর দীনদারি ও তাকওয়ার শক্তির কারণে।

◆ তাকলীদ: ইবনে উসাইমীনের উত্তর

অবস্থা	করণীয়
ইলম ও ইজতিহাদের সামর্থ্য নেই	আহলে ইলমকে জিজ্ঞাসা করা ওয়াজিব
ইজতিহাদের সামর্থ্যবান ইলম-অশেষী	দলিলে ইজতিহাদ; সঠিক বা অধিক নিকটবর্তী গ্রহণ
সাধারণ ব্যক্তি ও শিক্ষানবিশ	তাকলীদে ইজতিহাদ: সত্যের অধিক নিকটবর্তীকে অনুসরণ
নিষিদ্ধ তাকলীদ	নির্দিষ্ট মাযহাব আঁকড়ে ধরা, দলিলবিরোধী হলেও

◆ এক নজরে

- ★ মূল কথা: রুকইয়াহ বৈধ; উত্তম নিজে নিজের উপর
- ★ নারীর রুকইয়াহ নারী বা মাহরাম পুরুষ দিয়ে; না পেলে পরীক্ষিত বিশুদ্ধ আকীদার ব্যক্তি
- ★ গায়রে মাহরামের ক্ষেত্রে স্পর্শ ও দৃষ্টি কেবল দরুরত-পরিমাণ; নির্জনতা কোনোভাবেই নয়
- ★ জাদুকরের কাছে যাওয়া হারাম এবং চিকিৎসায় জিনের সাহায্য নেওয়া জায়েয নয়
- ★ ফতোয়ার পার্থক্যের কারণ: ইলম ও উপলব্ধি
- ★ সাধারণ ব্যক্তি আহলে ইলমকে জিজ্ঞাসা করবে; দলিলবিরোধী হলেও মাযহাব আঁকড়ে ধরা নিষিদ্ধ

◆ যাচাই করুন

1. ফতোয়া নম্বর ২৩৬০ অনুযায়ী উভয়ে পুরুষ হলে কোন অংশ ছাড়া স্পর্শ জায়েয?

ক. মাথা ও ঘাড়

খ. নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ

2. নারী ও পুরুষ পরস্পর মাহরাম না হলে স্পর্শের বিধান কী?

ক. সম্পূর্ণ জায়েয

খ. কেবল দরুরত ও তীব্র প্রয়োজন যতটুকু ডাকে

3. জাদুর চিকিৎসায় জাদুকরদের কাছে যাওয়া সম্পর্কে ফতোয়া কী?

ক. হারাম

খ. জায়েয

4. চিকিৎসায় মুসলিম জিনদের সাহায্য নেওয়া সম্পর্কে ফতোয়া কী?

ক. জায়েয

খ. জায়েয নয়

5. দুই মুফতি ভিন্নমত দিলে ফতোয়া-প্রার্থী কী করবে?

ক. যাকে সঠিকের অধিক নিকটবর্তী মনে করে তাঁকে অনুসরণ

খ. সবসময় প্রথম মুফতিকে

6. তাকলীদের মধ্যে কোনটি নিষিদ্ধ?

ক. আহলে ইলমকে জিজ্ঞাসা করা

খ. দলিলবিরোধী হলেও নির্দিষ্ট মাযহাব আঁকড়ে ধরা

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-ক, ৬-খ

শাইখ সালিহ আল-ফোযান (الشيخ صالح الفوزان)

প্রথম ফতোয়া: সৌদি আরবের ফিকহ পরিষদে কোনো মাসআলায় প্রদত্ত ফতোয়ার সঙ্গে অন্য কোনো ইসলামী দেশের ফতোয়ার মতভেদ (اختلاف فتوى لمسألة في المجمع الفقهي) في المملكة العربية السعودية عن بلد إسلامي آخر

প্রশ্ন: যদি — উদাহরণস্বরূপ — সৌদি আরব রাজ্যের ফিকহ পরিষদ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে একটি ফতোয়া জারি করে, এরপর অন্য কোনো ইসলামী দেশের অপর একটি ফিকহ পরিষদ এমন ফতোয়া জারি করে যা আপনাদের ওই সিদ্ধান্তের বিরোধী বলে মনে হয়, তবে এ দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে বা এ দুই ইজতিহাদের মধ্যে সমন্বয় কীভাবে হবে?

উত্তর: এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুজতাহিদগণের মধ্যে ও ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ — তা ব্যক্তি পর্যায়ে হোক কিংবা ফিকহ পরিষদসমূহের পর্যায়ে হোক — এ ক্ষেত্রে মতপার্থক্য ও মতভেদ বিদ্যমান; আর তা চলমান বিষয়ও। কারণ মুসলিমদের কাছে এবং মুসলিম আলিমগণের কাছে দাবি করা হয় যে, তাঁরা ইজতিহাদ করবেন এবং সঠিক ও দলিল অনুসন্ধান করবেন; আর প্রত্যেকেই অন্যজনের ইজতিহাদ মানতে বাধ্য নন — যতক্ষণ না পূর্ববর্তী ওই ইজতিহাদের দলিল স্পষ্ট হয়েছে এবং তার সঠিকতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যখন তার সঠিকতা স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তার দলিল দৃঢ় হয়ে দাঁড়ায়, তখন কারও জন্যই তার বিরোধিতা করা জায়েয নয়। তবে যতক্ষণ বিষয়টি ইজতিহাদের

ক্ষেত্রে সম্ভাবনায়ুক্ত থাকে, ততক্ষণ মুসলিম আলিমগণের জন্য ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্ত — তা ব্যক্তি পর্যায়ে হোক, কিংবা যেমন পরিষদসমূহ বা কমিটিসমূহ, কমিটিসমূহের পর্যায়ে হোক; সুতরাং সে সুযোগ বিদ্যমান। আর সাধারণত — সকল প্রশংসা আল্লাহর — মতভেদ ঘটে না; সাধারণত দৃষ্টিভঙ্গিগুলো পরস্পর মিলে যায়, কারণ লক্ষ্য একটিই — সত্যে পৌঁছা; বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে, গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়সমূহে সাধারণত নির্ভরযোগ্য আলিমগণের দৃষ্টিভঙ্গি একই হয়। আর জানা কথা যে, এসব পরিষদে তিনি ছাড়া কেউ বিশেষজ্ঞ হন না এবং এর জন্য তিনি ছাড়া কাউকে মনোনীত করা হয় না, যিনি

টীকা

1. মাওকিউশ শাইখ ইবনে উসাইমীন (শাইখ ইবনে উসাইমীনের ওয়েবসাইট), "পঠিত গ্রন্থাগার" বিভাগ, শ্রেণিবদ্ধকরণ: শ্রেণিবিহীন, "তাআউনুদ দুআত ওয়া আসারুহ ফিল মুজতামা" (দাঈদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমাজে তার প্রভাব), প্রশ্ন ১৩। দ্রষ্টব্য: http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17816.shtml

অধ্যায় ৪ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৫

রাকীর স্পর্শ – ইজতিহাদ, তাকলীদ ও প্রয়োজনের বিধান

...তার নিয়ত ঠিক থাকে এবং সে দীন ও ইলমের যথাযথ স্তরে থাকে। এ কারণেই আলহামদুলিল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে মতভেদ কম হয়। তবে খুঁটিনাটি বিষয়গুলোতে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা হতে পারে, আর এ ভিন্নতা আলহামদুলিল্লাহ ক্ষতিকর নয়; কেননা এসব মতভেদে কিতাব ও সুন্নাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করা হয়। যা কিতাব ও সুন্নাহর সঙ্গে মিলবে তা গ্রহণ করা হবে, আর যা কিতাব ও সুন্নাহর বিরোধী হবে তা গ্রহণ করা হবে না — যদিও তার প্রবক্তা মুজতাহিদ হন। নবী ﷺ বলেন:

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

"বিচারক যখন ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, তার জন্য দুটি প্রতিদান; আর যদি ভুল করে, তার জন্য একটি প্রতিদান।"

দ্বিতীয় ফতোয়া: নির্দিষ্ট কতিপয় বিষয়ে ফতোয়াকে একীভূত করার প্রসঙ্গে বক্তব্য

প্রশ্ন: যারা চান নির্দিষ্ট কতিপয় বিষয়ে ফতোয়া একই রকম (একীভূত) হোক, তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কী বলবেন?

উত্তর: আমরা তাদের বলব — এটি সম্ভব নয় যে সব বিষয়ে ফতোয়া এক হয়ে যাবে এবং প্রতিটি বিষয়ই ইজমার অন্তর্ভুক্ত হবে; এটি অসম্ভব। শাখাগত মাসআলা ও ইজতিহাদি মাসআলাগুলোতে সাহাবীগণের মধ্যেও মতভেদ পাওয়া গেছে, অথচ তাঁরা একে অপরকে দোষারোপ করেননি। বরং এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোতে মতভেদ জায়েজ নয় — যেমন আকীদার বিষয়াবলি ও দ্বীনের মূলনীতিসমূহ; আলহামদুলিল্লাহ এসব বিষয়ে কোনো মতভেদ ঘটেনি। মতভেদ কেবল সেই ফিকহি বিষয়গুলোতেই, যেগুলো ইজতিহাদ ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্র। (১)

◆ ইজতিহাদ ও ফতোয়ার ঐক্য

শাইখ ফাওয়ান: ইজতিহাদ ও মতভেদ

ইজতিহাদের দরজা

আলিমদের জন্য উন্মুক্ত, ব্যক্তি বা পরিষদ পর্যায়ে

ফতোয়ার একীভবন

সব বিষয়ে ফতোয়া এক হওয়া সম্ভব নয়

সাহাবীগণ

শাখাগত মাসআলায় মতভেদ করেছেন, একে অপরকে দোষারোপ করেননি

আকীদা ও মূলনীতি

মতভেদ জায়েজ নয়

মতভেদের মান

কিতাব ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত হলে ক্ষতিকর নয়

চিত্র ৮: ইজতিহাদ ও তাকলীদ সম্পর্কে আলিমগণের বক্তব্য (শাইখ সালিহ আল-ফাওয়ানের ফতোয়ার সংক্ষিপ্তসার)
চিত্রটির শিরোনাম: "ইজতিহাদ ও তাকলীদ সম্পর্কে আলিমগণের বক্তব্য" — শাইখ সালিহ আল-ফাওয়ানের ফতোয়া থেকে সংক্ষেপিত:

- ইজতিহাদের দরজা মুসলিম আলিমগণের জন্য উন্মুক্ত — তা ব্যক্তি পর্যায়ে হোক, কিংবা যেমন ফিকহ-পরিষদ বা কমিটি পর্যায়ে হোক; ক্ষেত্রটি বিদ্যমান।
- সব বিষয়ে ফতোয়া একীভূত হওয়া এবং প্রতিটি বিষয় ইজমাসিদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়।
- শাখাগত ও ইজতিহাদি মাসআলাগুলোতে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ পাওয়া গেছে, আর তাঁরা একে অপরকে দোষারোপ করেননি।
- আকীদার বিষয়াবলি ও দ্বীনের মূলনীতিতে মতভেদ জায়েজ নয়।
- মতভেদ ক্ষতিকর নয় — যদি তা কিতাব ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত হয়।

চিত্রের পাদদেশে: "শাইখ খালিদ আল-হিবশীর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট — www.alroqya.com" এবং "«লামসুল মারআহ ফির-রুকইয়াহ» গ্রন্থ থেকে"।

আমরা আরও উল্লেখ করেছি যে, «আল-ফাতাওয়াজ যাহাবিয়া ফির-রুকা আশ-শারইয়াহ» গ্রন্থটি এবং রুকইয়াহ-বিষয়ক অন্যান্য ফতোয়া-সংকলন আরবির পরে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কয়েকটি ভাষাসহ একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে; আরবি ভাষায় তা ১৭ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রচারিত, এবং অধিকাংশ রাকী সেসব ফতোয়া অনুযায়ীই আমল করেছেন।

যেমন ইন্দোনেশিয়ায়: সেখানে আহলুস সুন্নাহ ও বিশুদ্ধ আকীদার অনুসারী রাকীগণ আছেন, যাঁরা নিজেদের রুকইয়াহতে আমাদের আলিমগণের ফতোয়া অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করেছেন। এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হলো শাইখ ইবনে জিবরীনের ফতোয়া — নাফস (ফুঁ দেওয়া) ও মাসহ (হাত বুলানো) জায়েজ হওয়ার বিষয়ে; আর এমন আরও ফতোয়া রয়েছে যেগুলো অনুযায়ী তাঁরা আমল করেন।

চিত্র ৯: নারীর ওপর নাফস ও মাসহ জায়েজ হওয়া-সংক্রান্ত ফতোয়াসমূহের ইন্দোনেশীয় ভাষায় অনুবাদ

চিত্রটিতে ইন্দোনেশীয় ভাষায় প্রকাশিত অনুবাদের অংশ রয়েছে:

"হে মানুষের রব, রোগ দূর করে দিন, আরোগ্য দান করুন; আপনিই তো আরোগ্যদাতা, আপনার আরোগ্য ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই — এমন আরোগ্য যা কোনো ব্যাধি অবশিষ্ট রাখে না।" (বুখারী, কিতাবুল মারদা (৫৬৭৫); মুসলিম, কিতাবুস সালাম (২১৯১))

আর উসমান ইবনে আবিল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেওয়া তাঁর নির্দেশের ভিত্তিতে — যখন তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে যে ব্যথায় ভুগছিলেন সে সম্পর্কে অভিযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন:

صَعَّ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ

"তোমার শরীরের যে স্থানে ব্যথা অনুভব করছ সেখানে তোমার হাত রাখো এবং তিনবার বলো: বিসমিল্লাহ; আর সাতবার বলো: আমি আল্লাহর ও তাঁর কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই অনিষ্ট থেকে, যা আমি অনুভব করছি

ও যার আশঙ্কা করছি।" (মুসলিম, কিতাবুস সালাম (২২০২))

তাঁর এই কাজটি — অর্থাৎ ব্যথার স্থানে হাত রাখা — কি জায়েজ? এক সাহাবীকে বলা তাঁর ﷺ-এর বাণী "তোমার হাত রাখো" থেকে কি এটি বোঝা যায় যে, হাত রাখা আরোগ্যের অন্যতম উপায়? জানা প্রয়োজন যে, এটি বহুবার কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে বহু মানুষকে — পুরুষ ও নারী উভয়কেই — আরোগ্য দান করেছেন।

উত্তর:

এভাবে রুকইয়াহ করতে কোনো অসুবিধা নেই; কেননা কুরআন নিজেই আরোগ্য (ঔষধ), যেমন আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন: "বলুন, 'এ কুরআন মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও আরোগ্য'।" (ফুসসিলাত: ৪৪)

ব্যথার স্থানে হাত রাখা এবং দুআ বা রুকইয়াহ পাঠের পর সামান্য থুতুসহ ফুঁ দিয়ে হাত বুলানোও নিষিদ্ধ নয়। যেমন রুকইয়াহ পাঠ করে তারপর সমস্ত শরীরে ও ব্যথার স্থানে থুতুসহ ফুঁ দেওয়া জায়েজ — পূর্বে উল্লিখিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে। "আল-মাসহ" হলো: দুআ বা রুকইয়াহ পাঠের পর ব্যথার স্থানের ওপর সামান্য ফুঁ দেওয়া, তারপর সেখানে কয়েকবার হাত বুলানো। এরূপ করা আরোগ্যের উপায় এবং আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে তা প্রভাব বিস্তার করে।

(সূত্র: FATWA-FATWA TERKINI, প্রকাশক DARUL HAQ, শাইখ আবদুল্লাহ আল-জিবরীনের ফতোয়া থেকে)

চিত্র ১০: নারীর ওপর নাফস ও মাসহ জায়েজ হওয়া-সংক্রান্ত শাইখ ইবনে জিবরীনের ফতোয়া অনুসরণে ইন্দোনেশিয়ার আহলুস সুন্নাহ রাকীগণ

তাহলে নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার মাধ্যমে বিধানটি ছড়িয়ে পড়ার পরও কি আমরা এসব রাকীকে বলব — "তোমরা হারাম কাজ করছ, তোমরা অপরাধী ও গুনাহগার"? অথচ আমরা তো জেনেছি যে, মুকাল্লিনদের ওপর কোনো দোষ বর্তায় না, যখন সে আহলুল ইলমের বিধান ও তাঁদের সেই ফতোয়াগুলো অনুসরণ করে, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

চিত্র ১১: প্রয়োজনে ও প্রয়োজন ছাড়া চিকিৎসায় নারীকে স্পর্শ করার বিধানসমূহের ব্যাখ্যাচিত্র

চিত্রটির শিরোনাম: "চিকিৎসায় নারীকে স্পর্শ করার বিধানসমূহ"। এর শাখাগুলো:

- প্রয়োজন ছাড়া জায়েজ নয় — দলিল: সেই হাদীস, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (لَا نَأْنِي... يَطْعَنُ أَحَدَكُمْ) হাদীসটি।
- আলিমগণের মতভেদ ও তাকলীদ করার বৈধতা।
- প্রয়োজনে জায়েজ — এর অন্তর্ভুক্ত: রাকী (যার ক্ষেত্রে রুকইয়াহর কাজের সঙ্গে রোগীর চিকিৎসায় উপকারী আরও কিছু কাজ একত্র হতে পারে, যেমন: হিজামার মাধ্যমে চিকিৎসা — ফাসদ (শিরা কেটে রক্তমোক্ষণ) — মৌমাছির হুল প্রয়োগ — দাগ দেওয়া/কাই); হিজামাকারী; কাই-দানকারী; হাড়-জোড়া লাগানো ব্যক্তি; চিকিৎসক; ফিজিওথেরাপিস্ট; মালিশকারী; উদ্ধারকর্মী ও জরুরি বিভাগের কর্মী।

চিত্র ১২: নারীকে রাকীর স্পর্শ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের (দারুরাহ) বিধানের ব্যাখ্যাচিত্র

চিত্রটির শিরোনাম: "নারীকে রাকীর স্পর্শ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের বিধান"। এর তিনটি শাখা:

- নিষেধ — কারণ: চিকিৎসকের কাজের সঙ্গে সাদৃশ্য না থাকা।
- জায়েজ — যদি প্রয়োজন দেখা দেয় (ইবনে বাযের মত)।
- মুজতাহিদ আলিমের তাকলীদ — মতটি গ্রহণ করা হবে, এবং প্রয়োজন নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁদের মতভেদে কোনো প্রতিবাদ করা হবে না।

চিত্র ১২: নারীকে রাকীর স্পর্শ

রাকীর স্পর্শ ও প্রয়োজনের বিধান

নিষেধ

কারণ: চিকিৎসকের কাজের সঙ্গে সাদৃশ্য না থাকা

জায়েজ

যদি প্রয়োজন দেখা দেয়: ইবনে বাযের মত

মুজতাহিদের তাকলীদ

মতটি গ্রহণ; প্রয়োজন নির্ধারণে মতভেদে প্রতিবাদ নয়

নারীকে রাকীর স্পর্শ করা হারাম – পর্দার আড়াল থাকলেও

আমাদের এই যুগের আগে রাকীর নারীকে স্পর্শ করা হারাম — এমন ফতোয়া প্রকাশ পায়নি; এ ফতোয়া দেৱিতে এসেছে, আর তার কারণ হলো যারা রুকইয়াহ করে তাদের কারও কারও সীমালঙ্ঘন — এদের অধিকাংশই প্রকৃত রাকী নন — এবং তাদের অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া; ঠিক যেমন কিছু চিকিৎসকের কাছেও এর চেয়ে খারাপ ঘটনা ঘটেছে।

আর যেখানে বলা হয় যে, নারীকে স্পর্শ করার ক্ষেত্রে রাকীর জন্য প্রয়োজন (দারুরাহ) বলে কিছুই নেই — এমন কথা তো কেউই বলেননি। কেবল রাকীর ক্ষেত্রেই নয়, বরং যেকোনো পুরুষের ক্ষেত্রেও — যে প্রয়োজনের কারণে কোনো নারীকে স্পর্শ করে; তা ডুবে যাওয়া বা আগুন থেকে উদ্ধারের জন্য হোক, কিংবা গাড়ি থেকে পড়ে যাওয়া বা কোনো ক্ষতির আশঙ্কায় হোক, অথবা কোনো

চোর বা আক্রমণকারী নারীকে ধরে ফেলার জন্য হোক — এভাবে আরও যত প্রয়োজন আছে। এমন কথা এ যুগ ছাড়া আমরা আর কখনো শুনিনি।

মূল নীতি তো তা-ই, যা কিতাব ও সুন্নাহতে এসেছে — অর্থাৎ প্রয়োজনসমূহের (দারুরাত) জন্য বৈধতার বিধান রয়েছে, প্রয়োজন যতটুকু দাবি করে ততটুকু অনুযায়ী; প্রয়োজনের বিধানগুলোকে অকার্যকর করে দেওয়া নয়।

রাকীর স্পর্শ নিষেধ করার ফতোয়া

আল-লাজনাতুদ দায়িমার (স্থায়ী ফতোয়া কমিটি) ফতোয়া — তাঁদের ফতোয়ার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো: রুকইয়াহ হচ্ছে পাঠ করা ও ফুঁ দেওয়া; রাকীর স্পর্শ করা কিংবা কাপড় সরিয়ে দেখা শর্ত নয়। আর নারীকে স্পর্শ করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে, এবং রাকীর কাজ চিকিৎসকের কাজ থেকে ভিন্ন। ফতোয়াটি এই:

প্রশ্ন: নারীর দেহে — তার হাতে, কপালে বা ঘাড়ে — সরাসরি, কোনো আড়াল ছাড়া স্পর্শ করা, এই যুক্তিতে যে তার ভেতরে থাকা জিনের ওপর চাপ ও সংকোচন সৃষ্টি করা হবে; বিশেষত এ ধরনের স্পর্শ তো হাসপাতালে চিকিৎসকদের দ্বারাও ঘটে থাকে — এর বিধান কী, এবং এ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক শর্তাবলি (ضوابط) কী?

উত্তর: রাকী যে নারীর ওপর রুকইয়াহ করছে, তার দেহের কোনো অংশ স্পর্শ করা রাকীর জন্য জায়েজ নয়; কারণ এতে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে। বরং সে স্পর্শ ছাড়াই তার ওপর পাঠ করবে। আর রাকীর কাজ ও চিকিৎসকের কাজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; কেননা চিকিৎসক হয়তো সেই স্থানটি স্পর্শ না করে চিকিৎসা করতেই পারে না, যে স্থানটির

চিকিৎসা সে করতে চায় — এর বিপরীতে রাকীর কাজ হলো পাঠ করা ও ফুঁ দেওয়া, যা স্পর্শের ওপর নির্ভরশীল নয়।

[খণ্ড ১/ পৃ. ৯১]

সুতরাং ফতোয়াটি নিষেধের পক্ষে এসেছে — এই কারণে যে, রাকীর কাজ চিকিৎসকের কাজ থেকে ভিন্ন এবং তা পাঠ ও ফুঁ দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ; ফলে এতে প্রয়োজন (দারুরাহ) ও আবশ্যিকতা (হাজাহ) উভয়ই বিলুপ্ত হয়ে যায়। অথচ সঠিক কথা এর বিপরীত, যেমনটি আমি নির্দিষ্ট কয়েকটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করব।

◆ নিষেধের ফতোয়া ও লেখকের জবাব

স্থায়ী কমিটির ফতোয়া	লেখকের মন্তব্য (তঁার নিজস্ব মত)
রাকীর জন্য রোগিণীর দেহের কোনো অংশ স্পর্শ জায়েজ নয়; ফিতনার আশঙ্কা	ফতোয়াটি নিষেধের পক্ষে এসেছে, রাকীর কাজ চিকিৎসকের কাজ থেকে ভিন্ন এই কারণে
রুকইয়াহ হলো পাঠ ও ফুঁ; স্পর্শ বা কাপড় সরিয়ে দেখা শর্ত নয়	এতে প্রয়োজন ও আবশ্যিকতা উভয়ই বিলুপ্ত হয়ে যায়, এই যুক্তিতে
চিকিৎসক স্পর্শ ছাড়া চিকিৎসা করতেই পারেন না	অথচ সঠিক কথা এর বিপরীত

ডান কলামে লেখকের নিজের অভিমত; বাম কলামে কমিটির ফতোয়া

রাকী, চিকিৎসা ও রুকইয়াহ

রুকইয়াহর সংজ্ঞা

ইবনুল আসীর বলেন: "রুকইয়াহ হলো সেই আশ্রয়-প্রার্থনামূলক পাঠ (আউয়াহ), যা দ্বারা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর রুকইয়াহ করা হয় — যেমন জ্বর, মৃগীরোগ এবং এ জাতীয় অন্যান্য ব্যাধি।" [আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস: ২/২৫৪]

রুকইয়াহ শরইয়্যাহর পারিভাষিক অর্থ

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন: "রুকইয়াহ (বহুবচনে রুকা) হলো তাবীজ-অর্থে আশ্রয়-প্রার্থনা (তাউয়), আর ইস্তিরকা হলো রুকইয়াহ চাওয়া; এটি দুআরই একটি প্রকার।

আর এটি প্রাচীন ও আধুনিক সব রোগের একপ্রকার চিকিৎসা; কেননা আল্লাহর কালামে রয়েছে সব রোগ ও ব্যাধি থেকে পূর্ণ আরোগ্য।" [মাজমুউল ফাতাওয়া: ১/১৮২, ৩২৮ — ১০/১৯৫]

রাকীর কাজসমূহ

আমাদের অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে নিতে হবে — তা হলো, "রাকী"-র সংজ্ঞা এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়। তাঁদের কেউ কেউ নিজের কাজকে কেবল পাঠ ও ফুঁ দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন; আবার কেউ কেউ এর চেয়েও বিস্তৃত করেছেন — উল্লিখিত বিষয়ের অতিরিক্ত যা যা রাকীর প্রয়োজন হয় সেসব পর্যন্ত: চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দেওয়া, শারীরিক উপাদানের (আখলাত) বিকৃতিজনিত মৃগীরোগীর সঙ্গে আচরণ, জিন-আক্রান্ত মৃগীরোগীর সঙ্গে আচরণ, এবং যাদুগ্রস্ত, জিন-স্পর্শপ্রাপ্ত ও উন্মাদ রোগীর সঙ্গে আচরণ — যেমনটি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগেই চিকিৎসকের অবস্থা।

প্রাচীনকালে চিকিৎসক নারীদের প্রসব করানো ও তাদের সতর দেখার কাজে বিশেষায়িত ছিলেন না; বরং প্রসব করানো ছিল নারীদেরই বিশেষ কাজ। কিন্তু প্রয়োজন, চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রগতি ও রোগের আধিক্য এর দিকে ডেকে এনেছে।

তেমনিভাবে প্রাচীনকালে রাকীর কাজও ছিল কেবল তার পাঠ ও ফুঁ দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ — কারণ তখন রোগ, যাদু এবং মৃগী ও স্পর্শের মাধ্যমে শয়তানি আধিপত্য কম ছিল।

রাকীর কাজ ও চিকিৎসকের কাজ

প্রথমত: চিকিৎসাবিদ্যা ও চিকিৎসকের কাজ

■ প্রাচীনকালের চিকিৎসাবিদ্যা: ইসলামের পূর্বে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে।

সে যুগে চিকিৎসকের কাজের অধিকাংশই ছিল ভেষজ দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দেওয়া, ভাঙা হাড় জোড়া লাগানো — এমন ব্যক্তিকে বলা হতো "মুজাব্বির", চোখে ঔষধ প্রয়োগ করা — এমন ব্যক্তিকে বলা হতো "কাহহাল", এবং ক্ষত ইত্যাদির চিকিৎসা করা। আজ আমরা যেমন দেখি তেমন অস্ত্রোপচার তখন ছিল না — কেবল অঙ্গচ্ছেদ ও এ জাতীয় কিছু ছাড়া।

■ আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা:

অবস্থা আর আগের মতো সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং আজ আমরা দেখছি চিকিৎসক নারীদের প্রসব করাচ্ছেন এবং তাদের লজ্জাস্থান, বক্ষ ও দাঁত পরীক্ষা করছেন; তাঁর কাজের পরিধি এতটাই বিস্তৃত হয়েছে যে তিনি চিকিৎসা-মালিশের (টিক্সি ম্যাসাজ) মাধ্যমেও চিকিৎসা করছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেক অস্ত্রোপচারের সময় নারীর সম্পূর্ণ দেহ উন্মোচিত হওয়া — বিশেষত অ্যানেস্থেশিয়া কক্ষে যা ঘটে; আরও রয়েছে কসমেটিক (সৌন্দর্যবর্ধক) অস্ত্রোপচারে ঘটে চলা বাড়াবাড়ি, যেগুলো নিছক বিলাসিতার অন্তর্ভুক্ত — যেমন বক্ষ ও নিতম্ব বড় করা এবং

মেদ কমানোর অস্ত্রোপচার। আমি সেই ব্যক্তির কথা বলছি না, যার ওজন ২০০ কেজিতে পৌঁছেছে; বরং এমন বহু অস্ত্রোপচারের কথা বলছি যেগুলোতে নারীর দেহ উন্মোচিত হয়, অথচ তার প্রকৃত চিকিৎসা হলো পথ্য (ডায়েট) মেনে চলা কিংবা ব্যায়াম বা চলাফেরা করা ইত্যাদি — ওইসব অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছাড়াই।

প্রকৃতপক্ষে, চিকিৎসাক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটছে, রোগ ও দুর্ঘটনার যে বৃদ্ধি ঘটছে এবং আজ আমরা যেসব বিষয়ে শুনছি — এসব কিছুই পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণির চিকিৎসক ও সার্জনের অস্তিত্বকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। কিন্তু আহলুল ইলমের ফতোয়াগুলোর সামনে একটু থামা দরকার, যাতে আমরা জানতে পারি যে প্রয়োজন (দারুরাহ) নিষিদ্ধ বিষয়টিকে বৈধ করে দিয়েছে — অর্থাৎ চিকিৎসক কর্তৃক নারীর চিকিৎসা।

চিকিৎসা-বিষয়ক ফতোয়াসমূহ

প্রথম ফতোয়া: পুরুষদের জন্য স্ত্রীরোগবিদ্যা পাঠ এবং একে অপরের দেহ পরীক্ষা করা

প্রশ্ন: আমি মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্র। আগামী বছর ইনশাআল্লাহ আমাদের জন্য "স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা" বিষয়টি পাঠ্য হিসেবে নির্ধারিত হবে। এ প্রেক্ষিতে আমি নিম্নোক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি: (পৃষ্ঠা নং: ২৪১) ক- যে ব্যবহারিক পাঠে সম্ভবত নারীর দেহ উন্মোচিত হবে, তাতে উপস্থিত থাকা কি আমার জন্য জায়েজ? খ- পুরুষ চিকিৎসকের জন্য কি স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হওয়া জায়েজ, নাকি তা কেবল নারী চিকিৎসকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? গ- স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা ছাড়া অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত নারীর জন্য কি চক্ষু-চিকিৎসক অথবা নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া জায়েজ — যেখানে জানা আছে যে এসব শাখায় নারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও বিদ্যমান? ঘ- নারী চিকিৎসকের জন্য কি পুরুষ রোগীকে পরীক্ষা করা জায়েজ?

উত্তর:

ক, খ - যদি স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ নারীর সংখ্যা যথেষ্ট থাকে, তবে বিষয়টি তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে; তোমার জন্য এ বিষয়ে পড়া জায়েজ হবে না, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর সতরের ওপর দৃষ্টি দেওয়াও জায়েজ হবে না — না তার দেহ পরীক্ষার ক্ষেত্রে, না তার অস্ত্রোপচার সম্পাদনের ক্ষেত্রে। আর যদি নারীদের মধ্যে যাঁরা স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ, তাঁরা এ ক্ষেত্রের দায়িত্ব পালনের জন্য যথেষ্ট না হন এবং মুসলিমদের প্রয়োজন এ বিষয়ে তোমার বিশেষজ্ঞ হওয়ার দাবি করে, তবে তোমার জন্য এ বিষয়ে পড়া জায়েজ হবে; এবং পরীক্ষা বা অস্ত্রোপচার সম্পাদনের জন্য নারীর দেহের যতটুকু উন্মোচন করা প্রয়োজন, ততটুকু দেখার অনুমতি তোমাকে দেওয়া হবে।

গ - কোনো নারীর পক্ষে যদি তার রোগের ধরন সম্পর্কে অভিজ্ঞ নারী চিকিৎসকের দ্বারা রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা করানো সহজলভ্য হয়, তবে পুরুষ চিকিৎসকের কাছে তার দেহ পরীক্ষা করানো বা চিকিৎসা নেওয়া জায়েজ হবে না; অন্যথায় তা তার জন্য জায়েজ। ঘ - প্রয়োজন দেখা দিলে এবং পুরুষদের মধ্য থেকে এ কাজ সম্পাদনকারী কাউকে না পাওয়া গেলে, নারী চিকিৎসকের জন্য পুরুষ রোগীকে পরীক্ষা ও চিকিৎসা করা জায়েজ; অন্যথায় তা নিষিদ্ধ এবং কোনো পুরুষ চিকিৎসকেরই তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া নির্দিষ্ট হবে।

❖ চিকিৎসা-বিষয়ক প্রথম ফতোয়া

প্রশ্ন	স্থায়ী কমিটির উত্তর
স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা পড়া এবং দেহ দেখা	নারী বিশেষজ্ঞ যথেষ্ট হলে জায়েজ নয়; যথেষ্ট না হলে প্রয়োজন-পরিমাণ জায়েজ
নারী রোগীর পুরুষ চিকিৎসকের কাছে যাওয়া	অভিজ্ঞ নারী চিকিৎসক সহজলভ্য হলে জায়েজ নয়; অন্যথায় জায়েজ
নারী চিকিৎসকের পুরুষ রোগী পরীক্ষা	প্রয়োজন হলে ও পুরুষ না পাওয়া গেলে জায়েজ; অন্যথায় নিষিদ্ধ

আল-লাজনাতুদ দায়িমা লিল-বুহুসিল ইলমিয়াহ ওয়াল-ইফতা (বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি) সভাপতি: আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায — কমিটির সভাপতি: আবদুর রায়যাক আফীফী কমিটির সদস্যবৃন্দ: আবদুল্লাহ ইবনে কুউদ — আবদুল্লাহ ইবনে গুদাইয়ান

দ্বিতীয় ফতোয়া: কাফির চিকিৎসকের কাছে নারীর চিকিৎসা নেওয়া ও তার দেহ পরীক্ষা করানোর বৈধতা

ফতোয়া নম্বর: ৩২০১ — তারিখ: ১/৯/১৪০০ হিজরি

প্রশ্ন: কোনো পুরুষের জন্য কি তার স্ত্রীকে মুসলিম বা কাফির চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া জায়েজ — যাতে সে তার চিকিৎসা করে ও তাকে এমনভাবে পরীক্ষা করে যে তার লজ্জাস্থান পর্যন্ত দেখে ফেলে? জানা থাকা দরকার যে, কিছু মানুষ নিজেদের কন্যাদের চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে যায় যাতে তাদেরও এভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং তাদের কুমারীত্বের সনদ দেওয়া হয়; বিয়ের সময় ঘনি়ে এলেই তারা এটি করে থাকে।

উত্তর: কোনো মুসলিম নারী চিকিৎসকের কাছে ওই নারীর দেহ পরীক্ষা ও চিকিৎসা সহজলভ্য হলে, কোনো পুরুষ চিকিৎসকের জন্য তার দেহ পরীক্ষা করা ও চিকিৎসা করা জায়েজ নয় — সে চিকিৎসক মুসলিম হলেও। আর যদি তা সহজলভ্য না হয় এবং চিকিৎসার জন্য নিরুপায় হয়ে পড়ে, তবে তার স্বামী কিংবা তার কোনো মাহরামের উপস্থিতিতে মুসলিম চিকিৎসকের তার দেহ পরীক্ষা করা জায়েজ — ফিতনার আশঙ্কায় কিংবা এমন কিছু ঘটে যাওয়ার আশঙ্কায় যার

পরিণাম প্রশংসনীয় নয়। আর যদি মুসলিম চিকিৎসক সহজলভ্য না হয়, তবে উপরোক্ত শর্তসাপেক্ষে কাফির চিকিৎসকও (চলবে)।

◆ ফতোয়া নম্বর ৩২০১: ক্রম

- ১ মুসলিম নারী চিকিৎসক সহজলভ্য
পুরুষ চিকিৎসকের জন্য জায়েজ নয়, মুসলিম হলেও
- ২ সহজলভ্য নয়, নিরুপায় অবস্থা
মুসলিম চিকিৎসক, স্বামী বা মাহরামের উপস্থিতিতে
- ৩ মুসলিম চিকিৎসকও সহজলভ্য নয়
কাফির চিকিৎসকও, একই শর্তে

আল-লাজনাতুদ দায়িমা: সভাপতি: আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায — কমিটির সভাপতি: আবদুর রায়যাক আফীফী কমিটির সদস্যবৃন্দ: আবদুল্লাহ ইবনে কুউদ — আবদুল্লাহ ইবনে গুদাইয়ান

চিত্র ১৩: কাফির চিকিৎসকের কাছে নারীর চিকিৎসা নেওয়া ও তার দেহ পরীক্ষা করানোর বৈধতা-সংক্রান্ত ফতোয়া

চিত্রে মূল ফতোয়ার স্ক্রিনশটে রয়েছে: "সপ্তম প্রশ্ন" শিরোনামে উপরোক্ত প্রশ্ন ও উত্তর, তারপর "ওয়া সালামুহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সালাম"। এরপর "আল-লাজনাতুদ দায়িমা লিল-বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল-ইফতা" এবং স্বাক্ষরসমূহ — সদস্য: আবদুল্লাহ ইবনে কুউদ; সদস্য: আবদুল্লাহ ইবনে গুদাইয়ান; কমিটির উপ-সভাপতি: আবদুর রায়যাক আফীফী; সভাপতি: আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায।

এই ফতোয়াটি আমি কেবল এ কারণেই উল্লেখ করেছি, যাতে আহলুল ইলম, ফতোয়া ও ইজতিহাদের অধিকারীগণ যে সিদ্ধান্ত দেন তার সামনে আমরা আদবের সঙ্গে থামি; কেননা তাঁরাই পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারী (মুওয়াক্কিউন)। আর আমি জানি, এই ফতোয়া যদি অন্য কোনো স্থান বা অন্য কোনো দেশ থেকে জারি হতো, তবে বহু মানুষ এর সামনে থমকে দাঁড়াত, আর তা প্রত্যাখ্যান ও ফাসিক আখ্যা দেওয়ার ঝড়ের মুখে পড়ত; কিন্তু এটি জারি হয়েছে আল-লাজনাতুদ দায়িমা ও তার সদস্যগণের পক্ষ থেকে, আর তাঁরা ফতোয়া দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি।

উদাহরণস্বরূপ — আপনি কিংবা আমি কি এতে সন্তুষ্ট হব যে, আমরা আমাদের কন্যাদের এমন কারও কাছে নিয়ে যাব, যে তার লজ্জাস্থান দেখবে, যাতে সে তাকে কুমারী হওয়ার সনদ দেয় বিয়ের জন্য?! অবশ্যই না; বরং আমরা হয়তো এটাই মেনে নেব যে সে যেমন আছে তেমনই বিয়ে ছাড়া বসে থাকুক, এর চেয়ে যে কোনো মুসলিম বা কাফিরের কাছ থেকে সে কুমারী হওয়ার সাক্ষ্যসনদ নেবে। কিন্তু আল-লাজনাতুদ দায়িমা মনে করেছেন যে এটি প্রয়োজনের (দারুরাহ) অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং প্রয়োজন নির্ধারণ করবেন আলিমগণই।

◆ এক নজরে

- ★ ফাওয়ান: ইজতিহাদের দরজা খোলা; সব বিষয়ে ফতোয়া এক হওয়া সম্ভব নয়
- ★ সাহাবীগণ ইজতিহাদি মাসআলায় মতভেদ করেও একে অপরকে দোষারোপ করেননি
- ★ স্থায়ী কমিটির ফতোয়া: রাকীর রোগিণীর দেহ স্পর্শ জায়েজ নয়
- ★ লেখকের মত: এ ফতোয়ায় প্রয়োজন ও আবশ্যিকতা বিলুপ্ত হয়ে যায়; সঠিক কথা এর বিপরীত
- ★ চিকিৎসক প্রসঙ্গে একই কমিটির ফতোয়া: নারী চিকিৎসক সহজলভ্য না হলে পুরুষ চিকিৎসক জায়েজ
- ★ মুকাল্লিদেব ওপর কোনো দোষ নেই, যখন সে আহলুল ইলমের ফতোয়া অনুসরণ করে

◆ যাচাই করুন

1. শাখাগত মাসআলায় সাহাবীগণের মতভেদ সম্পর্কে ফাওয়ান কী বলেছেন?

ক. তাঁরা একে অপরকে দোষারোপ করেছেন

খ. তাঁরা একে অপরকে দোষারোপ করেননি

2. ফাওয়ানের মতে কোন বিষয়ে মতভেদ জায়েজ নয়?

ক. ফিকহি শাখাগত মাসআলা

খ. আকীদার বিষয়াবলি ও দ্বীনের মূলনীতি

3. স্থায়ী কমিটির ফতোয়ায় রাকী ও চিকিৎসকের কাজের পার্থক্য কী?

ক. রাকীর কাজ চিকিৎসকের মতোই

খ. রাকীর কাজ পাঠ ও ফুঁ, যা স্পর্শনির্ভর নয়

4. নারীর জন্য অভিজ্ঞ নারী চিকিৎসক সহজলভ্য হলে স্থায়ী কমিটির উত্তর কী?

ক. পুরুষ চিকিৎসকের কাছে যাওয়া জায়েজ নয়

খ. যেকোনো পুরুষের কাছে জায়েজ

5. ফতোয়া নম্বর ৩২০১-এ মুসলিম চিকিৎসকও সহজলভ্য না হলে কী বলা হয়েছে?

ক. তা কখনোই জায়েজ নয়

খ. কাফির চিকিৎসকও, শর্তসাপেক্ষে

6. লেখক ওই ফতোয়া কেন উল্লেখ করেছেন?

ক. ফতোয়াটি খণ্ডন করার জন্য

খ. আহলুল ইলমের সিদ্ধান্তের সামনে আদবের সঙ্গে থামার জন্য

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-ক, ৫-খ, ৬-খ

দ্বিতীয়ত: রাকীর কাজ

■ প্রাচীনকালে রাকীর কাজ:

রাকীগণের কাজ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু বর্ণিত হয়নি; কেননা যাদুকর, গণক ও কিছু চিকিৎসাকারীই তখন অগ্রভাগে ছিল। এ কারণেই আমাদের রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন; তিনি তাতে বলেছেন:

اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

"তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো; রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে।" [সহীহ মুসলিম]

টীকা

১. দ্রষ্টব্য: <http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13198>

অধ্যায় ৫ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৬

রাকীর কর্মপরিধি ও চিকিৎসাক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন

এমনকি সাহাবীগণও রুকইয়াহ সম্পর্কে জানতেন না — এতটাই যে, সূরা ফাতিহা দিয়ে রুকইয়াহর হাদীসটিকে রুকইয়াহ-সংক্রান্ত অধিকাংশ ফতোয়া ও মাসআলার শীর্ষে স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে যুগে রাকীই ছিলেন চিকিৎসক; তিনি বদনজর ও হাসাদ থেকে, বিচ্ছু ও সাপ থেকে এবং নানা রোগ থেকে রুকইয়াহ করতেন — প্রত্যেকে নিজ নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী। বরং তাঁদের কেউ কেউ নিজের রুকইয়াহকে কেবল বিচ্ছু কিংবা বদনজরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে:

لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُصَّةٍ

"বদনজর কিংবা বিষধরের দংশন ছাড়া (অন্য কিছুতে) রুকইয়াহ নেই।" [আবু দাউদ]

অর্থাৎ রুকইয়াহ সবচেয়ে বেশি যেসব বিষয়ে করা হতো তা হলো বদনজরের ব্যাপার, বিষধর প্রাণী, যা জ্বর ডেকে আনে, এবং নামলা (ক্ষত-ঘা)।

আধুনিক যুগে রাকীর কাজ

এ যুগে রাকীর কাজ বিকশিত হয়েছে, আর তাঁরা কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত:

প্রথম শ্রেণি: কেবল রুকইয়াহর জন্যই নিজেকে নিবেদিত করেছেন এবং কুরআন, তেল, পানি, মধু ও উপদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণি: রুকইয়াহর সঙ্গে সমন্বয় করেছেন — হিজামা অধ্যয়ন ও শিক্ষা করেছেন এবং মনোবিজ্ঞান ও ভেষজবিদ্যার মূলনীতি শিখেছেন।

তৃতীয় শ্রেণি: রুকইয়াহর জন্য নিজেকে নিবেদিত করেছেন এবং রোগীদের উপকারে আসে এমন সবকিছুর জন্যও — রোগ আত্মিক হোক কিংবা দৈহিক — কেস অধ্যয়ন ও সেগুলোর অনুসরণ, এমনকি হাসপাতালেও; দৈহিক রোগসমূহের উপর কুরআনের প্রভাব এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে অংশগ্রহণ।

চিত্র ১৪: প্রাচীন ও আধুনিক যুগে রাকীর কাজ ও তাঁদের শ্রেণিবিভাগের ব্যাখ্যা

রাকীর কাজ (প্রাচীন ও আধুনিক):

- প্রাচীনকালে: রাকী ও চিকিৎসক [একই ব্যক্তি]।
- আধুনিককাল — প্রথম শ্রেণি: কুরআন ও দুআ দ্বারা রুকইয়াহ; তেল, পানি ও মধু; উপদেশ প্রদান।
- আধুনিককাল — দ্বিতীয় শ্রেণি: কুরআন ও দুআ দ্বারা রুকইয়াহ; হিজামা অধ্যয়ন ও শিক্ষা; মনোবিজ্ঞান ও ভেষজবিদ্যার মূলনীতি শিক্ষা।
- আধুনিককাল — তৃতীয় শ্রেণি: কুরআন ও দুআ দ্বারা রুকইয়াহ; রোগভেদে রোগীদের যা কিছু উপকারে আসে তার সবকিছু; কেস অধ্যয়ন ও হাসপাতাল পর্যন্ত সেগুলোর অনুসরণ; দৈহিক রোগে কুরআনের প্রভাব এবং

চিকিৎসকদের সঙ্গে অংশগ্রহণ।

◆ আধুনিক যুগে রাকীর তিন শ্রেণি

রাকীর কাজ: প্রাচীন ও আধুনিক

প্রাচীনকালে

রাকী ও চিকিৎসক একই ব্যক্তি

প্রথম শ্রেণি

কুরআন, তেল, পানি, মধু ও উপদেশ

দ্বিতীয় শ্রেণি

রুকইয়াহর সঙ্গে হিজামা এবং
মনোবিজ্ঞান ও ভেষজবিদ্যার মূলনীতি

তৃতীয় শ্রেণি

রোগীর উপকারী সবকিছু: কেস অধ্যয়ন,
হাসপাতাল পর্যন্ত

রাকীর কাজ সম্পর্কে একটি বাস্তবসম্মত ও ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি

প্রতিদিনই চিকিৎসাবিদ্যা এগিয়ে যাচ্ছে ও বিকশিত হচ্ছে — বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক তৈরিতে যে মনোযোগ দিচ্ছে সেদিক থেকে, তার সঙ্গে যন্ত্রপাতি ও উপকরণের উন্নতি, চিকিৎসাসংক্রান্ত আবিষ্কার, গবেষণা ও অধ্যয়ন এবং অন্যান্য বিষয় তো আছেই। আর এই অগ্রগতি এবং আমরা যেসব রোগের কথা শুনতে পাই সেগুলোর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীর চিকিৎসা পুরুষের হাতে হওয়ার প্রয়োজনগুলো প্রায় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে — এমনকি নারী চিকিৎসাকর্মী থাকা সত্ত্বেও।

বিপরীতে আমরা দেখি না যে, রাকী কোনো উন্নয়ন, পৃষ্ঠপোষকতা বা শিক্ষার সামান্যতম ভাগ পেয়েছেন; বরং এ বিষয়ে গবেষণা, শিক্ষা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগটুকুও তাঁর জন্য রাখা হয়নি — অথচ বাস্তবতা সাক্ষ্য দেয় এমন সব ঘটনার, যেগুলো থেকে চিকিৎসকরা নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন, বরং সেগুলোর ব্যাপারে মৃত্যু ও তার সময়সীমা পর্যন্ত ঘোষণা করে দিয়েছিলেন — "সে এক মাস পরে বা কয়েক দিনের মধ্যে মারা যাবে" — অতঃপর বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সে রুকইয়াহ দ্বারা আরোগ্য লাভ করেছে।

কেননা যেসব চিকিৎসকের জন্য প্রয়োজনের খাতিরে নারীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বৈধ করা হয়েছে — এমনকি প্রয়োজনের খাতিরে সতর উন্মোচন করাও তাঁদের জন্য সম্ভব করে দেওয়া হয়েছে — সেখানে [রুকইয়াহর ক্ষেত্রে] কষ্ট ও আক্রান্ত হওয়াটা ছিল বদনজর, জিনের স্পর্শ কিংবা মৃগীর কারণে। সুতরাং প্রয়োজনের অবস্থায় চিকিৎসকের জন্য যদি যেকোনো কিছু করা বৈধ হয়, তবে এ কি যুক্তিসংগত যে, এ ক্ষেত্রে গবেষণারত ও আগ্রহী রাকীর এর থেকে কোনো অংশ থাকবে না!!

আমরা তো পূর্ববর্তী কোনো কোনো আলিমের ফতোয়ায় এমন কত কিছু পড়েছি ও অধ্যয়ন করেছি, সে যুগে যেসব অনুমানভিত্তিক ফতোয়ার কোনো প্রয়োজনই ছিল না; আর এ ধরনের যা কিছু লেখা ও উপস্থাপন করা হয়েছে তার অধিকাংশই ছিল হানাফীদের কোনো কোনো ফতোয়ায়। অতঃপর আমরা দেখতে পেলাম এমন বহু মাসআলা, যেগুলো পরবর্তী যুগগুলোতে এবং আমাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত নতুন করে দেখা দিয়েছে, যেখানে আলিম ও মুফতিগণকে সেসব বক্তব্যের কোনো কোনোটির দিকে ফিরে যেতে ও সেগুলো গ্রহণ করতে হয়েছে — যেসব বক্তব্য সে যুগের শ্রেষ্ঠ আলিমদের ইজতিহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তাই.. আমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, রুকইয়াহ শরইয়াহ ও রাকীর কাজ সম্পর্কে আমাদের একটি ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে এবং মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তা নিয়ন্ত্রিত করা হবে — বিশেষত যখন আমরা আরোগ্যের ফলাফল স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাচ্ছি।

আমরা পাশ্চাত্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি — চিকিৎসার দিকটিতে তাদের মনোযোগ কেমন ছিল, সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং সেগুলোর উন্নয়ন তারা এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যা বুদ্ধির ধারণাকেও ছাড়িয়ে যায়; তা সত্ত্বেও তারা ক্রমে ক্রমে পেছনের দিকে ফিরতে শুরু করেছে — সেদিকে, আমরা মুসলিমরা যা দিয়ে চিকিৎসা করতাম। আর দুঃখজনক যে, আমরা তা ছেড়ে দিয়েছি এবং উন্নতি ও নতুনত্বের পেছনে হাঁপাতে শুরু করেছি। পাশ্চাত্য এখন [প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন]-এর ডাক দিচ্ছে; এই জ্ঞানটিই তারা চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রচার করছে বিকল্প ও সম্পূরক চিকিৎসা নামে, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বল্ স্বাস্থ্যগত ও চিকিৎসাগত চর্চা, প্রাকৃতিক উৎপাদন, চীনা চিকিৎসা, হিজামা, ভেষজ, খনিজ দ্বারা চিকিৎসা, মধু, কাদামাটি, ব্যায়াম ও আরও অনেক কিছু। তারা এ বিষয়ে এত ব্যাপকভাবে অগ্রসর হয়েছে যে, মানুষের সর্বশেষ ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছে ডাক্তারের কাছে যাওয়া ও অস্ত্রোপচার করানো। অথচ তারা যেসবের ডাক দিচ্ছে তার অধিকাংশেরই ভিত্তি আমরা মুস্তফা ﷺ-এর সুন্নাহতেই পাই এবং নববী চিকিৎসায় তা দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। বিপরীতে রুকইয়াহ ও রাকীগণকে অবহেলা করা হয়েছে; অথচ অবশ্যই সেই দিন আসবে যেদিন মানুষ তার দিকেই ফিরবে — এমনকি কুফরি দেশগুলোতেও। আর এটি ঘটেছে

ইহুদিদের ক্ষেত্রে — মুসলিমদের হাতে কুরআন দিয়ে তাদের রুকইয়াহ করা হচ্ছে; এই যে ফিলিস্তিনের এক রাকী দুজন ইহুদি র‍্যাবাইয়ের রুকইয়াহ করছেন! এ ব্যাপারে ঘটনা অনেক।(১)

সদ্য যারাই – নিষিদ্ধের পথ রুদ্ধ করা (سَدُّ الدَّرَائِعِ)

আমরা দেখতে পাই, রাকীর ব্যাপারে কেউ কেউ স্পর্শ ও অন্যান্য বিষয় নিষিদ্ধ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন সদ্য যারাইয়ের ভিত্তিতে; অথচ চিকিৎসাশাস্ত্র ও তার লোকদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই যুক্তিতে অনুরূপ নিষেধাজ্ঞার ফতোয়া দেওয়া অধিকতর যুক্তিসংগত ছিল — সমতা ও সামঞ্জস্যের বিচারে, কেননা রাকীদের চেয়ে চিকিৎসকদের কাছে আমরা যত সীমালঙ্ঘন দেখতে পাই তা অনেক বেশি। এ বিষয়ে আমি কিছুটা ব্যাখ্যা দেব।

আলিমগণ চিকিৎসকের জন্য প্রয়োজনের অবস্থায় নারীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা বৈধ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের [চিকিৎসকদের] কাছে প্রয়োজনের নির্ধারণ আলিমগণ যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার থেকে ভিন্ন, আর তাঁরা এতে অনেক বেশি সীমালঙ্ঘন করেছেন।

নারীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে আলিমগণের নির্ধারিত প্রয়োজনের অবস্থাগুলো:

1. যোগ্যতাসম্পন্ন নারী চিকিৎসক না থাকা।
2. প্রয়োজন-পরিমাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।
3. আবরণ ছাড়া স্পর্শ না করা — আর চিকিৎসা-দস্তানা দিয়ে এটি সহজ।
4. নির্জনতা না হওয়া এবং মাহরামের উপস্থিতি।
5. দৃষ্টিতে সীমালঙ্ঘন না করা। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: (يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى) — "হে আলী! এক দৃষ্টির পেছনে আরেক দৃষ্টি লাগিয়ে না; কেননা প্রথমটি তোমার জন্য (ক্ষমায়োগ্য), কিন্তু পরেরটি তোমার জন্য নয়।" [তিরমিযী বর্ণনা করেছেন: ২৭০১] আর এটি [সহীহুল জামি: ৭৯৫৩]-এ রয়েছে।
6. আল্লাহকে ভয় করা এবং চিকিৎসা-পেশার প্রতি সম্মান রাখা।

চিত্র ১৫: নারীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে আলিমগণের নির্ধারিত প্রয়োজনের অবস্থাসমূহের ব্যাখ্যা — যোগ্যতাসম্পন্ন নারী চিকিৎসক না থাকা; প্রয়োজন-পরিমাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা; আবরণ ছাড়া স্পর্শ না করা (চিকিৎসা-দস্তানা); নির্জনতা না হওয়া ও মাহরামের উপস্থিতি; দৃষ্টিতে সীমালঙ্ঘন না করা; আল্লাহকে ভয় করা ও চিকিৎসা-পেশার প্রতি সম্মান।

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, তাঁরা এই প্রয়োজনের সীমাগুলো লঙ্ঘন করেছেন। আমি এমন কিছু সীমালঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করব যা আমরা দেখতে পাই এবং যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন এক স্বাভাবিক ব্যাপার — হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে সবার সামনে প্রতিদিন ঘটে চলেছে, বিরল কিছু ক্ষেত্র ছাড়া:

১। যোগ্যতাসম্পন্ন নারী চিকিৎসক না থাকা — নারী চিকিৎসক হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু বিষয়টি এমন যে তা বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ পুরুষ চিকিৎসককে দাবি করে, যখন ক্ষতিটি নিশ্চিত হয় এবং তা মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে, কিংবা নিশ্চিত বা প্রবল-ধারণাভিত্তিক ক্ষতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এমন চিকিৎসক আপনি পাবেন না যিনি সংযম দেখিয়ে রোগিনীকে বলবেন: "আপনার অবস্থা কোনো পুরুষকে দাবি করে না, একজন সাধারণ নারী চিকিৎসকই যথেষ্ট; বরং এতে বিশেষজ্ঞ নারী চিকিৎসকেরও দরকার নেই।" বরং আপনি তাঁকে দেখবেন, যে-ই তাঁর কাছে প্রবেশ করে তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন — সিরিয়াল নম্বর অনুযায়ী হোক কিংবা অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী; কারণ তিনি একটি দায়িত্ব ও কাজ পালন করছেন এবং হাসপাতাল বা ক্লিনিকের নিয়ম অনুসারে চলছেন। ২। প্রয়োজন-পরিমাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা — কারও কাছেই অস্পষ্ট নয় যে, নারীদের সতর ঢেকে রাখা সর্বাধিক ওয়াজিব কর্তব্যগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কোনো নারীর জন্য বৈধ নয় যে সে তার সতরের সামান্যতম অংশও কোনো গায়রে মাহরামের সামনে উন্মোচন করবে, তবে জরুরি প্রয়োজন — যেমন চিকিৎসা ইত্যাদি — ছাড়া। [তাবয়ীনুল হাকাইক শারহ কানযিদ দাকাইক]

আর আলিমগণ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, চিকিৎসকের কর্তব্য হলো কেবল ব্যথার স্থানটুকু উন্মোচন করা, পুরো শরীর নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখন ব্যথার এলাকার চেয়ে বড় পরিসর উন্মোচন করা হয়, যা কখনো শরীরের অধিকাংশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় — বিশেষত অ্যানেসথেসিয়ার ক্ষেত্রে, তেমনি কিছু অস্ত্রোপচারে, বরং এমন সহজতম অস্ত্রোপচারেও যেগুলো উন্মোচন দাবিই করে না।

আর ছবিটি এর কিছুটা স্পষ্ট করে তোলে।

চিত্র ১৬: কর্মচর্চার সময় কোনো কোনো চিকিৎসকের সীমালঙ্ঘন

৩। আবরণ ছাড়া স্পর্শ না করা — চিকিৎসা-দস্তানা ব্যবহার করলে এটি সহজ; কিন্তু কে এটি মেনে চলে, বিশেষত সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে? আর এই আবরণটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরা হয় জীবাণুমুক্তকরণের জন্য ও জীবাণুর ভয়ে, ফতোয়া ও তাকওয়ার জন্য নয়।

৪। নির্জনতা না হওয়া ও মাহরামের উপস্থিতি — বাস্তব অবস্থা আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয় যে, ৭০-৮০% হারে নির্জনতা ঘটে যায়। এমনকি যদি বলা হয় যে কক্ষে একজন নার্স রয়েছেন, তবু তিনি কাগজপত্র দিতে কিংবা নথিভুক্ত করতে বেরিয়ে যান; বরং কখনো কখনো নার্সই থাকেন না।

৫। দৃষ্টিতে সীমালঙ্ঘন না করা — হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: (يَا عَلِيُّ لَا تُبْغِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى) — "হে আলী! এক দৃষ্টির পেছনে আরেক দৃষ্টি লাগিয়ে না; কেননা প্রথমটি তোমার জন্য, কিন্তু পরেরটি তোমার জন্য নয়।" [তিরমিযী বর্ণনা করেছেন: ২৭০১] আর এটি [সহীহুল জামি: ৭৯৫৩]-এ রয়েছে। বরং রোগের স্থানের দিকে তাকানোও হারাম, যদি কেবল জিজ্ঞাসা করাই যথেষ্ট হয়, কিংবা এক্স-রে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাই যথেষ্ট হয়, তেমনি কথাবার্তার ক্ষেত্রেও; কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয়।

৬। আল্লাহকে ভয় করা ও চিকিৎসা-পেশার প্রতি সম্মান রাখা — এ কারণেই চিকিৎসকের বর্ণনায় এসেছে: নারীর চিকিৎসা করানো বৈধ, এবং তার চিকিৎসা এমন পুরুষের হাতে হবে যাঁর আমানতদারি, দীনদারি ও নারীদের সম্মান রক্ষায় সংযমের উপর আস্থা রাখা যায়।

আর যে হাজ্জাম (শিক্ষা লাগানোর কারিগর) নারীদের চিকিৎসা করে, তার ক্ষেত্রে সতর্কতা এই যে সে হবে নির্ভরযোগ্য, আমানতদার ও পরহেজগার; কারণ সে নারীর এমন অংশ উন্মোচন করে, এই জরুরি প্রয়োজন ছাড়া যা উন্মোচন করা তার জন্য হারাম। সুতরাং ধ্বংসাত্মক নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে তার তাকওয়া ছাড়া আর কিছুই তাকে আটকাতে পারে না; আর এ কারণেও যে, নারীর সতর সেই আমানতসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর হেফাজত ও সংরক্ষণ ওয়াজিব এবং জোরালোভাবে দাবিকৃত, আর এ কাজের যোগ্য কেবল বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরাই। ঈমানদার নারী কি বলেননি:

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾

"নিশ্চয়ই আপনি যাকে মজুর নিয়োগ করবেন তাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই, যে শক্তিশালী ও আমানতদার।"
[আল-কাসাস: ২৬](২)

◆ নারীর পরীক্ষায় চিকিৎসকের শর্ত ও লেখকের পর্যবেক্ষণ

আলিমদের নির্ধারিত শর্ত	লেখকের পর্যবেক্ষণ
যোগ্যতাসম্পন্ন নারী চিকিৎসক না থাকা	নারী চিকিৎসক পাওয়া গেলেও যে-ই প্রবেশ করে তারই পরীক্ষা
প্রয়োজন-পরিমাণ পরীক্ষা	প্রায়ই ব্যথার এলাকার চেয়ে বড় পরিসর উন্মোচন
আবরণ ছাড়া স্পর্শ না করা	অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবরণ জীবাণুমুক্তকরণের জন্য, ফতোয়ার জন্য নয়
নির্জনতা না হওয়া, মাহরামের উপস্থিতি	৭০-৮০% হারে নির্জনতা ঘটে
দৃষ্টিতে সীমালঙ্ঘন না করা	জিজ্ঞাসা বা এক্স-রে যথেষ্ট হলেও রোগের স্থানে তাকানো

যষ্ঠ শর্ত: আল্লাহকে ভয় করা ও চিকিৎসা-পেশার প্রতি সম্মান; এখানে সীমালঙ্ঘনের বিবরণ লেখকের নিজের

নারীদের সঙ্গে আচরণে চিকিৎসক ও রাকীর সীমালঙ্ঘনের তুলনা

আমরা যদি চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে এবং রাকীদের পক্ষ থেকে সংঘটিত ক্ষতিকর বিষয়গুলোর মধ্যে তুলনা করতে চাই — আর এর দ্বারা আমি বোঝাচ্ছি সেই শরঈ ও নৈতিক ক্ষতিকর বিষয়গুলো, যেগুলোতে প্রয়োজন ছাড়া স্পর্শ করা কিংবা আবরণ ছাড়া স্পর্শ করা নিষিদ্ধ — তবে আমরা দেখব দুয়ের মধ্যে পার্থক্য সুবিশাল। কেননা চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের বিরুদ্ধে নৈতিক অভিযোগ রাকীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের চেয়ে অনেক বেশি, নিম্নোক্ত দিকগুলো থেকে:

- রাকী অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর রুকইয়াহ করেন হিজাব পরিহিত অবস্থায়, তাঁর সঙ্গে থাকে তাঁর মাহরাম কিংবা সঙ্গী, এবং তিনি তাঁর সঙ্গে নির্জনে থাকেন না। পক্ষান্তরে চিকিৎসকের সম্পর্ক নারীদের সঙ্গে অনেক বেশি — রোগিনী হোক, নারী চিকিৎসক হোক কিংবা নার্স। কেননা তিনি বহু নারী ও প্রাপ্তবয়স্ক তরুণীর সঙ্গে আচরণ করেন, যাদেরকে তিনি ছোট বলে দেখেন; তেমনি আচরণ, কথাবার্তা এবং ইফতারে বা কক্ষে নির্জনে তাদের সঙ্গে বসার যে পার্থক্য, তার সঙ্গে কোনো তুলনাই চলে না।
- খুব বিরল যে আপনি শুনবেন কিছু চিকিৎসক জাল সনদ বহন করছেন — ১% হারে, তার চেয়েও কম না হলে। তাই স্বাস্থ্য-কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত চিকিৎসকের পক্ষ থেকে যা কিছু ঘটে, তা তাঁর হিসাবেই

ধরা হয়।

- পক্ষান্তরে এটি সাধারণ ব্যাপার যে, আপনি এমন কিছু লোক পাবেন যারা রুকইয়াহর দরজায় প্রবেশ করেছে অথচ রাকী নয়; বরং তাদের কেউ কেউ মানুষরূপী নেকড়ে, এবং তারা রুকইয়াহর হিসাবে গণ্য হয় না। তা সত্ত্বেও অশ্লীলতা, লজ্জন ও সীমালঙ্ঘনের হার উল্লেখযোগ্য বলতে গেলে কিছুই নয়।

◆ লেখকের তুলনা: চিকিৎসক ও রাকী

চিকিৎসক	রাকী
নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক বেশি: রোগিণী, নারী চিকিৎসক, নার্স	নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিজাব পরিহিত; মাহরাম বা সঙ্গী থাকে; নির্জনতা নেই
জাল সনদধারী চিকিৎসক ১% হারে, বা তার চেয়ে কম	রুকইয়াহর দরজায় এমন লোক ঢুকেছে যারা রাকী নন
তবু চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে নৈতিক অভিযোগ অনেক বেশি	তবু অশ্লীলতা ও লজ্জনের হার উল্লেখযোগ্য নয়

এটি লেখকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও যুক্তি

হিসবাহর লোকেরা যদি হাসপাতালগুলোতে — বরং মেডিকেল কলেজগুলোতেও — চিকিৎসকদের তদারকিতে তেমনভাবে নিয়োজিত হতেন যেমন তাঁরা রাকীদের তদারকি করেন, তবে সীমাহীন বিপর্যয় ও বিপদ প্রকাশ পেত। কেননা এ বিষয়ে কোনো কোনো সৎ পুরুষ ও নারী চিকিৎসকের অভিযোগ বুদ্ধিকে হতবাক করে দেয়; বরং কিছু রোগিণী পর্যন্ত কোনো কোনো চিকিৎসকের বিরুদ্ধে, যাতায়াতকারী মেডিকেল ছাত্রদের বিরুদ্ধে এবং পুরুষ নার্সদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকেন।

আর এটি সেসব ঘটনারই একটি যা বছরের পর বছর ধরে ঘটে চলেছে, নতুন কিছু নয়:

ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন একজন কনসালট্যান্ট সার্জন নারী চিকিৎসক — এমন এক সমস্যা নিয়ে যা তাঁকে অস্থির করে রাখে এবং যার একটি সমাধান হোক তা তিনি কামনা করেন। তা হলো অপারেশন থিয়েটারে রোগীদের উন্মোচিত হয়ে পড়ার সমস্যা। আমার সেই বান্ধবী বলেছেন, দীর্ঘ বছর ধরে কাজ করতে গিয়ে অপারেশন থিয়েটারের ভেতরকার বিরাজমান অবস্থা তাঁকে সর্বদা কষ্ট দিত। কেননা রোগী — পুরুষ হোক বা নারী, বিশেষত অপারেশনের আগে তাদের যে অবদনকারী ওষুধ দেওয়া হয় তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার পর — রোগীকে জীবাণুমুক্ত করার দায়িত্বে যারা থাকেন তারা কখনো কখনো তাকে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করে ফেলেন, আর তা অশোভন পদ্ধতিতে — তাকে জীবাণুমুক্ত করতে ও তার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করতে। তাঁরা সেসব যন্ত্র সংযোগ দেওয়ার জন্য রোগী বা রোগিণীর বুক উন্মোচন করেন, অতঃপর তাঁদের অধিকাংশই পুনরায় ঢেকে দেওয়ার ব্যাপারে যত্নবান হন না। আর এটি সুবিদিত যে, অপারেশন থিয়েটারের নিয়ম রোগীকে অপারেশন-গাউনের নিচে কোনো অন্তর্ভাস পরতে নিষেধ করে — বিরল ক্ষেত্র ছাড়া।

তিনি আরও বলেছেন, বহু চিকিৎসক এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেন না এবং রোগীকে ঢেকে রাখার ব্যাপারে যত্নবান হন না — তবে আমার রব যাদের প্রতি দয়া করেছেন তাঁরা ছাড়া। আর অপারেশন থিয়েটারে উপস্থিত নার্স কিংবা অন্যদের মধ্যে এমন কিছু দুর্বলচিত্তের লোকও রয়েছে, যারা তাকিয়ে থাকা, চোখ বড় করে দেখা এবং শরীরের এই অংশ বা ওই অংশ নিয়ে পরস্পর মন্তব্য বিনিময় করা থেকে বিরত থাকে না। তিনি আরও যোগ করেছেন, প্রতিবার তিনি যখন কোনো অপারেশন করেন তখন যথাসম্ভব রোগীদের ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন এবং তাঁর সামনে এসব হাস্যকর কাণ্ড ঘটতে দেন না। আর তিনি শপথ করে বলেছেন, একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি যে অপারেশনে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে তিনি নিজ চোখে দেখেছেন অবদনবিদ (অ্যানেসথেটিস্ট) চিকিৎসক তাঁর এক বন্ধুকে ডাকছেন এবং তাকে জানাচ্ছেন যে অপারেশন টেবিলে অপূর্ব সুন্দরী এক রোগিণী রয়েছে, আর তাকে অবদন দেওয়ার পর তিনি তার মুখ থেকে

অস্বিজেন মাস্কটি তুলে ধরলেন যাতে সে তার সৌন্দর্য দেখে নিতে পারে!! এরপর অপারেশন চলাকালে সেই তরুণীর যে উন্মোচন ঘটেছে, তা তো.....

আর আরেকটি বিষয় রয়েছে যা আরও গুরুতর — তা হলো, কোনো কোনো চিকিৎসক নিজেদের অপারেশন শেষ করার পর অন্য অপারেশন থিয়েটারগুলোতে ঘুরে বেড়ান, তাঁদের চিকিৎসক বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে কিংবা তাঁরা যেসব অপারেশন করছেন তার গতিপ্রকৃতি জানতে — সেই কক্ষে উপস্থিত রোগীর সম্মানের প্রতি কোনো ভ্রক্ষেপ ছাড়াই, রোগীর সতর ঢাকা থাকুক কিংবা উন্মোচিত থাকুক। এমনকি মেডিকেল ছাত্র, পুরুষ নার্স ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীরাও অস্ত্রোপচার চলাকালে কোনোরূপ সংযম ছাড়াই এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে ঢোকে। সেই নারী চিকিৎসক আরও যোগ করেছেন যে, এটি

সরকারি হাসপাতালগুলোতে যদি পঞ্চাশ শতাংশ হারে ঘটে থাকে, তবে বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে তা ঘটে একশত শতাংশ হারে....(৩)

রুকইয়াহ-সংক্রান্ত ফতোয়ার যাওয়াবিত (নিয়ন্ত্রক শর্তাবলি)

আমাদের আলোচনায় গত হয়েছে যে, মুফতি ও মুজতাহদের ইজতিহাদের কিছু উপকরণ রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে দুই প্রকারের কথা ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, [ই'লামুল মুওয়াফ্ফীয়ীন (১/৩৮৩)]।

তার একটি: বাস্তবতা অনুধাবন করা ও তাতে ফিকহি বুঝ রাখা। আর আমি মনে করি না যে, রুকইয়াহর বাস্তবতা, জিন-চিকিৎসা এবং তা যা কিছু দাবি করে — তা যেকোনো মুফতি বুঝতে সক্ষম; এমনকি মুফতির কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়া হলেও তা অপরিপূর্ণ থেকে যায়। কারণ মুফতিকে রাকীদের সঙ্গে অবস্থান করতে হবে — তাঁদের একজনের সঙ্গে নয়, বরং দশজন, বরং শত শত রাকীর সঙ্গে; কারণ ঘটনাগুলো একটি অন্যটির থেকে ভিন্ন হয়, এক শহর থেকে অন্য শহরে ভিন্ন হয়, এবং তাওহীদপন্থী পরিবেশ থেকে এমন শিরকি ও পৌত্তলিক পরিবেশে ভিন্ন হয় যা নানা প্রকার জাদু, জিন ও কুসংস্কারে উত্তাল।

◆ এক নজরে

- ★ প্রাচীনকালে রাকী ও চিকিৎসক ছিলেন একই ব্যক্তি
- ★ আধুনিক যুগে লেখক রাকীদের তিনটি শ্রেণি বর্ণনা করেছেন
- ★ লেখকের যুক্তি: সদু্য যারাইয়ের নিষেধ চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে আরও যুক্তিসংগত ছিল
- ★ আলিমদের শর্ত: নারী চিকিৎসক না থাকা, প্রয়োজন-পরিমাণ, আবরণ, নির্জনতা না হওয়া, দৃষ্টিতে সংযম, তাকওয়া
- ★ লেখকের মতে বাস্তবে চিকিৎসকরা এই সীমাগুলো প্রায়ই লঙ্ঘন করেন
- ★ ফতোয়ার জন্য বাস্তবতা বোঝা জরুরি: মুফতির রাকীদের সঙ্গে অবস্থান দরকার

◆ যাচাই করুন

1. প্রাচীনকালে রাকী ও চিকিৎসক সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. সম্পূর্ণ আলাদা

খ. একই ব্যক্তি

2. আধুনিক রাকীদের প্রথম শ্রেণি কীসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছেন?

ক. হিজামা ও মনোবিজ্ঞান

খ. কুরআন, তেল, পানি, মধু ও উপদেশ

গ. হাসপাতালে কেস-অনুসরণ

3. আবরণ ছাড়া স্পর্শ এড়ানো কীভাবে সহজ বলা হয়েছে?

ক. রুকইয়াহ পড়ে

খ. চিকিৎসা-দস্তানা ব্যবহার করলে

4. ‘এক দৃষ্টির পেছনে আরেক দৃষ্টি লাগিয়ো না’ — নবী এ কথা কাকে বলেছিলেন?

ক. আলী

খ. উমর

5. ষষ্ঠ শর্ত অনুযায়ী নারীর চিকিৎসা কেমন পুরুষের হাতে হওয়া উচিত?

ক. যেকোনো পুরুষের

খ. আমানতদারি, দীনদারি ও সংযমে আস্বাযোগ্য

6. লেখকের যুক্তিতে সন্দুয যারাইয়ের নিষেধ কাদের ক্ষেত্রে অধিকতর যুক্তিসংগত ছিল?

ক. চিকিৎসাশাস্ত্র ও তার লোকদের

খ. কেবল রাকীদের

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-ক, ৫-খ, ৬-ক

তেমনি রাকীগণ — প্রত্যেকেরই রুকইয়াহতে নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। তদুপরি আমাদের দেশের রুকইয়াহ অন্যান্য দেশের রুকইয়াহ থেকে ভিন্ন, এবং তাদের প্রয়োজনগুলোও ভিন্ন। যেমন বদলে গেছে সেসব ফতোয়া, যেগুলো নারীর চিকিৎসকের কাছে যাওয়া নিষেধ করত — [সেগুলো বদলে] বৈধতার দিকে এসেছে; আর তার কারণ হলো পুনর্বিবেচনা

টীকা

1. দ্রষ্টব্য: <http://www.alriyadh.com/884624>

2. দ্রষ্টব্য: "তাবয়ীনুল হাকাইক শারহ কানযিদ দাকাইক", তাকিউদ্দীন আয-যাইলাঈ আল-হানাতী।

3. দ্রষ্টব্য: <http://alhamad.8m.com/aorat.htm>

অধ্যায় ৬ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৭

ফতোয়ার সামঞ্জস্য, প্রমাণায়নের দাবি ও নারীদের রুকইয়াহয় রাকীদের শ্রেণিভেদ

...চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের [শরণাপন্ন হওয়া], থেমে দাঁড়ানো ও পর্যবেক্ষণ করা। এরপর কথা হলো, রুকইয়াহর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাস্তবতা ধীরস্থিরতা ও গবেষণার মুখাপেক্ষী।

দ্বিতীয়ত: বাস্তবতার নিরিখে কর্তব্য বোঝা। অর্থাৎ তা যেন প্রয়োজন (হাজত) ও অপরিহার্যতাকে (দরুরত) কেটে বাদ দেওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, এবং সেখানে অপরিহার্যতা ও প্রয়োজনের অস্তিত্ব যেন অস্বীকার করা না হয়; বরং বাস্তবে কর্তব্য হলো বিষয়টি গবেষণা করা। বিশেষত যিনি দেখা ও স্পর্শ করা জায়েয মনে করেন, তাঁকে অবশ্যই নিজের দলিলগুলো নিয়ে আসতে হবে এবং নিজ মত অনুযায়ী অপরিহার্যতা ও প্রয়োজনের পরিমাপ স্পষ্ট করতে হবে, যাতে তাঁর দলিল ও যুক্তি পর্যালোচনা করা যায়।

ফতোয়ার প্রতিটি যুগ ও স্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য

প্রথমত: ফতোয়াকে অবশ্যই প্রতিটি যুগ ও প্রতিটি স্থানের উপযোগী হতে হবে। বিশেষত সেসব বিষয়ে, যেগুলোর ব্যাপারে দলিল এসেছে; আর তখন নিয়ন্ত্রক মানদণ্ড (ضابط) হবে: প্রয়োজন, অপরিহার্যতা ও চিকিৎসাকারীর তাকওয়া।

উদাহরণস্বরূপ: চিকিৎসার সময় মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করার মাসআলাটি — যেসব দেশে মুখমণ্ডল উন্মুক্তই রাখা হয়, সেসব দেশে আমরা তা প্রয়োগ করতে পারি না; আর যে নারী রুকইয়াহ করতে চায় তাকে মুখ ঢেকে রাখতে বাধ্য করা কঠিন — বরং তাদের কাছে [আরও কঠিন] যাঁরা নারীর মুখ উন্মুক্ত রাখা জায়েয মনে করেন। তেমনি অবস্থার ভিন্নতাও রয়েছে, যেমন তার মুখমণ্ডলেরই চিকিৎসা করা।

দৃষ্টান্ত: বিশ বছর বয়সী এক তরুণীর চোখের ছবি। সে পাঁচ বছর বয়স থেকে, অর্থাৎ শিশু অবস্থা থেকেই ভুগছিল; তার বাঁ চোখে ব্যথা হতো এবং তাতে একটি কুকুরের অবয়ব ফুটে উঠত। তার মা তাকে চক্ষুচিকিৎসকদের কাছে নিয়ে যেতেন; তাঁরা দেখতেন, বিস্মিত হতেন এবং তাঁদের সামনে ফুটে ওঠা কুকুরের অবয়ব নিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়তেন। সে হাসপাতালের চিকিৎসা নিত, কিন্তু কোনো ফায়দা হতো না — এভাবে সে উনিশ বছরে পৌঁছাল। সে রাকীদের কাছে গেল, আর সেখানে তার অবস্থা প্রকাশ পেল যে এটি শয়তানি মাস (আসর)। যে ছবিটি মনোযোগ দিয়ে দেখবে, সে একটি কুকুরের মুখ দেখতে পাবে।

তার মা বলেন: যখন তার চোখে এই মুখটি ফুটে ওঠে, তখন তাকে চেনে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই বিনা কারণে তার থেকে ঘৃণাভরে সরে যায়; আর তাঁর মেয়ে কষ্ট পায় ও কয়েক দিন অসুস্থ থাকে, তারপর তা মিলিয়ে যায়, তারপর এক-একটা সময় পরপর আবার ফিরে আসে।

চিকিৎসকেরা দীর্ঘ বছর ধরে তাকে দেখলেন, কোনো ফল হলো না। এরপর যখন রাকী এলো দেখতে, তখন তাঁরা বললেন: তার চোখের দিকে তাকানো তোমার জন্য হারাম। তাহলে রুকইয়াহ কীভাবে সামনে এগোবে, কীভাবে ভিত্তি গড়বে এবং প্রমাণ, নিশ্চিতকরণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কীভাবে মূল চিকিৎসাশাস্ত্রের স্থান নেবে? তারপর আবার অভিযোগ তোলা হয় যে রাকীদের কথাবার্তা অনুমাননির্ভর, মিথ্যা এবং মানুষের সঙ্গে প্রতারণা।

সঠিক কথা হলো: রাকী যেসব রোগীর উপর রুকইয়াহ করে, সেসব অবস্থার ব্যাপারে তার নিশ্চিত হওয়া উচিত — কেসটি অধ্যয়ন করে এবং তার সঙ্গে যা ঘটে তা নথিভুক্ত করে। সে রুকইয়াহ করবে, পরিবর্তনগুলো লিপিবদ্ধ করবে ও প্রমাণ হিসেবে সংরক্ষণ করবে, যাতে সব ধরনের রোগ ও ব্যাধির ব্যাপারে অস্বীকারকারীদের — তারা যে-ই হোক —

জবাব দিতে পারে। যেমন: যখন সে এ ধরনের কোনো কেসের উপর পাঠ করে এবং পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ছবিটি মিলিয়ে যেতে শুরু করে — চিকিৎসকদের সাক্ষ্যসহ — কেবল তখনই রাকী প্রমাণ দাঁড় করাতে পারে এবং নিজের চিকিৎসায় একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারে, রিপোর্ট, ছবি ও প্রমাণ দিয়ে নিজের কথা স্পষ্ট করে। অন্যথায় আমরা রুকইয়াহ ও রাকীদের প্রতি অভিযোগ ও মিথ্যারোপের মধ্যেই থেকে যাব।

আরও বহু কেস এমন আছে — যেমন সেই রাকী, যিনি জাদুর কারণে রোগীর মাথা থেকে একটি সুই বের করে এনেছিলেন কঠিন পরিশ্রম ও ঠিক সেই মুহূর্তে পাঠ করার পর। তাহলে আমরা কি রাকীকে বলব, জাদুগ্রস্ত কোনো নারীর সঙ্গে তোমার এটি করা হালাল নয়? (আর এ কাজটি মাহরাম ও নারীর পক্ষে করা সম্ভব হয় না, কারণ এর জন্য সূক্ষ্মতা, অভিজ্ঞতা ও পরিণাম বহন করার ক্ষমতা দরকার।)

شكل ١٧: إخراج الرائي إبرة من رأس المريض

চিত্র ১৭: রাকী কর্তৃক রোগীর মাথা থেকে সুই বের করা (১)



অথবা যেমন সেই মেয়েরা, যাদের চোখ থেকে পাথর কিংবা কাচের টুকরো বেরিয়ে আসে; চক্ষু হাসপাতালের চক্ষুচিকিৎসকেরা তাদের ব্যাপারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন এবং এর কারণ জানতে পারেননি — কেননা পাথরগুলো চিকিৎসকদের চোখের সামনেই বেরিয়ে আসে। আর এই হলো দুই শিশুকন্যার নমুনা, যাদের চোখ থেকে পাথর বেরিয়ে আসে।

شكل ١٨: طفلة تدمع أحجاراً من عينيها

চিত্র ১৮: এক শিশুকন্যা, যার চোখ থেকে অশ্রুর বদলে পাথর ঝরে (২)

شكل ١٩: طفلة تخرج حجارة من أعينها

চিত্র ১৯: এক শিশুকন্যা, যার চোখ থেকে পাথর বেরিয়ে আসে (৩)

তেমনি অন্য মেয়েটির দুই চোখ থেকে কাচের টুকরো বেরিয়ে আসে, আর চিকিৎসকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন যে কী করে এসব বস্তু এভাবে বেরিয়ে আসে — অথচ ক্ষত বা রক্তক্ষরণ ইত্যাদির কোনো প্রভাব নেই। এমন আরও বহু কেস রয়েছে।

শকল ২০: خروج قطع زجاج من عين فتاة

চিত্র ২০: এক তরুণীর চোখ থেকে কাচের টুকরো বেরিয়ে আসা (২)



দ্বিতীয়ত: ফতোয়া কেবল মুসলিম দেশগুলোকে বা যেসব দেশ তাওহীদের নিয়ামত ভোগ করছে সেগুলোকে সামনে রেখে জারি করা যাবে না; বরং আমাদের অবশ্যই অমুসলিম দেশগুলোর দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা রুকইয়াহ মুসলিম ও কাফির উভয়ের জন্যই জায়েয ও শরীয়তসম্মত, আর কাফিরদের কাছ থেকে আমরা [শরঈ বিধিনিষেধ] মেনে চলার দাবি করতে পারি না। ফলে বিদ্যমান সেসব ফতোয়া অনুযায়ী — যেগুলো রাকীকে বহু কাজ থেকে নিষেধ করে — হাসপাতালে বা অস্ত্রোপচারের সময় কোনো নারী রোগীর উপর পাঠ করা রাকীর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। বরং অপরিহার্য অবস্থায় রাকীর এমন ফতোয়ার প্রয়োজন, যা তাকে সমর্থন জোগায়; কেননা কখনো কখনো কেসটির জটিলতার কারণে আমাদের কাছে দাবি করা হয় যে আমরা রুকইয়াহ করি, আর চিকিৎসক তখন তাঁর অস্ত্রোপচারে রত।

দৃষ্টান্ত: একজন অ্যানেসথেসিয়া বিশেষজ্ঞ আমাকে এমন একটি কেসের কথা জানান — তাঁরা রোগীকে পূর্ণভাবে অজ্ঞান করেছিলেন, এরপর সে হঠাৎ ভয়ংকর অবস্থায় ও শয়তানি আকৃতিতে জেগে ওঠে এবং তাঁকে অ্যানেসথেসিয়ার বিছানা থেকে মাটিতে ফেলে দেয়। এমন ঘটনা আরও বহু। (৪) তদুপরি আমরা রাকীকে বলতে পারি না, "তোমার দৃষ্টি অবনত করো" — কারণ রুকইয়াহ করার সময় তাকে অবশ্যই সেসব আলামত ও পরিবর্তনের দিকে তাকাতে হয়, যা তাকে লক্ষ্য করতেই হবে, যাতে সে কেসটির ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে পারে — এটি কি বদনজরের আয়াতে সাড়া দেয়, নাকি জাদুর, নাকি মাস-এর আয়াতে? বরং সে যন্ত্রপাতির দিকেও তাকায়, আয়াত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর সংখ্যা ও সংকেত বদলে যাচ্ছে কি না তা দেখার জন্য। এ কারণে এসব কিছুই অধ্যয়ন ও জ্ঞানের বিষয়, যা সম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য — যাতে রুকইয়াহ হাওয়ার মুখে ও উপহাসের লক্ষ্যবস্তু হয়ে না থাকে।

◆ ফতোয়া প্রতিটি যুগ ও স্থানের উপযোগী হবে

ফতোয়ার সামঞ্জস্য: যুগ ও স্থান

মানদণ্ড

প্রয়োজন, অপরিহার্যতা ও চিকিৎসাকারীর তাকওয়া

মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখার দেশ

চিকিৎসার সময় মুখ ঢাকতে বাধ্য করা কঠিন

রাকীর করণীয়

কেস অধ্যয়ন ও নথিভুক্ত করা; ছবি ও রিপোর্টে প্রমাণ

অমুসলিম দেশ

রুকইয়াহ মুসলিম ও কাফির উভয়ের জন্য জায়েয

হাসপাতাল ও অস্ত্রোপচার

রাকীকে সমর্থন জোগায়, এমন ফতোয়ার প্রয়োজন

দৃষ্টি

আলামত ও পরিবর্তন দেখতে রাকীকে তাকাতে হয়

লেখকের নিজস্ব যুক্তি ও দৃষ্টান্ত

তৃতীয়ত: যারা চিকিৎসা খুঁজছে সেই রোগীদের নিয়ে অবশ্যই অধ্যয়ন ও গবেষণা থাকতে হবে, আর তা হতে হবে দৈহিক চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও রাকী — এই তিন পক্ষের দিক থেকে;

যেমন: তাঁদের প্রত্যেকে রোগনির্ণয় করবেন, আর এখানেই মুফতি জানতে ও অন্তর্দৃষ্টি পেতে পারবেন — কীভাবে ও কী বিষয়ে তিনি ফতোয়া দেবেন এবং ফতোয়াটি কার স্বার্থে যাবে। কারণ যে মূল লক্ষ্যে তাঁরা সকলে একত্র হয়েছেন তা হলো: এই রোগীর চিকিৎসা ও আরোগ্য।

আর এটি প্রয়োগ করা হলে আমরা দেখতে পাব যে:

- রাকী: দৈহিক ও মানসিক রোগ, তেমনি রুহানি রোগ থেকেও রুকইয়াহ করেন।
- চিকিৎসক: দেহ ও রোগ নিয়ে কাজ করেন, রুহের চিকিৎসা সম্পর্কে কিছুই জানেন না।
- মনোচিকিৎসক দুই প্রকার: এক প্রকার রোগীর মানসিক অবস্থা নিয়ে কাজ করেন, আর এক প্রকার এর অতিরিক্ত মানসিক অবস্থার উপযোগী ওষুধ লিখে দেন, সঙ্গে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দেন।

◆ দৈহিক চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও রাকী

চিকিৎসার তিন পক্ষ

রাকী

দৈহিক, মানসিক ও রুহানি রোগ থেকে রুকইয়াহ করেন

চিকিৎসক

দেহ ও রোগ নিয়ে কাজ করেন; রুহের চিকিৎসা জানেন না

মনোচিকিৎসক, প্রথম প্রকার

রোগীর মানসিক অবস্থা নিয়ে কাজ করেন

মনোচিকিৎসক, দ্বিতীয় প্রকার

ওষুধ লিখে দেন; দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দেন

এখন — কত মানসিক কেস আছে যেগুলোর প্রয়োজন রুকইয়াহ, চিকিৎসকদের চিকিৎসা নয়! আর কত মানসিক কেস আছে যেগুলো আসলে বদনজর, হাসাদ ও জাদুর কারণেই ঘটে? আর কত দৈহিক রোগের কেস আছে যেগুলো আসলে জাদু কিংবা বদনজর ও হাসাদের কারণেই। বাস্তবতাই এর সাক্ষী, আর প্রমাণিত ঘটনা বহু।

যেসব দলিল ও যুক্তি অধ্যয়ন ও আলোচনা করা অপরিহার্য

রুকইয়াহ সম্পর্কে আহলে ইলমের ফতোয়া ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু সেগুলোর পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন; কেননা যে ব্যক্তি ফতোয়া-প্রার্থীদের প্রশ্নগুলোর দিকে তাকাবে, সে স্পষ্টই দেখবে যে অধিকাংশ প্রশ্নই ভুল পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কিছু প্রশ্ন বানোয়াট। আর মুফতি তাঁর কাছে যা পেশ করা হয় সে অনুযায়ীই ফতোয়া দেন — তিনি ইজতিহাদ করেন এবং নিজের মত দেন। কিন্তু অধ্যয়ন ও আলোচনা অপরিহার্য। যেমন, প্রয়োজন ও অপরিহার্যতার কারণে নারীকে স্পর্শ করা ও তার দিকে তাকানোর বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে; আর আসুন আমরা রাকীদের অবস্থা ও তাঁদের পারস্পরিক ভিন্নতার দিকে তাকাই।

নারীদের রুকইয়াহয় রাকীদের শ্রেণিসমূহ

প্রথম শ্রেণি: নারীকে স্পর্শ করাকে একেবারেই জায়েয মনে করেন না; তাই দূর থেকে রুকইয়াহ করেন এবং কখনো পাঁচ মিনিট বা তার কিছু বেশিতেই সীমাবদ্ধ থাকেন। আর নারী যদি আছাড় খেয়ে পড়ে ও তার সতর উন্মোচিত হয়ে যায়, তবে তিনি পিঠ ফিরিয়ে নেন, যাতে তার মাহরাম তার বিষয়টি সামলায়।

দ্বিতীয় শ্রেণি: অপরিহার্যতার কারণে নারীকে স্পর্শ করাকে জায়েয মনে করেন — বিশেষত যখন পাঠ দীর্ঘ হয়, কিংবা তাঁর রুকইয়াহ প্রভাবশালী হয়, কিংবা কেসটি কঠিন হয়, ফলে সে আক্রমণ করে বসলে তাকে ঠেলে সরাতে তিনি বাধ্য হন, অথবা

সে মারধর করলে ও সীমা লঙ্ঘন করলে; কিংবা যখন সে নিজের কাপড় খুলে ফেলতে বা নিজেকে শ্বাসরোধ করতে চায় — এমন অবস্থায় যখন তার মাহরাম ভয় পায়, কিংবা দুর্বল হয়, কিংবা গড়িমসি করে।

তৃতীয় শ্রেণি: অপরিহার্যতার কারণে নারীকে স্পর্শ করাকে জায়েয মনে করেন, তবে অপরিহার্যতা ও প্রয়োজন তাঁর কাছে তাঁর নিজের বিবেচনামাফিক। কখনো তা দাবি করে আবরণসহ মাথায় হাত রাখা; কারণ এতে আসরকারী জিন কষ্ট পায়, উন্মোচিত হয় ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কখনো তাঁর প্রয়োজন হয় গলা চেপে ধরা বা মারার পদ্ধতির — তার নিয়ন্ত্রক শর্তসহ, যদিও এর বৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ফতোয়ায় মতভেদ আছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় আঙুলে বা কানে — এমন জায়গাগুলোতে — চাপ দেওয়া, যা জিনের উপর প্রভাব ফেলে। আর কখনো এতে চিকিৎসাকারীর দিক থেকে এমন ক্ষিপ্ততার প্রয়োজন হয়, যা মাহরাম বোঝে না — যদি না রাকী তাকে শেখানোর পর কিছুকাল অনুশীলন করে দক্ষ হয়ে ওঠে।

চতুর্থ শ্রেণি: অপরিহার্যতা থাকুক বা না থাকুক — উভয় অবস্থাতেই নারীকে স্পর্শ করাকে জায়েয মনে করেন এবং নিজেকে চিকিৎসকের মতোই গণ্য করেন। তিনি যা ইচ্ছা উন্মোচন করেন, আবরণ ছাড়াই ধরেন, যেখানে খুশি হাত রাখতে দ্বিধা করেন না এবং সব অবস্থাতেই আক্রান্ত স্থানটি দেখার জন্য তা উন্মুক্ত করতে বলেন।

এঁরা সকলেই রুকইয়াহ করেন সেই আলিমদের ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে, যাঁরা অপরিহার্যতার কারণে অনুমতি দিয়েছেন — আর আমরা বইয়ের শুরুতে সেগুলো উল্লেখ করেছি। ফলে তাঁদের ব্যাখ্যাকারী নিজ মত ও নিজ আমলের উপরই থেকে যান। তাহলে এখানে নিয়ন্ত্রক মানদণ্ড কী?

আমরা বলি: এখানে নিয়ন্ত্রক মানদণ্ড হলো রাকীর তাকওয়া, তার দ্বীনদারি এবং নারীদের সম্বন্ধের ব্যাপারে তার আমানতদারি। নতুবা — তুমি তাকে বিধান স্পষ্ট করে বলো বা না বলো — অপবিত্র ব্যক্তি অপবিত্রই থেকে যাবে।

◆ রাকীদের চার শ্রেণি

নারীদের রুকইয়াহয় রাকীদের চার শ্রেণি

প্রথম শ্রেণি

স্পর্শকে একেবারেই জায়েয মনে করেন না; দূর থেকে রুকইয়াহ

দ্বিতীয় শ্রেণি

অপরিহার্যতার কারণে জায়েয মনে করেন; কঠিন কেসে ঠেলে সরাতে বাধ্য হন

তৃতীয় শ্রেণি

অপরিহার্যতায় জায়েয; মাপকাঠি তাঁর নিজের বিবেচনা

চতুর্থ শ্রেণি

অপরিহার্যতা থাকুক বা না থাকুক জায়েয; নিজেকে চিকিৎসকের মতো গণ্য

লেখকের মানদণ্ড

রাকীর তাকওয়া, দ্বীনদারি ও নারীদের সম্বন্ধে আমানতদারি

শেষ শাখাটি লেখকের নিজের উত্তর: 'আমরা বলি'

অপরিহার্যতার প্রসঙ্গে ইনসাফ ও ন্যায্য

তাঁরা রোগিণীর চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের তাকে স্পর্শ করার প্রয়োজন ও অপরিহার্যতা নিয়ে কথা বলেন। অথচ বাস্তবতা হলো, প্রসব করানোর জন্য পুরুষ চিকিৎসকের কোনো অপরিহার্যতা নেই। আমাদের মা-নানিরা এবং মুসলিম নারীরা ১৪০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঘরেই সন্তান প্রসব করে এসেছেন; বরং আমরাই একে অপরিহার্যতা বানিয়েছি।

তাঁরা অপরিহার্যতা নিয়ে কথা বলেন, অথচ কোনো অপরিহার্যতাই নেই। কারণ দেশের ভেতরে ও বাইরে নারী চিকিৎসকেরা আছেন; সুতরাং হারামে লিপ্ত হওয়া যাবে না, আর কারণ-উপকরণ পুরোপুরি ব্যয় করার পরই কেবল অপরিহার্যতা সাব্যস্ত হয়। আর কত সৎ মানুষ ও তালিবুল ইলম আছেন, যাঁরা নিজেদের স্ত্রীদের পুরুষ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান এই অজুহাতে যে তিনি বিশেষজ্ঞ — অথচ বিপরীতে নারী বিশেষজ্ঞও রয়েছেন, যদিও তা বেসরকারি হাসপাতালে।

তাঁরা অপরিহার্যতা নিয়ে কথা বলেন, অথচ কোনো অপরিহার্যতা নেই — সঙ্গে থাকে সেসব হাসপাতালের খরচ ও উচ্চমূল্য, যেখানে নারী চিকিৎসকেরাই নারীদের প্রসব করান; কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই অর্থ খরচ করতে চান না। তাহলে কীসের অপরিহার্যতা?!

আর গোপনে যেসব সীমালঙ্ঘন ঘটে, তার সঙ্গে আবার কীসের অপরিহার্যতা?!!!

একটি বাস্তবতা ও একটি সংশয়

যে বাস্তবতা কেউ অস্বীকার করে না তা হলো, কিছু নারী চিকিৎসক কোনো কোনো অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম নন, সামর্থ্যও রাখেন না; নারীর দুর্বলতার কারণে একজন পুরুষ চিকিৎসক ছাড়া তা সম্পন্ন করা ও করে দেখানো সম্ভব হয় না। এর ভিত্তিতেই ফতোয়াগুলো এ ধরনের ক্ষেত্রে চিকিৎসককে অস্ত্রোপচার করার অনুমতি দেয় — যদি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো নারী চিকিৎসক পাওয়া দুঃসাধ্য হয়।

◆ অপরিহার্যতার প্রস্নে লেখকের ইনসায়ফ

লেখকের আপত্তি	যা তিনি স্বীকার করেন
প্রসবে পুরুষ চিকিৎসকের অপরিহার্যতা নেই; ১৪০০ বছরেরও বেশি নারীরা ঘরে প্রসব করেছেন	কিছু নারী চিকিৎসক কোনো কোনো অস্ত্রোপচারে অক্ষম
নারী চিকিৎসক আছেন; কারণ-উপকরণ ব্যয়ের পরই অপরিহার্যতা সাব্যস্ত	স্থলাভিযুক্ত নারী চিকিৎসক পাওয়া দুঃসাধ্য হলে ফতোয়া পুরুষ চিকিৎসককে অনুমতি দেয়

আর রুকইয়াহর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, দরজা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই খোলা; কিন্তু নারীদের মধ্য থেকে খুবই অল্পসংখ্যক — যাঁদের গুনে ফেলা যায় — এ পথে নেমেছেন; কারণ রুকইয়াহর জগতে প্রবেশ ও ঝুঁকি নেওয়ার বিপদ, কষ্ট ও পরিণাম। এতদসত্ত্বেও আমরা এমন লোকের কথা শুনি, যে না জেনেই বলে: নারী কেন নারীর চিকিৎসা করে না?!

আমি বলি: তুমি নিজেই তুলনা করো — যে নারী চিকিৎসক কোনো অস্ত্রোপচার তার ঝুঁকির কারণে করতে পারলেন না এবং তা একজন পুরুষ চিকিৎসকের হাতে সোপর্দ করলেন, কারণ তাঁর হৃদয়ের শক্তি ও মনের দৃঢ়তা বেশি — তাঁকে তুলনা করো সেই নারী রাকীর সঙ্গে, যিনি শয়তান ও জাদুকরদের মুখোমুখি হন। কীভাবে তিনি জাদুগ্রস্ত নারীদের কেসগুলোর মোকাবিলা করবেন? এমন রোগিণী, যে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, চড় মারে বা প্রহার করে; কিংবা তাদের শয়তান ও জাদুকরদের খাদেম জিনেরা ছাড়া পেয়ে তাঁর ঘর জ্বালিয়ে দেয়। এ কারণেই আমি কয়েকজন নেককার বোনের ব্যাপারে শুনেছি — এবং আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কারও কারও উপর পাঠ করেছি — তাঁদের একজন ছিলেন সুপরিচিত শক্তিশালী নারী রাকী; কিন্তু যখন তিনি আছাড় খেয়ে পড়লেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে [জিন] বলে উঠল যে তাকে অবশ্যই ধ্বংস করা হবে ও তার জীবন ধ্বংস করা হবে — কারণ সে নারীদের সাহায্য করে ও তাদের রুকইয়াহ করে — তখন বাস্তবেই তিনি রুকইয়াহ থেকে বিরত হয়ে পড়লেন এবং

নারীদের রুকইয়াহ থেকে পালাতে শুরু করলেন। তাহলে পুরুষ রাকীর কি নারীদের রুকইয়াহ করার অধিকার নেই, এবং সেই নারী রাকীর উপর তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না — যিনি রোগিণীকে মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে যান ও কিছুই করতে পারেন না??

নারীর চিকিৎসায় রাকীদের অবস্থাসমূহ

আমি পছন্দ করেছি যে, রুকইয়াহ শরইয়াহর মাধ্যমে পুরুষ কর্তৃক নারীর চিকিৎসার মাসআলাটি স্পষ্ট করি — এবং তার উপর আবরণসহ বা আবরণ ছাড়া হাত রাখার বিধান কী, আর স্থানগুলোই বা কোনগুলো? কারণ রাকীগণ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন: তাঁদের কেউ বিষয়টি সংকীর্ণ করেছেন, কেউ প্রশস্ত করেছেন, আর কেউ মধ্যপন্থা নিয়েছেন।

যাঁরা বিষয়টি সংকীর্ণ করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন: আমি নারীদের চিকিৎসা করি না। এটি নিজের উপর ফিতনার আশঙ্কায় নয়; বরং তিনি মনে করেন না যে পুরুষ নারীর চিকিৎসা করবে। অথচ তিনি ভুলে গেছেন যে, এসব বিষয়ের চিকিৎসায় নারীরা পুরুষদের চেয়ে দুর্বল, এবং আক্রান্ত হওয়ার দিক থেকে পুরুষদের তুলনায় রুকইয়াহর জন্য যাতায়াত করেন সবচেয়ে বেশি নারীরাই।

- তাঁদের কেউ কেউ নারীকে রুকইয়াহ করার সময় তাকে নিজের পিঠের পেছনে, মজলিসের এক প্রান্তে, নিজের থেকে দূরে বসিয়ে দেন; তাকে দেখেনও না, আবরণসহও স্পর্শ করেন না, আবরণ ছাড়াও না — এবং তা হারাম

মনে করেন। এমন ব্যক্তি কেসটির রোগনির্ণয়ই করতে পারেন না। বরং তাঁদের একজন আমাদের জানিয়েছেন যে, তিনি পিঠ ফিরিয়ে বসে থাকা অবস্থায়

নারীটি তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁকে মারতে শুরু করে। (অর্থাৎ তিনি যা এড়াতে চেয়েছিলেন তাই ঘটল — সে তাঁকে স্পর্শ করল এবং নিজের দুই হাত ও শরীর দিয়ে তাঁর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করল।)

- তাঁদের কেউ কেউ নারীর মাথায় একটি পাগড়ি পেঁচিয়ে বাঁধেন এবং তার প্রান্ত ধরে রাখেন, যাতে নারীকে স্পর্শ করতে না হয়।
- তাঁদের কেউ কেউ নারীকে ধরে রাখেন এবং আবরণসহ মাথায় বা হাত-পায়ে হাত রাখেন, কিন্তু সংবেদনশীল স্থানে — যেমন সতর, উরু, বুক ইত্যাদিতে — হাত রাখেন না; কিংবা বালিশ বা অনুরূপ কোনো পুরু আবরণ ব্যবহার করেন; অথবা মাহরামের হাতের উপর নিজের হাত রাখেন। আর তাঁদের প্রত্যেকেই সম্মানিত আলিমগণের ফতোয়ার উপর নির্ভর করেন।
- আর যাঁরা এ বিষয়ে প্রশস্ততা অবলম্বন করেছেন, তাঁদের দেখবে আবরণ ছাড়াই নারীকে স্পর্শ করছেন। তাঁদের একজন রোগিণীর গায়ে পঠিত তেল মালিশ করেন নিজের হাতে, তার কাপড়ের নিচ দিয়ে — এভাবে তিনি তার বুক তেল মেখেছেন এবং এমনকি তার সতর পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। আর যখন তার অসহায় মা বললেন, "আমিই তাকে তেল মেখে দিই," তখন তিনি বললেন: না; কারণ রাকীর হাতের প্রভাব বেশি প্রবল। (এ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ফাসিক ও পাপাচারী।) আরেকজন হিজাবের নিচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ঘাড় ও বুক মালিশ করে হাত রাখেন। আরেকজন আবরণসহ জরায়ু, সতর ও উরুর উপর হাত রাখেন — অর্থাৎ যেকোনো স্থানেই তিনি আবরণসহ তা জায়েয মনে করেন। আরেকজন বুক বা পায়ে ব্যথার জায়গাটি উন্মুক্ত করেন, যাতে সরাসরি আক্রান্ত স্থানের উপর পাঠ করতে পারেন ও সরাসরি ফুঁ দিতে পারেন — আর তাঁদের একজন তো বড় আলিমদের মধ্যে গণ্য।

◆ নারীর চিকিৎসায় রাকীদের অবস্থা

রাকীদের ভিন্ন পদ্ধতি: কেউ সংকীর্ণ, কেউ প্রশস্ত, কেউ মধ্যপন্থী

নারীকে দূরে বসানো

পিঠের পেছনে, দেখেন না, স্পর্শও নয়;
এতে রোগনির্ণয় সম্ভব নয়

পাগড়ি-পদ্ধতি

নারীর মাথায় পাগড়ি পেঁচিয়ে প্রান্ত ধরে রাখা

আবরণসহ ধরা

মাথা বা হাত-পা; সংবেদনশীল স্থানে
নয়; পুরু আবরণ বা মাহরামের হাতের
উপর হাত

আবরণ ছাড়া স্পর্শ

কাপড়ের নিচে হাত ঢোকানো; কাউকে
লেখক ফাসিক বলেছেন

বর্ণনা লেখকের; আবরণসহ ধরা রাকীরা সম্মানিত আলিমদের ফতোয়ার ওপর নির্ভর করেন

রাকীদের জন্য দিকনির্দেশনা ও উপদেশ

আলিমগণের ফতোয়া থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, পুরুষ কর্তৃক নারীর চিকিৎসা করা জায়েয; আর রুকইয়াহও একটি চিকিৎসা — যদিও তা চিকিৎসকদের চিকিৎসা থেকে ভিন্ন। চিকিৎসকদের সাধারণত স্পর্শ, উন্মোচন ও দৃষ্টির প্রয়োজন হয়, যা রাকীর প্রয়োজন হয় না — কেবল বিরল ক্ষেত্রে ছাড়া, এবং তা-ও নির্দিষ্ট শর্ত ও সীমারেখাসহ।

আমার উপদেশ

1. রোগিণীর চিকিৎসায় আল্লাহকে ভয় করো এবং সাবধান হও; কেননা তাদের কেউ কেউ তরুণীদের বেছে নেয় এবং এমন নারীদের, যাদেরকে শয়তান তার কাছে সুশোভিত করে দেখায় — যাতে তাকে তার সম্ভ্রমহানিতে ফেলে দিতে পারে।
2. তুমি যদি প্রবল কামপ্রবৃত্তির অধিকারী হও, তবে আমি তোমাকে উপদেশ দিই এ দরজাটি ছেড়ে দিতে। কেননা তাদের কেউ কেউ নারীর ব্যাপারে পরীক্ষায় পতিত; সে ধৈর্য ধরতে পারে না, সহ্যও করতে পারে না। এটি নারীদের সম্ভ্রমের জন্য বিপদ হওয়ার আগে তার নিজের ও নিজের দ্বীনের জন্যই বিপদ — যদিও নারীটি কাফির হয়। (আমি যে দেশটিতে গিয়েছিলাম, সেখানকার একজনের ব্যাপারে শুনেছি যে, সে খ্রিষ্টান নারীদের ও অন্যান্য মুসলিম নারীদের উপর পাঠ করত, সেই দিনে-সেই রাতেই তাকে বিয়ে করে ফেলত — যদিও তার সঙ্গে কোনো অভিভাবক বা মাহরাম থাকত না — এবং তাকে বেপর্দা অবস্থায়, তার সঙ্গে নির্জনে থেকে রুকইয়াহ করত।) এসবের কোনোটিই করা জায়েয নয়।
3. তুমি যদি বিশ্বাস করো এবং আল্লাহর দ্বীন হিসেবে সেসব ফতোয়া গ্রহণ করো, যেগুলোতে রোগিণীর উপর হাত রাখা নাজায়েয — তবে তোমার জন্য কোনো অবস্থাতেই তা করা জায়েয নয়, যা তুমি হারাম বলে বিশ্বাস করো। এর বিপরীতে যিনি জায়েয হওয়ার ফতোয়া গ্রহণ করেছেন, তাঁর উপর কোনো দোষ নেই — কারণ মাসআলাটিতে মতভেদ রয়েছে।

❖ রাকীদের জন্য লেখকের উপদেশ (১-৩)

করুন

- ✓ রোগিণীর চিকিৎসায় আল্লাহকে ভয় করা ও সতর্ক থাকা
- ✓ জায়েয হওয়ার ফতোয়া যিনি গ্রহণ করেছেন, তাঁর উপর দোষ নেই

করবেন না

- ✗ তরুণীদের বেছে নেওয়া
- ✗ প্রবল কামপ্রবৃত্তি থাকলে এ দরজা না ছাড়া, লেখকের উপদেশ ছেড়ে দিতে
- ✗ অভিভাবক ছাড়া, বেপর্দা ও নির্জনে রুকইয়াহ করে সেদিনই বিয়ে করা
- ✗ নাজায়েয মনে করেও রোগিণীর উপর হাত রাখা

◆ এক নজরে

- ★ ফতোয়া যুগ ও স্থান অনুযায়ী হবে; মানদণ্ড প্রয়োজন, অপরিহার্যতা ও চিকিৎসাকারীর তাকওয়া
- ★ লেখকের মতে রাকীর উচিত কেস অধ্যয়ন, নথিভুক্তকরণ ও প্রমাণ সংরক্ষণ
- ★ দৈহিক চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও রাকী: তিন পক্ষের অধ্যয়ন প্রয়োজন
- ★ নারীদের রুকইয়াহয় রাকীদের চারটি শ্রেণি; মানদণ্ড রাকীর তাকওয়া ও আমানতদারি
- ★ যে রাকী হাত রাখা হারাম বিশ্বাস করেন, তাঁর জন্য তা করা জায়েয নয়
- ★ মতভেদপূর্ণ মাসআলায় জায়েযের ফতোয়া গ্রহণকারীর কোনো দোষ নেই

◆ যাচাই করুন

1. লেখকের মতে ফতোয়ার নিয়ন্ত্রক মানদণ্ড কী?

ক. কেবল নারীর সম্মতি

খ. প্রয়োজন, অপরিহার্যতা ও চিকিৎসাকারীর তাকওয়া

2. কোন শ্রেণির রাকী অপরিহার্যতা থাকুক বা না থাকুক জায়েয মনে করেন?

ক. প্রথম

খ. দ্বিতীয়

গ. তৃতীয়

ঘ. চতুর্থ

3. রাকীদের চার শ্রেণির প্রশ্নে লেখকের মানদণ্ড কী?

ক. রাকীর বয়স

খ. রাকীর তাকওয়া, দীনদারি ও আমানতদারি

4. প্রসব সম্পর্কে লেখক কী বলেন?

ক. পুরুষ চিকিৎসক সবসময় অপরিহার্য

খ. অপরিহার্যতা নেই; নারীরা ১৪০০ বছরেরও বেশি ঘরে প্রসব করেছেন

5. লেখক কাকে এ দরজা ছেড়ে দেওয়ার উপদেশ দেন?

ক. যে মাহরামসহ পড়ে

খ. যে প্রবল কামপ্রবৃত্তির অধিকারী

6. যিনি রোগিনীর উপর হাত রাখা নাজায়েয হওয়ার ফতোয়া গ্রহণ করেছেন, তাঁর জন্য কী?

ক. যা হারাম মনে করেন তা করা জায়েয নয়

খ. নিজের ইচ্ছামতো করা জায়েয

উত্তর: ১-খ, ২-ঘ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-ক

টীকা

1. দ্রষ্টব্য: <http://www.youtube.com/watch?v=kaxRSkwGjVo>
2. দ্রষ্টব্য: <http://www.youtube.com/watch?v=waYQFH1w7hs>
3. দ্রষ্টব্য: <http://www.youtube.com/watch?v=RGULP4ueUhA>
4. দ্রষ্টব্য: <http://www.youtube.com/watch?v=qSqHfmp9aCE>

অধ্যায় ৭ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৮

প্রয়োজনের সময় রাকী কর্তৃক নারীকে স্পর্শের ব্যাপারে নসীহত ও দিকনির্দেশনা

৪. যদি তুমি রোগীর অবস্থা অধ্যয়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হও — অর্থাৎ তোমার রুকইয়াহ যদি সেই ব্যক্তির রুকইয়াহর মতো হয় যে দুই-তিন মিনিট পড়ে — তবে তোমার জন্য কিছু উন্মোচন করার বা আড়াল দিয়ে স্পর্শ করার কোনোই প্রয়োজন নেই। এর ব্যতিক্রম সেই ব্যক্তি, যে রোগীর অবস্থা ও রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, অবস্থার অনুসরণ করে এবং চিকিৎসকদের বক্তব্য অনুসরণ করে; এরপর হয়তো তার এর কোনো কিছুর প্রয়োজন পড়তে পারে — তবে তা তাকওয়ার সীমার মধ্যে থেকে।

৫. সতর্ক হও!!! কেননা এমন লোক আছে যারা কিছু রাকীর ব্যাপারে অভিযোগ করে যে, সে নারী-রোগীর দিকে (কেবল) দৃষ্টিপাত নয়, বরং সুস্পষ্ট কামনার দৃষ্টিতে তাকায়। আবার এমনও কেউ আছে যে নারী-রোগীকে হাসানোর ও তার সঙ্গে ঠাট্টা-রসিকতা করার চেষ্টা করে। অতএব আল্লাহকে ভয় করো।

৬. প্রত্যেক কেসেই যে তোমার হাত রাখার প্রয়োজন হবে, তা নয়; বরং কখনো কখনো রোগ-নির্ণয়মূলক প্রশ্নাবলি এবং নারী-রোগীর নিজের অবস্থা বর্ণনাতেই যথেষ্ট হয়ে যায়।

৭. দুঃখজনকভাবে আমরা রাকীদের মধ্যে এমন লোকও দেখেছি, যে নারী-রোগীর উপর হাত রাখাকে অস্বীকার করে এবং মজলিসে-মজলিসে তা বলে বেড়ায়; অথচ এরপর তুমি ডজন ডজন রোগীর কাছ থেকে শুনবে, যারা তার কাজ ফাঁস করে দেয় যে, সে স্পর্শকাতর স্থানগুলোতে হাত রেখেছে।

৮. হাসপাতালে বা বাড়িতে যারা নারী-রোগীদের রুকইয়াহ করে, তাদের কেউ কেউ তার পোশাক, দৃষ্টি ও হাত রাখার ব্যাপারে ঢিলেমি করে — এই অজুহাতে যে, তার পরিবার এ ব্যাপারে তাকে বিশ্বাস করে, অথবা তারা সে যা করতে চায় তাতে বাধা দেয় না।

একজন রাকী বলেছেন: এক তরুণীর পিতা রাকীকে তার মেয়ের কক্ষে প্রবেশ করালেন, অথচ সে ঘরোয়া পোশাকে ছিল, আর বললেন: সে তো তোমার মেয়ের মতোই। অথচ এটি জায়েয নয়, হালালও নয়; আল্লাহ এতে সন্তুষ্ট নন।

◆ রাকীর প্রতি দিকনির্দেশনা (৪-৮)

করুন

- ✓ রোগীর অবস্থা অধ্যয়ন না করলে (দুই-তিন মিনিট পাঠ), উন্মোচন বা আড়ালসহ স্পর্শের প্রয়োজন নেই
- ✓ রোগ-নির্ণয়মূলক প্রশ্ন ও রোগীর নিজের বর্ণনাই কখনো যথেষ্ট

করবেন না

- ✗ কামনার দৃষ্টিতে তাকানো
- ✗ নারী-রোগীকে হাসানোর চেষ্টা ও ঠাট্টা-রসিকতা
- ✗ হাত রাখা অস্বীকার করে বেড়ানো, অথচ স্পর্শকাতর স্থানে হাত রাখা
- ✗ পরিবার বিশ্বাস করে, এই অজুহাতে পোশাক, দৃষ্টি ও হাত রাখায় ঢিলেমি

৯. উত্তম হলো আড়ালটি পুরু হওয়া; কারণ স্পর্শ নিষেধের মূল কারণ হলো সেই অনুভূতি, যা কামনাকে উস্কে দেয়। অর্থাৎ সে যদি নিজের হাতের নিচে ভারী ও পুরু কোনো আড়াল (১-২ সেন্টিমিটার) রাখত, তবে তা উত্তম হতো।

১০. শরীরের বিভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন: মাথার উপর হাত রাখা বুকোর বা লজ্জাস্থানের উপর হাত রাখার মতো নয়। কাজেই বিষয়টি নিরঙ্কুশভাবে হাত রাখার বৈধতা নয়, রাকীর যেভাবে মনে চায় সেভাবে।

১১. এমন কিছু সরঞ্জাম আছে যা কখনো কখনো রাকীকে নিজের হাত ব্যবহারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত করে; যেমন ম্যাসাজে ব্যবহৃত কাঠের টুকরোগুলো। সে যদি নারীর পিঠে, কিংবা বুক, উরু ও এ জাতীয় স্পর্শকাতর স্থানে চাপ দিতে চায়, তবে সে সেগুলো ব্যবহার করবে।

চিত্র ২১: ম্যাসাজে ব্যবহৃত কাঠের সরঞ্জামসমূহ।



১২. উত্তম হলো সেই নারী-রোগীকে বেঁধে রাখা, যে চিৎকার করে, বেআবরু হয়ে পড়ে ও ধস্তাধস্তি করে — এমনভাবে যে তাকে চেয়ারের সঙ্গে বা মাটিতে বেঁধে ঢেকে দেওয়া হবে। (কেউ কেউ বাঁধাকে অপছন্দ করে; কিন্তু তা তাকে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে বেশি আবরুরক্ষাকারী ও বেশি নিরাপদ — ছেড়ে দিলে সে চিৎকার করে, বেআবরু হয়ে পড়ে ও রাকীকে জাপটে ধরে। কেননা রাকীদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যিনি জানিয়েছেন,

এক নারী-রোগী তার কাপড় তুলে পুরো পা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, আর আরেকজন চিৎকার করে তার হিজাব ছিঁড়ে বুক উন্মুক্ত করে ফেলেছিল।)

১৩. সাধ্যানুযায়ী আবরণকারী হিজাব বাধ্যতামূলক করা, হাতমোজা ও পা-মোজা পরা এবং সুগন্ধি ব্যবহার না করা। আর এটি স্থান ও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হবে। (পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে এটি কঠিন হয়ে পড়ে; তেমনি জরুরি বা নতুন কেসগুলোতেও। এখানে রাকীর প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত একটি হিজাব বা আবরণ — চাদর — সরবরাহ করা, যা নারী-রোগীকে ঢেকে দেবে ও তার আবরু রক্ষা করবে।)

◆ লেখকের পরামর্শ (৯-১৩)

- ☐ আড়াল পুরু হওয়া উত্তম (১-২ সেন্টিমিটার)
- ☐ শরীরের অঞ্চলভেদে বিধান ভিন্ন: মাথা, বুক ও লজ্জাস্থান এক নয়
- ☐ ম্যাসাজের কাঠের সরঞ্জাম, যাতে নিজের হাত ব্যবহার না লাগে
- ☐ চিক্কার ও ধস্তাধস্তি করা রোগীকে বেঁধে ঢেকে দেওয়া উত্তম
- ☐ আবরণকারী হিজাব, হাতমোজা ও পা-মোজা; সুগন্ধি নয়
- ☐ পাশ্চাত্যে অতিরিক্ত হিজাব বা চাদর সরবরাহ করা

বাঁধার ব্যাপারে লেখক বলেন, কেউ কেউ তা অপছন্দ করে; তবু তা বেশি আবরণকারী

১৪. প্রয়োজনের (ضرورة) নিজস্ব বিধান রয়েছে, আর চিকিৎসকের তাকওয়াই হলো নিয়ন্ত্রক নীতি (ضابط); কারণ যা ঘটে ও যা সংঘটিত হয়, বিষয়টি তারই নিরিখে নির্ধারিত।

সুতরাং উদাহরণস্বরূপ আড়াল দিয়ে মাথার উপর হাত রাখায়, কিংবা অবস্থাভেদে প্রয়োজনের খাতিরে আড়াল দিয়ে মাথা, ঘাড় বা হাত ধরায় কোনো অসুবিধা নেই। কেননা কিছু কঠিন কেসে তার মাহরাম ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় এবং তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে যায় যে সে ছটফট করে ও বেআবরু হয়ে পড়ে; তখন চিকিৎসক তার আবরু রক্ষার্থে বাধ্য হন তার মাথা বা হাত ধরে তাকে স্থির করতে। আর এর প্রয়োজন হতে পারে তখন, যখন সে উত্তেজিত হয়ে আক্রমণ করে বসে; কেননা সে নিজেকে রাকীর গায়ের উপর ছুড়ে দিতে পারে, আর তখন বিষয়টি সামাল না দিলে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায়।

১৫. ব্যথার স্থানের দিকে দৃষ্টিপাতের ব্যাপারে বলা যায়: রাকী ছবি দেখাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে। তবে উদ্দেশ্য এই নয় যে, কিছু নির্বোধ লোক যা করে থাকে — নারী-রোগীর ছবি, কিংবা তার লজ্জাস্থানের ছবি, কিংবা তার বুকুর বা মুখের ছবি চেয়ে বসা। (তাদের একজন নারী দেশের বাইরের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে এবং আমাদের তার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছে: সে আমার ছবি চেয়েছে, কারণ তার নাকি ফিরাসাত আছে....!!) আমি বলি: আল্লাহকে ভয় করো। কিন্তু উদ্দেশ্য হলো, হয়তো হাতে বা পায়ে,

বা পিঠে বদনজর বা জাদুর কোনো চিহ্ন থাকতে পারে, কিংবা নারীর চুল জট পাকিয়ে গেছে বা তাতে কোনো রোগ দেখা দিয়েছে — এখানে আমরা বলি, দৃষ্টিপাতের পরিবর্তে ছবিই যথেষ্ট। আর অবশ্যই ছবিটি ক্ষতস্থানের সীমার মধ্যে হতে হবে; তা যেন লজ্জাস্থানের বা নিতম্বের ছবি না হয়।

উদাহরণ: এমন নারী আছেন যাঁর চুলে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, ফলে তিনি কেবল পরিবর্তিত স্থানটিরই ছবি তুলেছিলেন।

ব্যাথার স্থানের ছবি (১৫)

করুন

- ✓ ব্যাথার স্থান দেখার বদলে ছবিই যথেষ্ট হতে পারে
- ✓ ছবি ক্ষতস্থানের সীমার মধ্যে হতে হবে

করবেন না

- ✗ নারী-রোগীর লজ্জাস্থান, বুক বা মুখের ছবি চেয়ে বসা
- ✗ লজ্জাস্থানের বা নিতম্বের ছবি

চিত্র ২২: প্রয়োজনের সময় রাকী কর্তৃক নারীকে স্পর্শের ব্যাপারে নসীহত ও দিকনির্দেশনা

- নারী-রোগীর আবরণকারী হিজাব মেনে চলা: সাধ্যানুযায়ী আবরণকারী হিজাব বাধ্যতামূলক করা, হাতমোজা ও পামোজা পরা এবং সুগন্ধি ব্যবহার না করা। আর এটি স্থান ও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হবে।
- প্রবল কামনার অধিকারী হলে মানুষের রুকইয়াহ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ: তুমি যদি প্রবল কামনার অধিকারী হও, তবে আমি তোমাকে এই দরজা ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিই। কেননা তাদের কেউ কেউ নারীদের ব্যাপারে পরীক্ষায় পতিত; সে ধৈর্য ধরতে পারে না, সহ্যও করতে পারে না।
- যা তুমি হারাম মনে করো তা করা তোমার জন্য জায়েয নয়: তুমি যদি নারী-রোগীর উপর হাত রাখা নাজায়েয হওয়ার ফতোয়া গ্রহণ করে সেই বিশ্বাস পোষণ করো ও তদনুযায়ী আল্লাহর দীন পালন করো, তবে তুমি যা হারাম মনে করো তা করা কোনো অবস্থাতেই তোমার জন্য জায়েয নয় — এর ব্যতিক্রম সেই ব্যক্তি, যে জায়েয হওয়ার ফতোয়া গ্রহণ করেছে; মাসআলাটিতে মতভেদ থাকায় তার কোনো দোষ নেই।
- নারীকে উন্মোচন বা স্পর্শ করার তোমার কোনো প্রয়োজন নেই: যদি তুমি রোগীর অবস্থা অধ্যয়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হও — অর্থাৎ তোমার রুকইয়াহ যদি সেই ব্যক্তির রুকইয়াহর মতো হয় যে দুই-তিন মিনিট পড়ে — তবে তোমার জন্য কিছু উন্মোচন করার বা স্পর্শ করার কোনোই প্রয়োজন নেই।
- সতর্ক হও!!! কেননা এমন লোক আছে যারা কিছু রাকীর ব্যাপারে অভিযোগ করে যে, সে নারী-রোগীর দিকে (কেবল) দৃষ্টিপাত নয়, বরং সুস্পষ্ট কামনার দৃষ্টিতে তাকায়। আবার এমনও কেউ আছে যে নারী-রোগীকে হাসানোর ও তার সঙ্গে ঠাট্টা-রসিকতা করার চেষ্টা করে। অতএব আল্লাহকে ভয় করো।

সূত্র: «লামসুল মারআতি ফির রুকইয়াহ» গ্রন্থ থেকে। শাইখ খালিদ আল-হিবশীর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট:

www.alroqya.com

খুলাসা (সারসংক্ষেপ)

রুকইয়াহর ইলম ও রাকীর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এবং তাকে এমন সবকিছু দিয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া ওয়াজিব, যা তার আকীদাগত দিক ও নববী চিকিৎসার ভিত্তি সুদৃঢ় করতে পারে — যাতে সে আলিমদের ফতোয়ার দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত রেফারেন্স অনুসারে চলতে পারে; ফলে সে জানতে পারবে কখন প্রয়োজন (ضرورة) নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ করে দেয়। আর তা কেবল তখনই সম্ভব হবে, যখন সে ফতোয়ার মূল বিধানটি আগে জেনে নেবে।

মতভেদপূর্ণ মাসআলাসমূহে (পুরুষ কর্তৃক নারীর চিকিৎসা ও তার সীমারেখা) কোনো প্রতিবাদ (ইনকার) নেই; এবং যে ব্যক্তি কোনো মুজতাহিদ আলিমের তাকলীদ করেছে, তাকে সম্মান করতে হবে।

- রুকইয়াহ ও রাকীদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, যাতে এই মহান ইলমে আমাদের একটি নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স-কর্তৃপক্ষ থাকে।
- রাকীর কর্তব্য হলো, নারীদের রুকইয়াহর দিক থেকে সে রাকীদের কোন শ্রেণিভুক্ত তা নিজেই নির্ধারণ করা; এবং তার কর্তব্য হলো নিজের হিসাব নেওয়া এবং নিজের কর্মকাণ্ডকে সে যা বিশ্বাস করে ও যেসব বিধান ও ফতোয়ার দিকে সে ফিরে যায়, তার ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ রাখা।
- চিকিৎসকদের মধ্যে একটি ন্যায়ের মানদণ্ড থাকা আবশ্যিক — চিকিৎসক শারীরিক রোগের ডাক্তার হোক, মনোচিকিৎসক হোক কিংবা রাকী হোক — চিকিৎসার মাসআলাসমূহে যা কিছু ঘটে ও সংঘটিত হয় তার সবটিতেই, তা সীমালঙ্ঘন হোক বা রোগ-নির্ণয়; আর তা হবে ইনসাফের সঙ্গে এবং প্রত্যেক চিকিৎসককে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে, যাতে সে নিজ ক্ষেত্রে উপকার করতে পারে।
- আলিম ও মুফতিগণের কর্তব্য হলো, চিকিৎসক — সে ডাক্তার হোক বা রাকী — যা করে থাকে তা নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করা; যাতে তাঁরা এমন ফতোয়া প্রদান করতে সক্ষম হন যা প্রত্যেকের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এর অন্তর্ভুক্ত হলো চিকিৎসক (রাকী বা ডাক্তার) কর্তৃক নারীকে আড়ালসহ বা আড়াল ছাড়া স্পর্শ করা, এবং যে ভিত্তির কারণে নারীকে স্পর্শ করার প্রয়োজন হয় ও তার পরিমাণ নির্ধারণ করা।
- চিকিৎসকের অবশ্য কর্তব্য হলো নিজ কাজে আমানতদারি, ওয়ারা ও ইখলাস অবলম্বন করা এবং যাদের চিকিৎসা করছেন তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে হাজির-নাজির জানা — বিশেষ করে নারীদের সঙ্গে আচরণের সময়। তেমনি ফতোয়া প্রদানকারী আলিমেরও কর্তব্য (এটিই)। আর তা কেবল তখনই সম্পন্ন হবে, যখন চিকিৎসক ও নারী-রোগীর ক্ষেত্রে যা ঘটে তা স্বচক্ষে দেখা হবে ও তার অনুসরণ করা হবে; যাতে তাঁর ফতোয়া পূর্ণ অধ্যয়ন ও জ্ঞান থেকে উৎসারিত হয়। তখন এরপর তিনি বৈধতা বা নিষেধাজ্ঞা দিতে পারবেন — এমনকি প্রয়োজনে চিকিৎসকদের এই শ্রেণিবিন্যাসও করতে পারবেন যে, কাদের জন্য নারীকে উন্মোচন করা বা তাকে স্পর্শ করা ইত্যাদি জায়েয।

খুলাসা

খুলাসা: কর্তব্যসমূহ

মতভেদপূর্ণ মাসআলা

কোনো ইনকার নেই; মুজতাহিদের তাকলীদকারীকে সম্মান

রাকী

নিজের শ্রেণি নির্ধারণ; কর্মকাণ্ড বিশ্বাস ও ফতোয়ার সীমায় রাখা

চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও রাকী

সবার জন্য ন্যায়ের একটি মানদণ্ড

আলিম ও মুফতি

চিকিৎসকের কাজ নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করা

চিকিৎসকের কর্তব্য

আমানতদারি, ওয়ারা ও ইখলাস

খাতিয়া (উপসংহার)

এ কথা আমার জানা আছে যে, এ বিষয়ে আমি যত কথা শুনি ও আমার কাছে যত প্রশ্ন আসে তা অত্যধিক; আর বহু রাকী ও বহু নারী-রোগীর কাছে বিষয়টি এমনভাবে জটিল হয়ে উঠেছে যে, তার ফলে নারী-রোগী রাকীকে সন্দেহের কেন্দ্রবিন্দুতে বসিয়ে দেয় — কেবল তাকে স্পর্শ করার কারণেই সে ধরে নেয় যে, রাকীর রুকইয়াহ শুদ্ধ নয়; যদিও

রাকীর সততা ও তাকওয়া তার কাছে প্রকাশিত। আর এ ধারণা সে গড়ে তোলে সেসব কথার ভিত্তিতে, যা সে শুনতে পায় এবং যা সেসব রাকীর ব্যাপারে বলা হয় ও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করা হয় — যারা নারীদের রুকইয়াহর সময় প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে তাদের স্পর্শ করে।

আমি আশা করি, এই গ্রন্থের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করতে আমি তাওফীকপ্রাপ্ত হয়েছি — এবং আমার সেই বার্তার মাধ্যমেও, যা আমি প্রত্যেক রাকী, ইলমের ছাত্র, মাহরাম ও নারী-রোগীর উদ্দেশ্যে পেশ করতে চাই: সাধারণভাবে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে নারীদের সঙ্গে আচরণের মাসআলায়, আর বিশেষভাবে গায়রে-মাহরাম নারীকে স্পর্শ করার মাসআলা ও সে ব্যাপারে নিয়ন্ত্রক নীতির (ضابط) ক্ষেত্রে।

الشيخ خالد الحبشي

শাইখ খালিদ আল-হিবশী

تم الانتهاء في يوم الأحد بتاريخ: ١ صفر ١٤٣٦ هـ

সমাপ্তি ঘটেছে রবিবার, তারিখ: ১ সফর ১৪৩৬ হিজরি।

◆ এক নজরে

- ★ কেস অধ্যয়ন না করলে স্পর্শ বা উন্মোচনের প্রয়োজন নেই
- ★ প্রতি কেসে হাত রাখা জরুরি নয়; কথোপকথনই কখনো যথেষ্ট
- ★ আড়াল পুরু হওয়া উত্তম; শরীরের অঞ্চলভেদে বিধান ভিন্ন
- ★ প্রয়োজনের বিধান আছে, আর চিকিৎসকের তাকওয়াই নিয়ন্ত্রক নীতি
- ★ ব্যথার স্থানের ছবিই যথেষ্ট হতে পারে; কেবল ক্ষতস্থানের সীমায়
- ★ মতভেদপূর্ণ মাসআলায় ইনকার নেই; মুজতাহিদের তাকলীদকারীকে সম্মান করতে হবে

◆ যাচাই করুন

- যে রাকী রোগীর অবস্থা অধ্যয়ন করেন না, শুধু দুই-তিন মিনিট পড়েন, তাঁর জন্য কী বলা হয়েছে?

ক. সবসময় হাত রাখতে হবে

খ. উন্মোচন বা স্পর্শের কোনোই প্রয়োজন নেই
- আড়াল কেমন হওয়া উত্তম বলা হয়েছে?

ক. পাতলা

খ. পুরু
- চিৎকার ও ধস্তাধস্তি করা নারী-রোগী সম্পর্কে লেখকের উপদেশ কী?

ক. বেঁধে ঢেকে দেওয়া উত্তম

খ. ছেড়ে দেওয়া উত্তম
- ব্যথার স্থান দেখার বদলে কী যথেষ্ট হতে পারে?

ক. লজ্জাস্থানের ছবি

খ. ক্ষতস্থানের সীমার ছবি
- মতভেদপূর্ণ মাসআলাসমূহ সম্পর্কে খুলাসায় কী বলা হয়েছে?

ক. কোনো প্রতিবাদ (ইনকার) নেই

খ. অবশ্যই প্রতিবাদ করতে হবে
- রাকী নিজের কর্মকাণ্ড কীসের ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ রাখবেন?

ক. নিজের খেয়ালখুশির

খ. যা তিনি বিশ্বাস করেন এবং যেসব ফতোয়ার দিকে ফিরে যান

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-ক, ৬-খ

সূত্র ও তথ্যপঞ্জি (المصادر والمراجع)

- «القرآن الكريم» — আল-কুরআনুল কারীম।
- «إعلام الموقعين» ابن القيم، — ইবনুল কায়্যিম, «ইলামুল মুওয়াক্কিঈন»।
- «أضواء البيان» — «আদওয়াউল বায়ান»।
- «إعلام الموقعين» — «ইলামুল মুওয়াক্কিঈন»।
- «إعلام الموقعين عن رب العالمين» — «ইলামুল মুওয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন»।
- «تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» — «তাবয়ীনুল হাকাইক শারহু কানযিদ দাকাইক»।
- «تقي الدين الزيلعي الحنفی تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» — «তাবয়ীনুল হাকাইক শারহু কানযিদ দাকাইক», তাকিউদ্দীন আয-যায়লাঈ আল-হানাতী।
- «آللباني الجامع الصغير وزيادته» — «আল-জামিউস সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু», আলবানী।
- «روضة الطالبين» — «রাওদাতুত তালিবীন»।
- «سنن الترمذي» — «সুনানুত তিরমিযী»।

11. «صحيح البخاري» — «সহীহুল বুখারী»।
12. «صحيح الجامع» — «সহীহুল জামি»।
13. «صحيح مسلم» — «সহীহ মুসলিম»।
14. «ফাতাওয়াল ইমাম আশ-শাতিবী», তাহকীক: محمد أبو الأجفان ،: تحقيق «فتاوى الإمام الشاطبي» — মুহাম্মাদ আবুল আজফান।
15. «الفتاوى الذهبية في الرقية الشرعية» — «আল-ফাতাওয়ায যাহাবিয়া ফির রুকইয়াতিশ শারইয়া»।
16. «فتاوى اللجنة الدائمة» — «ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা»।
17. «آل-ফাতওয়াল ইসলামিয়া», দারুল ইফতা আল-মিসরিয়া। — «دار الإفتاء المصرية» «الفتوى الإسلامية»।
18. «আল-ফুরু», ইবনে মুফলিহ। — «ابن مفلح» «الفروع»।
19. «আল-কাদা ওয়াল ইফতা ফিল ফিকহিল ইসলামী», ড. আবদুল হাসীব সানাদ আতিয়া। — «عبدالحسيب سند عطية ،» «القضاء والافتاء في الفقه الإسلامي»।
20. «আল-কাওয়াইদুয যাহাবিয়া ফির রুকশাশ শারইয়া»। — «القواعد الذهبية في الرقى الشرعية»।
21. «মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ», নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবী বকর আল-হায়সামী। — «نور الدين علي بن أبي بكر الهيتمي» «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»।
22. «মাজমুউল ফাতাওয়া»। — «مجموع الفتاوى»।
23. — «أبي محمد عبدالله بن مانع ،: تقييد وجمع الشيخ» «مسائل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى» «মাসাইলুল ইমাম ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ তাআলা», লিপিবদ্ধকরণ ও সংকলন: শাইখ আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে মানি।
24. «মাতালিবু উলিন নুহা ফী শারহি গায়াতিল মুনতাহা»। — «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»।
25. «আল-মিনহাজ», নববী। — «النووي» «المنهاج»।
26. «আল-হাত্তাব। — «ماওয়াহিবুল জালীল», আল-হাত্তাব। — «مواهب الجليل»।
27. «আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়াতুল কুয়েতিয়া», কুয়েতের আওকাফ ও ইসলামি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। — «آل-ماؤسؤات والشؤون الإسلامية بالكويت» «الموسوعة الفقهية الكويتية»।
28. «আল-মাকতাবাতুশ শামিলা। — «آل-ماؤسؤات الكوينة» «المكتبة الشاملة» «الموسوعة الكويتية»।
29. «নাযারিয়াতুদ দারুরাতিশ শারইয়া»। — «نظرية الضرورة الشرعية»।
30. «আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস»। — «النهاية في غريب الحديث»।

ইলেকট্রনিক সূত্রসমূহ (المصادر الالكترونية)

- শাইখ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায-এর ওয়েবসাইট — <http://www.binbaz.org.sa>
- শাইখ খালিদ আল-হিবশীর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট — www.alroqya.com
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল-উসাইমীনের ওয়েবসাইট — <http://www.ibnothaimeen.com>
- শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আল-জিবরীনের ওয়েবসাইট — <http://www.ibn-jebreen.com>

- শাইখ সালিহ ইবনে ফাওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আল-ফাওয়ানের ওয়েবসাইট — <http://www.alfawzan.af.org.sa>
- একটি ব্যক্তিগত ব্লগ — <http://alhamad.8m.com/aorat.htm>
- ভিডিও ক্লিপের আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান-ইঞ্জিন youtube — <http://www.youtube.com>
- «আর-রিয়াদ» পত্রিকার ওয়েবসাইট — <http://www.alriyadh.com>

চিত্রসূচি (فهرس الأشكال)

(পৃষ্ঠা-নম্বরগুলো মূল আরবি সংস্করণের।)

- শকল ২৩: হাদীসটি (لأن يظعن أحدكم) কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার ব্যাখ্যা — ২০
- শকল ২৪ – ক: প্রয়োজনে যাদের জন্য নারীকে স্পর্শ করা জায়েয এবং শরীয়ত যাদের তা অনুমোদন করে — তার নমুনা — ২১
- শকল ২৫ – খ: প্রয়োজনে যাদের জন্য নারীকে স্পর্শ করা জায়েয এবং শরীয়ত যাদের তা অনুমোদন করে — তার নমুনা — ২২
- শকল ২৬: মৌমাছির ছল (বিষ) দিয়ে চিকিৎসা ও চিকিৎসা হিসেবে তার ব্যবহারের নমুনা — ২৩
- শকল ২৭: শাইখ ইবনে বাযের ফতোয়া — শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে মানি-র গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত — ৩০
- শকল ২৮: «আল-কাওয়াইদুয যাহাবিয়া ফির রুকাশ শারইয়্যা» গ্রন্থের ফতোয়াসমূহের কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ — ৩৬
- শকল ২৯: ফতোয়া ও তাকলীদ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল কায়্যিমের বক্তব্যের ব্যাখ্যা — ৪৭
- শকল ৩০: ইজতিহাদ ও তাকলীদ প্রসঙ্গে আলিমদের বক্তব্য (শাইখ সালিহ আল-ফাওয়ানের ফতোয়া থেকে সংক্ষেপিত) — ৫৩
- শকল ৩১: নারীর উপর নাফস ও হাত বুলানো জায়েয হওয়ার ফতোয়াসমূহের ইন্দোনেশীয় ভাষায় অনুবাদ — ৫৪
- শকল ৩২: নারীর উপর নাফস ও হাত বুলানো জায়েয হওয়ার ব্যাপারে শাইখ ইবনে জিবরীনের ফতোয়ার অনুসরণ — ইন্দোনেশিয়ার আহলুস সুন্নাহর রাকীগণ কর্তৃক — ৫৪
- শকল ৩৩: প্রয়োজনে ও প্রয়োজন ছাড়া চিকিৎসায় নারীকে স্পর্শ করার বিধানসমূহের ব্যাখ্যা — ৫৫
- শকল ৩৪: রাকী কর্তৃক নারীকে স্পর্শের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের (দারুরাহ) বিধানের ব্যাখ্যা — ৫৬
- শকল ৩৫: কাফির চিকিৎসকের কাছে নারীর চিকিৎসা ও তার শরীর পরীক্ষা করানো জায়েয হওয়ার ফতোয়া — ৬৩
- শকল ৩৬: অতীতে ও বর্তমানে রাকীর কাজ এবং তাদের শ্রেণিবিভাগের ব্যাখ্যা — ৬৬
- শকল ৩৭: কিছু অবস্থায় নারীর শরীর পরীক্ষা ও চিকিৎসা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে আলিমদের প্রয়োজন-নিরূপণের ব্যাখ্যা — ৭০
- শকল ৩৮: কিছু চিকিৎসকের পেশাগত কাজে সীমালঙ্ঘন — ৭২
- শকল ৩৯: রাকী কর্তৃক রোগীর মাথা থেকে সুচ বের করা — ৮০
- শকল ৪০: এক শিশুকন্যা, যার চোখ থেকে পাথর ঝরে — ৮১
- শকল ৪১: এক শিশুকন্যা, যার দুই চোখ থেকে পাথর বের হয় — ৮১
- শকল ৪২: এক তরুণীর চোখ থেকে কাচের টুকরো বের হওয়া — ৮১

- শকল ৪৩: ম্যাসাজে ব্যবহৃত কাঠের সরঞ্জামসমূহ — ৯২
- শকল ৪৪: প্রয়োজনের সময় রাকী কর্তৃক নারীকে স্পর্শের ব্যাপারে নসীহত ও দিকনির্দেশনা — ৯৫

অধ্যায় ৮ সমাপ্ত

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি

শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী

الشيخ خالد بن إبراهيم الحبشي

www.alroqya.com

মূল গ্রন্থ: لمس المرأة في الرقية

অনুবাদক পরিচিতি

রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

alquranicruqyahhealing.com

এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ, পরিভাষা-নির্ধারণ ও উপস্থাপনা তাঁরই।

স্বত্ব ও ব্যবহার

মূল আরবি গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের সংরক্ষিত। এই বাংলা রূপান্তর মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয়।

বাংলা অনুবাদটির স্বত্ব অনুবাদকের। অনুবাদকের অনুমতি ছাড়া এই অনুবাদ পুনঃপ্রকাশ, বিক্রয় বা নিজের নামে চালানো থেকে বিরত থাকুন। কারও উপকারে এলে দুআয় স্মরণ রাখবেন।

শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

বিকাশ / নগদ / রকেট

০১৮৮৬৬০৮৯৯৯

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

রুকইয়াহতে নারীকে স্পর্শ করা

শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

alquranicruqyahhealing.com

WhatsApp: [01886608999](https://wa.me/01886608999)